সুনানু নাসাঈ শরীফ

(চতুর্থ খণ্ড)

ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইব্‌ন শোয়াইব আন্‌-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসাঈ শরীফ

(চতুর্থ খণ্ড)

অধ্যায়

ঘোড়া

আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের মাল দান করা

ওসীয়ত

দান করা

হিবা

রুকবা অর্থাৎ মৃত্যুর শর্তে দান

উমরারূপে দান করা

কসম ও মানতসমূহ

কৃষিতে বর্গা ও চুক্তির শর্ত

স্ত্রীর সাথে ব্যবহার

হত্যা বৈধ হওয়া

যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন সম্পর্কে

বায়'আত

আকীকা

ফারা' এবং 'আতীরা

শিকার ও যবাহ্‌কৃত জন্তু

কুরবানী

ক্রয়-বিক্রয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْخَيْلِ

অধ্যায় ঃ ঘোড়া

ঘোড়-দৌড় ও তীর নিক্ষেপ

٣٥٦٥ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيْحٍ الْمُرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِيْ عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَقَالُوْا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيْغُ اللّٰهُ لَهُمْ قُلُوْبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَحَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوْحٰى إِلَيَّ أَنِّيْ مَقْبُوْضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُوْنِيْ أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ الشَّامُ ★

৩৫৬৫. আহমদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ (র) ---- সালামা ইবন নুফায়ল কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে, অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে এবং তারা বলছে ঃ এখন আর জিহাদ নেই, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ তারা মিথ্যা

বলছে। এখনই জিহাদের আদেশ এসেছে। আর সর্বদা আমার উম্মতের একদল যুদ্ধ করতে থাকবে দীনের জন্য। আল্লাহ্ তাদের জন্য লোকের অন্তর ফিরিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ্ তাদেরকে ওদের দ্বারা রিযক দান করবেন কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের সাথে কল্যাণ ও মঙ্গলকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমাকে এ কথা ওহী দ্বারা জানানো হয়েছে যে, অচিরেই আমার ইন্তিকাল হবে ; চিরদিন আমি থাকবো না। আর তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তোমরা একে অন্যের সাথে মারামারি কাটাকাটি করবে, আর ঈমানদারদের ঠিকানা হবে সিরিয়ায়।

٣٥٦٦ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَتَّخِذُهَا لَهُ وَلَا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৩৫৬৬. আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ বেঁধে রেখেছেন। ঘোড়া তিন প্রকার ঃ এক প্রকার ঘোড়া যা দ্বারা মানুষ সওয়াব লাভ করে। আর এক প্রকার ঘোড়া, যা অসচ্ছলতায় জন্য ঢালস্বরূপ হয়ে থাকে এবং এক প্রকার ঘোড়া যা বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকে। সওয়াবের ঘোড়া তো ঐ ঘোড়া, যাকে পালা হয়- আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য এবং প্রয়োজনমত তাকে জিহাদে ব্যবহার করা হয়। আর যা কিছু সে খায়, তা তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। আর যদি তাকে চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া হয়। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٣٥٦٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذٰلِكَ فِي الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذٰلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذٰلِكَ سِتْرٌ

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيهَا شَىْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ *

৩৫৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালমা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন লোকের জন্য ঘোড়া সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে, আর কারো জন্য তা ঢালস্বরূপ, আর কারো জন্য তা বোঝা এবং গুনাহের কারণ হয়ে থাকে : ঘোড়া ঐ ব্যক্তির জন্য সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে, যে তাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাঁধে। আর সে তার রশি বাগান এবং চারণ ভূমিতে বাঁধে, সেই ঘোড়া যতদূর পর্যন্ত চরবে তার জন্য নেকী লেখা হবে। যদি সে রশি ছিঁড়ে কোন উঁচু স্থানে বা দুই উঁচু স্থানে চড়ে, তবে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং হারিছের হাদীসে আছে, তার প্রত্যেক গোবরে নেকী লেখা হবে। যদি ঐ ঘোড়া কোন নহরে গিয়ে পানি পান করে, অথচ মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না থাকে, তবুও মালিকের জন্য নেকী লেখা হবে। এইরূপ ঘোড়া পালা সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তির জন্য তো আরও উত্তম, যে তা ব্যবসার জন্য বেঁধে রাখে, অথবা মানুষের চাওয়া থেকে বাঁচার জন্য এবং এর যাকাত আদায় করে। আর ঐ ব্যক্তির জন্য পাপ, যে ব্যক্তি তাকে গর্ব করা, লোক দেখানো এবং মুসলমানের সাথে শত্রুতার জন্য বাঁধে। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গাধার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ এর ব্যাপারে এখনও কিছু আমার উপর নাযিল হয়নি। তবে এই আয়াত এতে সকল নেকী শামিল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করলে, তা সে দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তা-ও সে দেখবে।

بَابُ حُبِّ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা

٣٥٦٨. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ *

৩৫৬৮. আহমদ ইব্‌ন হাফস (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট স্ত্রীজাতির পর ঘোড়া অপেক্ষা আর কোন বস্তু প্রিয় ছিল না।

مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ الْخَيْلِ

কোন্ রংয়ের ঘোড়া উত্তম ?

٣٥٦٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَّارُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلَاتُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ٭

৩৫৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - আবূ ওহাব (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা নবীগণের নামে নাম রাখবে, আর আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান। ঘোড়া বেঁধে রাখবে এবং এর মাথায় এবং পেছনে হাত বুলাবে, আর এর গলায় কালাদা পরাবে, তাকে ঘুনটীর কালাদা পরাবে না, লাল কাল মিশান রং এর ঘোড়া রাখবে, যার ললাটি সামনের এবং পেছনের পা সাদা হয় অথবা লাল রং এর ঘোড়া যার ললাট সাদা হয় এবং সামনের পাও সাদা।

اَلشِّكَالُ فِي الْخَيْلِ

তিন সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া

٣٥٧٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَاللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ ٭

৩৫৭০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল ঘোড়া পছন্দ করতেন না যেগুলোর তিন পা সাদা এবং এক পা অন্য রং এর হতো।

٣٥٧١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثَةُ مُطْلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةٌ وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا فِي رِجْلٍ وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ ٭

৩৫৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঐ সকল ঘোড়া অপছন্দ করতেন, যেগুলোর তিন পা সাদা এবং এক পা অন্য রং এর হতো। আবূ আবদুর রহ্‌মান (র) বলেন ঃ শিকাল ঐ ঘোড়াকে বলা হয়, যার তিন পা সাদা এবং এক পা অন্য রং এর হয়। অথবা তিন পা অন্য রংয়ের এবং এক পা সাদা।

بَابُ شُؤْمُ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার অশুভ হওয়ার লক্ষণ

٣٥٧٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِيْ ثَلاَثَةٍ اَلْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ *

৩৫৭২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সালিম (র) তার পিতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বস্তুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ (অপয়া) রয়েছে ঃ নারী, ঘোড়া এবং ঘরে।[১]

٣٥٧٣. اَخْبَرَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ اِبْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ *

৩৫৭৩. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন বস্তুর মধ্যে কুলক্ষণ (অপয়া) রয়েছে ঃ নারী, ঘোড়া এবং ঘর।

٣٥٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ يَكُ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ *

৩৫৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন বস্তুতে কুলক্ষণ থেকে থাকে, তবে তা ঘর, নারী এবং ঘোড়ার মধ্যেই থাকে।

---

১. নারীর মধ্যে কুলক্ষণ এই যে, যার স্বভাব-চরিত্র খারাপ বা যে কটু কথা বলে। ঘোড়ার কুলক্ষণ এই যে, যা কাল রংয়ের হয় এবং লাথি মারে; আর ঘরের কুলক্ষণ হলো– এর প্রতিবেশী ভাল না হওয়া বা যেখানে শীত, বর্ষা ও গরমে আরাম নেই।

بَابُ بَرَكَةِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার বরকতের বর্ণনা

٣٥٧٥. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ *

৩৫৭৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘোড়ার ললাটে বরকত রয়েছে।

بَابُ فَتْلِ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার ললাটের চুল ঠিক করে দেওয়া

٣٥٧٦. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ *

৩৫৭৬. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - জারির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি ঘোড়ার ললাটের চুল তাঁর দুই আঙ্গুল দিয়ে ঠিক করে দিতেন এবং বলতেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার মাথায় খায়ের-বরকত বাঁধা থাকবে, আর সে খায়ের-বরকত হলো– সওয়াব এবং গনীমত।

٣٥٧٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৫৭৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত খায়ের-বরকত লটকান থাকবে।

٣٥٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৫৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা আবূ কুরায়ব (র) - - - - উরওয়া বারিকীয়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গল বাঁধা থাকবে।

٣٥٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন আবূ জা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে মঙ্গল ও কল্যাণ বাঁধা থাকবে, আর তা হলো- সুওয়াব ও গনীমত।

٣٥٨٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৮০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে খায়ের-বরকত বাঁধা থাকবে, আর তা হলো- সওয়াব ও গনীমত।

٣٥٨١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى السَّفَرِ اَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৮১. আমর ইব্‌ন আলী (র)- - - - উরওয়া ইব্‌ন আবূ জা'আদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ ও মঙ্গল বাঁধা থাকবে, আর তা হলো- সওয়াব ও গনীমত।

تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

ঘোড়াকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া

٣٥٨٢. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو سَلاَّمٍ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِىِّ

قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَمُرُّ بِي فَيَقُولُ يَاخَالِدُ أُخْرُجْ بِنَا نَرْمِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَاخَالِدُ تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَاَنْ تَرْمُوا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ اللَّهْوُ اِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَاعَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَبِهَا ●

৩৫৮২. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মুজালিদ (র) ---- খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উকবা ইবন আমির (রা) আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন ঃ হে খালিদ ! আমাদের সাথে চল, আমরা তীর নিক্ষেপ করবো। একদিন আমি দেরী করলে তিনি বললেন ঃ হে খালিদ ! এসো, আমি তোমাকে এমন কথা শুনাবো, যা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। সে মতে আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক তীর দ্বারা তিন ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। প্রথম, তীর প্রস্তুতকারী যদি সে তীর তৈরি করার সময় নেক নিয়ত রাখে ; দ্বিতীয়, তীর নিক্ষেপকারী ; তৃতীয়, তীরে ফলা সংযোগকারী। নবী ﷺ আরো বলেছেন ঃ তোমরা আরোহণ এবং তীর নিক্ষেপ কর, আর আরোহণ করার চেয়ে তীর নিক্ষেপ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর তিন ধরনের খেলা ব্যতীত কোন খেলা উচিত নয়। ১. মানুষ কর্তৃক তার ঘোড়াকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। ২. নিজ স্ত্রীর সাথে খেলা করা। ৩. তীর এবং বর্শা নিক্ষেপ করা। যে ব্যক্তি একবার তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষা করে ছেড়ে দেয়, সে এক নিয়ামতের না শোকরী করে। অথবা তিনি বলেছেন ঃ সে যেন তা অস্বীকার করে।

بَابُ دَعْوَةِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার দু'আ

٣٥٨٣ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ اَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ اِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي اٰدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَاجْعَلْنِي اَحَبَّ اَهْلِهِ وَمَالِهِ اِلَيْهِ اَوْ مِنْ اَحَبِّ مَالِهِ وَاَهْلِهِ اِلَيْهِ ●

৩৫৮৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরবী ঘোড়াকে প্রতি প্রাতঃকালে দুটো দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয় ঃ হে আল্লাহ্ ! যে

মানুষের হাতে তুমি আমাকে সোপর্দ করেছ, আমাকে তার নিকট তার পরিবারের এবং তার মালের মধ্যে অধিক প্রিয় করে দাও, অথবা তিনি বলেছেন ঃ তার পরিবারের এবং মালের মধ্যে আমাকে অধিক প্রিয় করে দাও।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى حَمْلِ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ

গাধাকে ঘোড়ার উপর চড়ান

٣٥٨٤ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُهْدِيَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لَوْحَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ *

৩৫৮৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন লোক একটি খচ্চর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাদিয়া দিল। তিনি তাতে সওয়ার হলে, আলী (রা) বললেন ঃ যদি আমরা গাধাকে ঘোড়ার উপর চড়াই, তাহলে আমাদের নিকট এরূপ খচ্চর জন্ম নেবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরূপ কাজ তারাই করে, যারা অজ্ঞ।

٣٥٨٥ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى نَفْسِهِ قَالَ خَمْشًا هٰذِهِ شَرٌّ مِنَ الْاُوْلٰى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَبْدٌ اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ وَاللّٰهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ بِثَلاَثَةٍ اَمَرَنَا اَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَاَنْ لاَنَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَنُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ *

৩৫৮৫. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহর এবং আসর নামাযে কী পড়তেন ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তিনি কিছুই পড়তেন না। সে ব্যক্তি বলল ঃ হয়তো মনে মনে পড়ে থাকবেন। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথা, এ তো প্রথম অপেক্ষা মন্দ। রাসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যা আদেশ করেছেন, তিনি তা পৌঁছে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি আমাদেরকে বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু আমাদেরকে তিনটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ১. আমরা যেন পূর্ণরূপে ওযু করি, ২. আমরা যেন সাদ্‌কার মাল না খাই, ৩. আমরা যেন গাধাকে ঘোড়ার উপর না চড়াই।

عَلَفُ الْخَيْلِ

ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ানোর সওয়াবের বর্ণনা

٣٥٨٦. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ *

৩৫৮৬. হারিছ ইবন মিসকীন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহর পথে ঘোড়া বাঁধবে, ঐ ঘোড়ার ঘাস খাওয়া, পানি পান, পেশাব ও পায়খানা করা তার নেকীর পাল্লায় যুক্ত হবে।

غَايَةُ السَّبْقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ

যে ঘোড়ার ইয্মার[1] করা হয়নি, সে ঘোড়ার দৌড়ের শেষ প্রান্ত

٣٥٨٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ *

৩৫৮৭. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) ..... ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফ্য়া নামক স্থান হতে ঘোড়া ছেড়ে দেন যার শেষ সীমা ছিল সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর তিনি সানিয়া হতে বনী যুরায়ক মসজিদ পর্যন্ত ঘোড় দৌড় করিয়েছিলেন। তারা এমন ঘোড়া ছিল যাদের ইয্মার করান হয়নি।

بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

অনুচ্ছেদ : প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়ার ইয্মার করা

٣٥٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ

---

১. ইয্মার বলা হয়- ঘোড়াকে খাওয়ানোর কারণে মোটা-তাজা হওয়ার পর, খাদ্য-পানীয় কমিয়ে দিয়ে হালকা-পাতলা করার নির্দিষ্ট কর্মকে।

الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا ‏.‏

৩৫৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল ঘোড়ার মধ্যে ঘোড়দৌড় করান, যাদের ইযমার করা হয়েছিল। আর তার সীমানা ছিল হাফ্‌য়া হতে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল ঘোড়ার জন্য যাদের ইযমার করা হয়নি, সানিয়া হতে বনী যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ের ব্যবস্থা করেন। আবদুল্লাহ্ (রা) ঐ ঘোড়দৌড়ে শরীক ছিলেন।

بَابُ السَّبَقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড়

٣٥٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ ‏.‏

৩৫৮৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তীর, উট এবং ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

٣٥٩٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ‏.‏

৩৫৯০. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তীর, উট এবং ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

٣٥٩١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ سَبَقٌ إِلاَّ عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ‏.‏

৩৫৯১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ উট এবং ঘোড়া ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

٣٥٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ

اللّٰهِ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَتُسْبَقُ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُوْدٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وُجُوْهِهِمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ قَالَ اِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَيَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ اِلاَّ وَضَعَهُ *

৩৫৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযবা নামক একটি উটনী ছিল, যা প্রতিযোগিতায় কখনও পরাজিত হতো না। হঠাৎ আরবের এক গ্রাম্য লোক একটি জোয়ান উটের উপর সওয়ার হয়ে আসে এবং তা প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়ে যায়, যা মুসলমানদের জন্য অতি কষ্টের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের চেহারার প্রতি লক্ষ্য করলে, তারা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আযবা পিছে পড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে উন্নতি দান করেন, তখন তিনি তাকে নীচুও করে থাকেন।

٣٥٩٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى لِبَنِي لَيْثٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَسَبَقَ اِلاَّ فِيْ خُفٍّ اَوْحَافِرٍ *

৩৫৯৩. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঘোড়া ও উট ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

اَلْجَلَبِ

জালাব[১] প্রসঙ্গে

٣٥٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الْاِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৩৫৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামে জালাব, জানাব, শিগার নেই। আর যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

اَلْجَنَبِ

জানাব[২] সম্পর্কে

٣٥٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ قَزَعَةَ عَنْ

১. জালাব বলা হয় - ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় আরোহী তার ঘোড়াকে দ্রুত চলার জন্য এর পেছনে কোন লোককে নিয়োগ করে, সে তাকে পিটাতে থাকে।

২. জানাব বলা হয়- ঘোড় দৌড়ের সময় আরোহীর দ্বিতীয় ঘোড়া পাশে রাখা, যদি প্রথম ঘোড়া ক্লান্ত হয়, তবে তাতে সে বসে দৌড় শেষ করবে।

الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ *

৩৫৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইসলামে জালাব, জানাব এবং শিগার[১] নেই।

٣٥٩٦ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَابَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَسَبَقَهُ فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذٰلِكَ فَقِيْلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَقِيْلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللّٰهُ *

৩৫৯৬. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক গ্রাম্য লোকের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং লোকটি আগে চলে যায়। এতে সাহাবীগণ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তাঁর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করা হলে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে উন্নীত করলে– আবার তাকে নীচুও করে দেন।

بَابُ سَهْمَانُ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ : ঘোড়ার জন্য দুই অংশ

٣٥٩٧ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ *

৩৫৯৭. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর যুদ্ধের পর যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামকে গনীমতের মাল থেকে চার অংশ দেন। এক অংশ তাঁর নিজের, এক অংশ তাঁর মাতা সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিবের এবং দুই অংশ ঘোড়ার জন্য।

---

১. শিগার বলা হয়– বিনিময়ে বিবাহ ; যেমন যদি কেউ তার মেয়েকে কারো কাছে এ শর্তে বিয়ে দেয় যে, সে তার বোনকে মেয়ের মোহরানার বিনিময়ে তার কাছে বিয়ে দেবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِحْبَاسِ

অধ্যায় ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় নিজের মাল দান করা

আল্লাহ্র রাস্তায় নিজের মাল দান করা

٣٥٩٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَادِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِيْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرٰى صَدَقَةً ‌٭

৩৫৯৮. কুতায়বা ইবুন সাঈদ (র) - - - - আমর ইবনে হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ টাকা-পয়সা, দাস-দাসী কিছুই রেখে যান নি, একটি সাদা খচ্চর ব্যতীত; যাতে তিনি আরোহণ করতেন। আর তিনি তাঁর হাতিয়ার রেখে যান। আর তিনি তাঁর যমীন আল্লাহ্র রাস্তায় দান করেন। কুতায়বা (র) আবার বলেন ঃ এগুলো তিনি সদ্‌কা করে দেন।

٣٥٩٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُوْلُ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً ‌٭

৩৫৯৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - আমর ইবনে হারিছ (রা) বলেন ঃ আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একটি সাদা খচ্চর ও হাতিয়ার ব্যতীত, সমস্ত যমীনই সাদ্‌কা করে দেন।

٣٦٠٠- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَا تَرَكَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً ‏.‏

৩৬০০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইবন হারিছ (রা) বলেন : আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একটি সাদা খচ্চর ও হাতিয়ার ব্যতীত, তাঁর যমীন সাদ্‌কা করে দেন।

بَابُ الأَحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : ওয়াকফ লেখার নিয়ম

٣٦٠١- أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَيَّ وَلاَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً وَيُطْعِمَ ‏.‏

৩৬০১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি খায়বর এলাকায় একখণ্ড জমি পাই আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম : আমি একখণ্ড জমি পেয়েছি, আমার নিকট তা হতে উত্তম ও প্রিয় আর কোন মাল নেই। তিনি বললেন : যদি তুমি তা সাদ্‌কা করতে ইচ্ছা কর, তবে তা সাদ্‌কা করে দাও। এভাবে যে, সে জমি বিক্রি হবে না এবং হিবা করাও যাবে না বরং তা গরীব আত্মীয়দের মধ্যে এবং দাস মুক্তির জন্য, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য সাদ্‌কা হবে। মুতাওয়াল্লী তা থেকে ইনসাফের সাথে ভোগ করতে পারবে, ধনী হওয়ার জন্য নয়। আর সে তা অন্যদেরকেও খাওয়াবে।

٣٦٠٢- أَخْبَرَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ‏.‏

৩৬০২. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٦٠٣. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ‏.‏

৩৬০৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর (রা) খায়বরে একখণ্ড জমি পান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আমি একখণ্ড জমি পেয়েছি, আর এতো উত্তম মাল আর কখনো আমার হস্তগত হয়নি। ঐ জমির ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তা ওয়াক্ফ করতে চাও, তবে মূল বস্তু রেখে দাও এবং তাতে উৎপন্ন হয় তা সাদ্‌কা করে দাও। তখন তিনি তা এভাবে সাদকা করেন যে, জমি বিক্রয় হবে না, দানও করা যাবে না, আর ওয়ারিসদেরকেও দেয়া হবে না, বরং তা দান করা হবে গরীব ও আত্মীয়দের মধ্যে, দাস-মুক্তির জন্য, আর মেহমানদের এবং মুসাফিরদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি এই জমির মুতাওয়াল্লী ন্যায়-নীতির সাথে খায় এবং বন্ধুদের খাওয়ায়, তবে তার তো পাপ হবে না। কিন্তু তা দ্বারা সে ধনী হতে পারবে না।

٣٦٠٤. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ يَعْنِي عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ اللَّفْظُ لإِسْمَاعِيلَ ‏.‏

৩৬০৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরে উমর (রা) একখণ্ড জমি পান। এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বলেন ঃ আমি বড় একখণ্ড জমি পেয়েছি, আর এতো উত্তম মাল আর কখনো পাইনি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ করেন ? তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তার মূল অবশিষ্ট রেখে তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্য সাদ্‌কা করতে পার। গরীব-দুঃখীকে, আত্মীয়দেরকে, দাস-মুক্তকরণে আল্লাহর রাস্তায়

মুসাফিরদেরকে এবং মেহমানদেরকে। যদি এর মুতাওয়াল্লী ন্যায়-নীতির সাথে তা থেকে খায়, কিংবা তার বন্ধুদেরও খাওয়ায়, তবে তার কোন গুনাহ্ হবে না। তবে তা দিয়ে সে ধনবান হতে পারবে না।

٣٦٠٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَحَبَسَ أَصْلَهَا أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ *

৩৬০৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ------ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) খায়বরে একখণ্ড জমি পান, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তার মূলটি রেখে তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্য সাদকা করতে পার। এভাবে যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, তার কেউ ওয়ারিস হবে না, আর তা সাদকা করা যাবে, গরীবদের ও আত্মীয়দের মধ্যে, দাস-মুক্তকরণে, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের এবং মেহমানদের জন্য। যে তার তত্ত্বাবধায়ক হবে, তার জন্য তা থেকে ন্যায়সংগতভাবে ভক্ষণ করার কোন পাপ হবে না। আর তার বন্ধুদের খাওয়ানোতে। কিন্তু এর দ্বারা সে মালদার হতে পারবে না।

٣٦٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ *

৩৬০৬. আবূ বকর ইব্‌ন নাফে' (র) ------ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ এ আয়াত নাযিল হলো তখন আবূ তালহা (র) বললো : আমাদের রব আমাদেরকে মাল হতে নিতে ইচ্ছা করেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ : আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার জমি আল্লাহর জন্য ওয়াকফ অর্থাৎ দান করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার যমীনকে তোমার আত্মীয় হাসসান ইব্‌ন ছাবিত এবং উবাই ইব্‌ন কা'বকে দিয়ে দাও।

بَابُ حَبْسِ الْمُشَاعِ

অনুচ্ছেদ : বন্টনের পূর্বে শরীকী জমি ওয়াকফ করা

٣٦٠٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَعْجَبَ اِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ اَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا *

৩৬০৭. সা'দ ইবন আব্দুর রহমান (র) ---- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর (রা) নবী ﷺ -কে বললেন ঃ খায়বরে আমার এক শতটি অংশ রয়েছে, আর এত উত্তম মাল আমার কখনও ছিল না। আমি তা সাদকা করতে ইচ্ছা করি। নবী ﷺ বললেন ঃ এর মূলটি রেখে ফল দান করে দাও।

٣٦٠٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَلَنْجِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ عُمَرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَصَبْتُ مَالاً لَمْ اُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِي مِائَةُ رَاسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ اَهْلِهَا وَاِنِّي قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَقَرَّبَ بِهَا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ *

৩৬০৮. মুহাম্মদ ইবন খালানজী (র) ---- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন উত্তম মাল পেয়েছি, যা আমি এর পূর্বে কখনও পাইনি। আমার নিকট এক শত মাল (উট ইত্যাদি) ছিল, আমি খায়বরবাসীদের নিকট থেকে তা দিয়ে জমির একশত অংশ ক্রয় করেছি। এখন আমি তা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি মূল জমি রেখে দাও এবং তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যয় কর।

٣٦٠٩ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنِ بُهْلُوْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَرْضٍ لِي بِثَمْغٍ قَالَ اَحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا *

৩৬০৯. মুহাম্মদ ইবন মুসাফফা ইবন বাহলুল (র) ---- উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বারে সামগ নামক স্থানে আমার একখণ্ড জমি ছিল। আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললে, তিনি বললেন ঃ তুমি মূল রেখে দাও এবং এর আয় ব্যয় কর।

بَابُ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা

٣٦١٠ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي

يُحَدِّثُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَذَاكَ اَنِّي قُلْتُ لَهُ اَرَأَيْتَ اعْتِزَالَ الاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَاكَانَ قَالَ سَمِعْتُ الاَحْنَفَ يَقُولُ اَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَاَنَا حَاجٌّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا اِذْ اَتٰى اٰتٍ فَقَالَ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعْتُ فَاِذَا يَعْنِي النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ وَاِذَا بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ فَاِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ قِيلَ هٰذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَنْظُرَ مَاجَاءَ بِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ اَهٰهُنَا عَلِيٌّ اَهٰهُنَا الزُّبَيْرُ اَهٰهُنَا طَلْحَةُ اَهٰهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَتَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ فَاَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَاَجْرُهُ لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَاَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ قَالَ فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَاَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتّٰى مَايَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ★

৩৬১০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হুসায়ন ইব্‌ন আব্দুর রহমান বনী তমীমের আমর ইব্‌ন জাওয়ান (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি আহনাফ্ ইব্‌ন কায়সের পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ আমি আহনাফ্‌কে বলতে শুনেছি। আমি হজ্জ উপলক্ষে মদীনায় আসলাম। আমরা আমাদের মনযিলে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : লোক মসজিদে একত্রিত হচ্ছে। আমি দেখলাম, লোক মসজিদে একত্রিত রয়েছে। তাঁদের মাঝে রয়েছেন- আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, যুবায়র, তাল্‌হা এবং সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)। আমি যখন তাদের নিকট দাঁড়ালাম। তখন বলা হলো ঃ এই যে, উসমান ইব্‌ন ইব্‌ন আফফান এসে গেছেন। তাঁর গায়ে ছিল একখানা হলুদ বর্ণের চাদর। রাবী বলেন ঃ আমি আমার সাথীকে বললাম, তুমি থাম, দেখি উছমান (রা) কি বলেন। উছমান (রা) বললেন ঃ এখানে কি আলী (রা) আছেন, এখানে কি যুবায়র, তাল্‌হা এবং সা'দ (রা) আছেন? তারা বললেন ঃ আমরা এখানে আছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে

ব্যক্তি অমুক অমুক ব্যক্তির উটের বাথান ক্রয় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি তা ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম : আমি অমুকের উটের বাথান খরিদ করেছি। তিনি বললেন : এখন তুমি তা আমাদের মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দাও, তাহলে আর এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি "বীরে রূমা" নামক কূপ ক্রয় করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি তা ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম : আমি "বীরে রূমা" ক্রয় করেছি। তখন তিনি বললেন : এখন তা তুমি মুসলমানদের পানি পান করার জন্য ওয়াকফ করে দাও, আর এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তবুক যুদ্ধের সামান যোগাড় করে দেবে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর আমি তাদের জন্য এমন সামান যোগাড় করে দেই যে, ঐ বাহিনীর কোন লোকের একটি রশির বা একটি লাগামেরও অভাব হয়নি। তারা বললেন : হ্যাঁ। উসমান (রা) এরপর বলেন : হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন! হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন!

٣٦١١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِ بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوْا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوْا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلٰى نَفَرٍ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَإِذَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَإِنَّا لَكَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهٰهُنَا عَلِيٌّ أَهٰهُنَا طَلْحَةُ أَهٰهُنَا الزُّبَيْرُ أَهٰهُنَا سَعْدٌ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِيْ فُلَانٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُوْمَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جَهَّزَ هَؤُلاَءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالاً وَلاَ خِطَامًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ‌•

৩৬১১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বাড়ী হতে হজ্জ করার জন্য বের হয়ে মদীনা পৌঁছলাম। আমরা আমাদের মনযিলে পৌঁছে আমাদের মাল-সামানা যখন রাখলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বললো : লোকজন মসজিদে একত্রিত হয়েছে এবং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত। এরপর আমরা গিয়ে দেখলাম যে, কিছু লোক একত্রিত রয়েছে এবং এঁদের মধ্যে লোক আছেন আলী, যুবায়র, তালহা এবং সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) আমরা তাঁদের সঙ্গে বসলাম। এমতাবস্থায় উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গায়ে একখানা হলুদ রংয়ের চাদর ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। এরপর তিনি বললেন : এখানে কি আলী (রা) আছেন, এখানে কি তালহা (রা) আছেন, এখানে কি যুবায়র (রা) আছেন, এখানে কি সা'দ (রা) আছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, আমরা এখানে উপস্থিত আছি। উসমান (রা) বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : অমুক অমুক ব্যক্তির উটের খাথান কে ক্রয় করবে ? আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি ঐ স্থানটি বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ খবর দেই। তখন তিনি বললেন : তুমি তা আমাদের মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দাও। এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। উসমান (রা) আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি— তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : "রূমা কূপ" কে ক্রয় করবে ? আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তখন আমি ঐ কূপ এত এত মূল্যে ক্রয় করি এবং আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : আমি ঐ কূপ এত এত মূল্যে ক্রয় করেছি। তিনি বললেন : তুমি তা মুসলমানদের পানি পান করার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দাও, আর এর সওয়াব তুমি পাবে। তখন তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি— যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের দিকে তাকিয়ে বলেন : তাবুক যুদ্ধের সামান কে যোগাড় করে দেবে ? আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তখন আমি তাদের জন্য এমন সামানের ব্যবস্থা করলাম যে, তাদের একটি রশি বা লাগামের অভাব রইলো না। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন ! আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন !

٣٦١٢. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ دَلْوِي

فِيهَا مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِّي مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ
الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ
الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ
ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلاَنٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ
بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمْ
تَمْنَعُونِّي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُونَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ ثَبِيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ
فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اسْكُنْ ثَبِيرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ
قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَعْنِي أَنِّي شَهِيدٌ *

৩৬১২. যিয়াদ ইবন আইয়ূব (র) - - - - ছুমামা ইবন হাযন কুশায়রী (রা) বলেন ঃ আমি উসমান (রা)-এর ঘরে তখন উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি উপর হতে নীচের দিকে লক্ষ্য করে লোকদের বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের কি এ কথা জানা নেই যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানে পানি ছিল না- "বিরে রূমা ব্যতীত।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বিরে রূমা" কে ক্রয় করবে এইরূপে যে, সে মুসলমানদের সাথে নিজেও তা থেকে পানি উঠাবে, অর্থাৎ তা মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেবে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে বেহেশতে এর চাইতে উত্তম বিনিময় পাবে। তখন আমি তা আমার নিজের টাকা দিয়ে ক্রয় করে মুসলমানদের পানি পানের জন্য দান করে দেই। অথচ তোমরা আজ আমাকে সেই পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ, আর আমি সমুদ্রের লোনা পানি পান করছি। তারা বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের কি জানা নেই যে, আমি তবুক যুদ্ধের মুজাহিদের সামান আমার মাল দ্বারা ক্রয় করে দিয়েছিলাম ? তারা বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের কি জানা নেই যে, মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় লোকের অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ অমুক লোকের জমি-খণ্ড কে ক্রয় করবে ? আর তা মসজিদ সম্প্রসারণে দান করবে? আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করবেন। তখন আমি তা নিজের মাল দ্বারা ক্রয় করি এবং মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য তা দান করি। অথচ এখন তোমরা আমাকে তাতেই দুই রাকাত নামায পড়তে বাধা দিচ্ছ। তারা বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার সবীর পাহাড়ের উপর ছিলেন, তখন তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর এবং ছিলাম আমি। তখন পাহাড় নড়াচড়া করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাহাড়ে পদাঘাত করে বলেন ঃ হে সবীর! থাম, তোমার উপর একজন নবী, এক সিদ্দীক এবং দুই শহীদ রয়েছে। তারা বললো ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার। তারা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছে ঃ আল্লাহ্‌র কসম আমি শহীদ।

٣٦١٢. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ حِينَ حَصَرُوْهُ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِينَ اهْتَزَّ فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اُسْكُنْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ وَأَنَا مَعَهُ فَانْتَشَدَلَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ يَقُوْلُ هٰذِهِ يَدُ اللّٰهِ وَهٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُوْلُ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَلَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَزِيدُ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَلَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً شَهِدَ رُوْمَةَ تُبَاعُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَأَبَحْتُهَا لِابْنِ السَّبِيلِ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ *

৩৬১৩. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রাশেদ (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ যেদিন লোক উসমান (রা)-এর ঘর ঘেরাও করেছিল, সেদিন তিনি তার ঘরের উপর হতে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি পাহাড়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শোনে, যখন পাহাড় নড়াচড়া দিয়ে উঠে। তখন তিনি তার পা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করে বলেন ঃ হে পাহাড় থাম, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ রয়েছেন। তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা তাঁর এ কথার সত্যায়ন করলে তিনি বলেন ঃ আমি ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি 'বায়আতে রিদওয়ানে' উপস্থিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছিল। বলেছিলেন ঃ ইহা আল্লাহ্‌র হাত, আর ইহা উসমানের হাত। লোকেরা এ কথার সত্যায়ন করলো। তিনি আবার বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের বাহিনী প্রেরণের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শোনে ঃ এমন কে আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় মাল হতে খরচ করতে পারে ? আমি তাঁর এই ইচ্ছা শ্রবণ করে অর্ধ বাহিনীর সকল খরচ নিজের মালদ্বারা করে দেই। লোকেরা তা স্বীকার করলো। উসমান (রা) আবার বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছে ঃ কোন ব্যক্তি এমন আছে, যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল খরচ করে এই মসজিদ সম্প্রসারণ করবে, বেহেশতের একখানা ঘরের পরিবর্তে ? তখন আমি আমার টাকা দিয়ে তা কিনে দেই। এরপর উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, "বিরে রুমা" ক্রয়কালে উপস্থিত ছিল। আমি তা নিজের টাকায় ক্রয় করি এবং তা পথিকদের জন্য হালাল করে দেই। উপস্থিত লোকেরা তাঁর এ কথারও সত্যায়ন করলো।

٣٦١٤. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيْ قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِيْ دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ •

৩৬১৪. মুহাম্মদ ইবন ওহাব (র) - - - - আবূ আবদুর রহমান সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন উসমান (রা) নিজের ঘরে অবরুদ্ধ হলেন এবং লোক তাঁর ঘরের চারদিকে একত্রিত হলো, তখন তিনি উপর থেকে তাদের দিকে তাকালেন। রাবী হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় ঃ ওসিয়ত

بَابُ الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيْرِ الْوَصِيَّةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ওসীয়তে দেরী করা মাকরূহ

٣٦١٥ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ *

৩৬১৫. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ সাদকায় সওয়াব বেশী। তিনি বললেন ঃ ঐ সদকা, যা তুমি সুস্থ অবস্থায় কর এবং মালের প্রতি তোমার অত্যধিক লালসা থাকে, আর তুমি অভাবগ্রস্ততার ভয় কর এবং তোমার আরও বহুদিন বেঁচে থাকার আশা থাকে। আর সাদকা করতে এত দেরী করবে না যে, তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়। আর তুমি বলবে ঃ এত এত মাল অমুককে দান কর, আর তা তারই ছিল।

٣٦١٦ . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحٰرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَامِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اِعْلَمُوْا اَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالُكَ مَاقَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا اَخَّرْتَ *

৩৬১৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে যে, যার ওয়ারিসের মাল তার নিকট তার নিজের মাল হতে প্রিয় হয় ? সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার নিকট তার নিজের মাল তার ওয়ারিসের মাল হতে প্রিয় নয়। তখন তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট তার ওয়ারিসের মাল তার নিজের মাল অপেক্ষা প্রিয়। মানুষের আপন মাল তা-ই যা সে তার মৃত্যুর পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছে, আর ওয়ারিসের মাল তা-ই যা সে রেখে মারা যায়।

٣٦١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَالَ يَقُولُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِي مَالِي وَاِنَّمَا مَالُكَ مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ *

৩৬১৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুতাররিফ তার পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। পরে তিনি বললেন ঃ মানুষ বলে, আমার মাল, আমার মাল। হে মানুষ ! তোমার মাল তো তা, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা যা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ, —অথবা যা তুমি সাদ্‌কা করেছ।

٣٦١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ سَمِعَ اَبَا حَبِيبَةَ الطَّائِيَّ قَالَ اَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَسُئِلَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ اَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ *

৩৬১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হাবীবা তাঈ (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি কিছু দীনার আলাদা করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেয়ার ওসীয়ত করলো। এ ব্যাপারে আবূদ্দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাসমুক্তি করে অথবা সাদ্‌কা দেয় মৃত্যুকালে, তার উদাহরণ এরূপ, যেরূপ কোন ব্যক্তি তৃপ্ত হওয়ার পর হাদিয়া দিয়ে থাকে।

٣٦١٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيهِ اَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ *

৩৬১৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের উচিত নয়, যা সে ওসীয়ত করার ছিল, তাতে ওসীয়তের ব্যাপারে ওসীয়তনামা না লিখে দু'রাত অতিবাহিত করা।

٣٦٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ *

৩৬২০. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের পক্ষে দু'টি রাত্রি এমন অবস্থায় অতিবাহিত করা উচিত নয় যে, তার নিকট তার ওসীয়তনামা না থাকে।

٣٦٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ *

৩৬২১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٦٢٢. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاَثُ لَيَالٍ إِلاَّ وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي *

৩৬২২. য়ুনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য এরূপ উচিত নয় যে, যার নিকট এমন বস্তু রয়েছে, যার ওসীয়ত করা প্রয়োজন, অথচ সে তিন রাত্রি এভাবে অতিবাহিত করে যে, তার নিকট তার ওসীয়তনামা না থাকে।

٣٦٢٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ فَيَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ *

৩৬২৩. আহমদ ইবন ইয়াহ্য়া (র) - - - - সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়, যে বিষয়ে তার ওসীয়ত করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে ওসীয়তনামা না লিখে সে তিন দিন অতিবাহিত করে।

بَابُ هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ওসীয়ত করেছিলেন কি ?

٣٦٢٤. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ قُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ ‌*

৩৬২৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কোন ওসীয়ত করেছিলেন ? তিনি বললেন ঃ না। তাল্‌হা (রা) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তা হলে মুসলমানদের জন্য ওসীয়ত কিরূপে বৈধ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী একে বৈধ করেছেন।

٣٦٢٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الأَعْمَشِ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ أَوْصَى بِشَيْءٍ ‌*

৩৬২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীনার, দিরহাম, বকরী এবং উট কিছুই রেখে যাননি, তাই তিনি কোন কিছুর ওসীয়তও করেন নি।

٣٦٢٦. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا وَمَا أَوْصَى ‌*

৩৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীনার, দিরহাম, বকরী, উট কিছুই রেখে যাননি, তাই তিনি কোন কিছুর ওসীয়তও করেন নি।

٣٦٢٧. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ اَوْصَى لَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرٌ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا *

৩৬২৭. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুযায়ল ও আহমদ ইব্‌ন য়ুসুফ (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিরহাম, দীনার, বকরী, উট কিছুই রেখে যাননি, আর তিনি ওসীয়্যতও করেন নি। জা'ফর (র) দীনার ও দিরহামের কথা উল্লেখ করেন নি।

٣٦٢٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصَى اِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُوْلَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اَشْعُرُ فَاِلَى مَنْ اَوْصَى *

৩৬২৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোক বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে ওসীয়্যত করেন। অবশ্য তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি পেশাব করার জন্য পাত্র চেয়েছিলেন ; এর পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি কাউকে ওসীয়্যত করেছেন বলে আমার জানা নেই।

٣٦٢٩. اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اَحَدٌ غَيْرِيْ قَالَتْ وَدَعَا بِالطَّسْتِ *

৩৬২৯. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন, তখন তাঁর কাছে আমি কেউ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন।

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

অনুচ্ছেদ ঃ মালের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত করা প্রসঙ্গে

٣٦٣٠. اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَتِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ *

৩৬৩০. আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আমর ইব্ন সা'দ (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পরে সুস্থ হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আমার কন্যা ছাড়া আর কোন ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার মালের দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা করে দেব ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক। কেননা তুমি যদি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তা তাদেরকে এই অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম যে, তুমি তাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাবে, আর তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াবে।

٣٦٣١. أخبرنا عمرو بن منصور وأحمد بن سليمان واللفظ لأحمد قالا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال جاءني النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة قلت يارسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم *

৩৬৩১. আমর ইব্ন মানসূর ও আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মক্কায় থাকাকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার রোগাবস্থায় আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতে চাই। তিনি বললেন : না। আমি বললাম : অর্ধেক সম্পত্তি ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনের এক অংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, এটা উত্তম এ থেকে যে, তুমি তাদেরকে অভাবগ্রস্ত রেখে যাবে। আর তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াবে।

٣٦٣٢. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان النبي ﷺ يعوده وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال النبي ﷺ رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة قال يارسول الله ﷺ أوصي بمالي كله قال لا قلت النصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم *

৩৬৩২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আমির ইব্ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : মক্কায় থাকাকালে তিনি যখন রোগাক্রান্ত হন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখতে আসেন। আর তিনি যে স্থান হতে হিজরত করে গেছেন, সেখানে মৃত্যুবরণ করতে অপসন্দ করতেন। নবী ﷺ বললেন :

আল্লাহ্ তা'আলা সা'দ ইব্‌ন আফরাকে রহম করুন। অথবা আল্লাহ্ সা'দ ইব্‌ন আফরাকে রহম করুন। এ ব্যতীত তাঁর আর কোন সন্তান ছিল না। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করার ওসীয়ত করবো? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ অর্ধেকের? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ এক-তৃতীয়াংশে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই অনেক। যদি তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তাতে তাদেরকে অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম হবে। অন্যথায় তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে বেড়াবে।

٣٦٣٣ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ سَعْدٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৩৬৩৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সা'দ (রা)-এর পরিবারের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সা'দ (রা) অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখতে যান। তখন সা'দ (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার সমস্ত সম্পদ দান করার ওসীয়ত করে যাব? তিনি বললেন ঃ না। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٣٦٣٤ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَكَى بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ بَكَى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمُوتُ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا قَالَ لاَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لاَ قَالَ يَعْنِي بِثُلُثَيْهِ قَالَ لاَ قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَثُلُثَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ بَنِيكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ *

৩৬৩৪. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র) ---- আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। সা'দ (রা) তাঁকে দেখে কেঁদে দিলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি ঐ স্থানেই মারা যাব, যেখান হতে আমি হিজরত করেছি? তিনি বললেন ঃ না, ইনশা আল্লাহ্। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার ওসীয়ত করে যাব। তিনি বললেন ঃ না। তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন ঃ অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন ঃ তৃতীয়াংশ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক। যদি তুমি তোমার ছেলেদেরকে ধনবান রেখে যাও, তবে তা তাদেরকে অভাবগ্রস্ত হয়ে লোকের নিকট হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম।

٣٦٢٥ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِي فَقَالَ أَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَمْ قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ قَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ *

৩৬৩৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন এবং তিনি বললেন ঃ তুমি কোন ওসীয়ত করেছ কি ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ কত ? আমি বললাম ঃ আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার ওসীয়ত করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সন্তানের জন্য কি রেখেছ ? আমি বললাম ঃ তারা ধনী। তিনি বললেন ঃ এক-দশমাংশ ওসীয়ত কর। এভাবে তিনি বলতে থাকেন ; আর আমিও বলতে থাকি। অবশেষে তিনি বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের ওসীয়ত কর। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক।

٣٦٢٦ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قَالَ فَالشَّطْرَ قَالَ لاَ قَالَ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ *

৩৬৩৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি অসুস্থ থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি আমার সমস্ত মালের জন্য ওসীয়ত করবো ? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ অর্ধেক মালের ? নবী ﷺ বললেন ঃ না। সা'দ (রা) আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের ? নবী ﷺ বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের ওসীয়ত করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক।

٣٦٢٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ قَالَ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لاَ قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ *

৩৬৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওলীদ ফাহ্হাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সা'দ (রা) অসুস্থ থাকাকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেখতে যান। তখন সা'দ (রা) তাঁকে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি আমার সমস্ত মালের দুই-তৃতীয়াংশের ওসীয়ত করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ (রা)

আবার বললেন : আমি কি আমার অর্ধেক মালের ওসীয়ত করতে পারি ? নবী ﷺ বললেন : না। সা'দ (রা) পুনরায় বললেন : আমি কি এক-তৃতীয়াংশের ওসীয়ত করতে পারি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এক-তৃতীয়াংশের ওসীয়ত করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক। আর যদি তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তা উত্তম হবে এর থেকে যে, তুমি তাদের দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে, আর তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে।

٣٦٣٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ‏.‏

৩৬৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : যদি লোক ওসীয়ত করতে গিয়ে এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত ওসীয়ত করে তবে তা-ই ঠিক হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তৃতীয়াংশ ওসীয়ত করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক।

٣٦٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ قَالَ فَأُوصِي بِنِصْفِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ قَالَ فَأُوصِي بِثُلُثِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ‏.‏

৩৬৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট আগমন করেন, আর তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। তিনি বললেন : আমার এক কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তান নেই। তাই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না। আমি বললাম : তা হলে কি অর্ধেকের ওসীয়ত করবো ? তিনি বললেন : না। সা'দ (রা) বললেন : তাহলে কি এক-তৃতীয়াংশের ওসীয়ত করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক।

٣٦٤٠. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّمَا أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ

قَالَ أُدْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللّٰهُ أَمَانَةَ وَالِدِيْ وَأَنَا رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللّٰهُ أَمَانَةَ وَالِدِيْ لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً *

৩৬৪০. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ছয়জন কন্যা রেখে যান। আর তিনি তার উপর দেনাও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ আপনি অবগত আছেন যে, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আর তাঁর বহু দেনা রয়েছে। আমার ইচ্ছা পাওনাদাররা যেন আপনাকে দেখে। নবী ﷺ জাবির (রা)-কে আদেশ করলেন ঃ তুমি গিয়ে প্রত্যেক রকমের খেজুরের পৃথক পৃথক স্তূপ লাগাও। আমি তা সম্পন্ন করে তাঁকে ডেকে নিলাম। যখন তারা তাঁকে দেখলেন, তখন তারা আরও আমার প্রতি নির্ভর হয়ে গেল। যখন নবী ﷺ তাদের এ অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন তনি সর্ববৃহৎ স্তূপের চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরে এর উপর বসে পড়লেন। এরপর বললেন ঃ তোমার সেই লোকদেরকে ডাক। এরপরে তিনি তাদেরকে ওজন করে দিতে আরম্ভ করলেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার সমস্ত দেনা আদায় করে দিলেন। আর সেখান থেকে একটা খেজুরও কমলো না। আমিও চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার দেনা পরিশোধ করে দেন।

بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْمِيْرَاثِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মীরাছের পূর্বে করয আদায় করা

٣٦٤١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحٰقُ وَهُوَ الأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَبِيْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُوْنَ سِنِيْنَ فَانْطَلِقْ مَعِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِكَيْ لاَ يُفْحِشُ عَلَيَّ الْغُرَّامُ فَأَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدُوْرُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا فَسَلَّمَ حَوْلَهُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَّامَ فَأَوْفَاهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَخَذُوْا *

৩৬৪১. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বহু করয রেখে ইনতিকাল করেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম ঃ আমার পিতা করয রেখে ইনতিকাল করেছেন, আর তিনি খেজুর বাগানের আমদানী ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। আর এর আমাদানীও এমন যে, তাতে কয়েক বছরে করয আদায় হবে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার সঙ্গে চলুন, যাতে পাওনাদাররা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার না করে। একথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সঙ্গে আসলেন এবং প্রত্যেক স্তূপের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যেকটির নিকট গিয়ে সালাম করলেন এবং দু'আ করলেন, এর উপর বসলেন। আর তিনি পাওনাদারদের ডেকে তাদের পাওনা পরিশোধ

করতে শুরু করলেন এবং তাদের দেনা পরিশোধ করে দিলেন। আর এতগুলো অবশিষ্ট রইলো, যতগুলো তারা নিয়ে গিয়েছিল।

٣٦٤٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَأَصْنَافَهُ ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ قَالَ فَفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ قَالَ فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ ثُمَّ بَقِيَ تَمْرِي كَأَنْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ *

৩৬৪২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ইনতিকাল করেন, আর তিনি দেনা রেখে যান। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলাম, যাতে তিনি লোকদেরকে বলে করয আদায়ে কিছুটা সহজ করে দেন। যখন তিনি তাদের বললেন ঃ আস, কিছু কম নাও। তখন তারা তা অস্বীকার করলো। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে জাবির ! তুমি চলে যাও এবং প্রত্যেক প্রকার খেজুর পৃথক করে ফেল অর্থাৎ আজওয়া পৃথক কর এবং 'ইযক ইব্‌ন যায়দকে পৃথক করে রাখ। এভাবে অন্যান্য প্রকারকে পৃথক কর। পৃথক করা শেষ হলে আমার নিকট লোক পাঠাবে। জাবির (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথামত কাজ করলাম। পরে নবী ﷺ এসে সর্বোচ্চ স্তূপের উপর অথবা মধ্যম স্তূপের উপর বসে বললেন ঃ লোকদেরকে মেপে দিতে থাক। জাবির (রা) বলেন ঃ আমি তাদেরকে মেপে দিতে লাগলাম এবং এভাবে তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিলাম। আমার খেজুর অবশিষ্ট রইলো, মনে হলো যে তাতে কিছুই কমেনি।

٣٦٤٣. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَى أَبِي تَمْرٌ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيقَتَيْنِ وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتَوْعِبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نِصْفَهُ وَتُؤَخِّرَ نِصْفَهُ فَأَبَى الْيَهُودِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْجِدَادَ وَآذِنِّي فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ *

৩৬৪৩. ইবরাহীম ইব্ন য়ূনুস ইব্ন মুহাম্মদ হারমী (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা এক ইয়াহূদী হতে খেজুর ধার নিয়েছিলেন। তার দেনা আদায় না হতেই তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং দু'টি বাগান রেখে যান। উভয় বাগানের আয় ইয়াহূদীর খেজুরের অধিক ছিল না। নবী ﷺ ইয়াহূদীকে বললেন ঃ তুমি কি এই পর্যন্ত সময় দিতে পার যে, তোমার খেজুরের অর্ধেক এ বৎসর এবং বাকী অর্ধেক আগামী বৎসর নিবে ? ইয়াহূদী এতে অস্বীকৃতি জানালো। তিনি জাবির (রা)-কে বললেন ঃ তুমি খেজুর কাটার সময় আমাকে সংবাদ দিতে পারবে ? আমি খেজুর কাটার সময় তাঁকে খবর দিলাম। তিনি আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন এবং খেজুরের নীচের দিক হতে মেপে দিতে আরম্ভ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বরকতের জন্য দু'আ করতে থাকলেন। ফলে তার সমস্ত পাওনা আমাদের ছোট বাগানের খেজুর দ্বারাই আদায় হয়ে গেল। আর বড় বাগান এমনই রয়ে গেল, জাবির (রা) বলেন ঃ পরে আমি তাঁদের নিকট তাজা খেজুর এবং পানি পেশ করলাম। সকলের পানাহার শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইহা এমন এক নিয়ামত, যে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

٣٦٤٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا الثَّمْرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ فَآذِنِّي فَلَمَّا جَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلاَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا ذَلِكَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالاَ قَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلِكَ ‏.‏

৩৬৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা মারা যান এবং তাঁর উপর লোকদের পাওনা থেকে যায়। আমি আমার পিতার পাওনাদারদের ডেকে বললাম ঃ তোমাদের পাওনার বিনিময়ে এই খেজুর নিয়ে নাও। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলো। কেননা, তাদের কাছে খেজুরের পরিমাণ কম মনে হলো। জাবির (রা) বলেন ঃ এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি যখন খেজুর কাটবে তখন সমস্ত খেজুর স্তূপকৃত করে আমাকে সংবাদ দেবে। জাবির (রা) বলেন ঃ আমি খেজুর কেটে মাটিতে রেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আবূ বকর এবং উমর (রা) সহ আসলেন। তিনি এসে তার উপর বসে পড়লেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার পাওনাদারদের ডেকে আন এবং তাদের পাওনা দিয়ে দাও। জাবির (রা) আমার পিতার কাছে যাদের পাওনা ছিল, তাদের সকলের পাওনা আদায় করে দিলাম, কারো পাওনা অবশিষ্ট রইলো না। বরং তের ওসাক[১] খেজুর অবশিষ্ট থেকে

১. এক ওসাক হলো– ষাট সা'আ এবং এক সা'আ হলো তিন সের এগার ছটাক।

গেল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই সংবাদ দিলে তিনি শুনে হাসলেন এবং বললেন ঃ যাও তুমি আবূ বকর এবং উমরকেও এ খবর দাও। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে এ খবর দিলে তারা বললেন ঃ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, নবী ﷺ যা করলেন, তার পরিমাণ এটাই হবে।

بَابُ اِبْطَالُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত করা অবৈধ

٣٦٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ *

৩৬৪৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আমর ইবন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুৎবায় বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক দিয়ে দিয়েছেন আর ওয়ারিসদের জন্য ওসীয়ত বৈধ নয়।

٣٦٤٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ اَنَّ ابْنَ غَنْمٍ ذَكَرَ اَنَّ ابْنَ خَارِجَةَ ذَكَرَ لَهُ اَنَّهُ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَاِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيْلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خُطْبَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ اِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ فَلَا تَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ *

৩৬৪৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকে লোকদের খুৎবা দিচ্ছেন। তখন ঐ সওয়ারী জাবর কাটছিল এবং তার মুখ থেকে ফেনা বেয়ে পড়ছিল। তিনি তাঁর খুৎবায় বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক লোকের মীরাসের হিস্‌সা বন্টন করে দিয়েছেন; কাজেই ওয়ারিসের জন্য ওসীয়ত করা বৈধ হবে না।

٣٦٤٧. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ *

৩৬৪৭. উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মারওয়াযী (র) - - - - আমর ইব্‌ন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্

ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এখন আর ওয়ারিসের জন্য ওসীয়তের অবকাশ নেই।

بَابُ اِذَا اَوْصَى لِعَشِيْرَتِهِ الْاَقْرَبِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়ের জন্য ওসীয়ত

٣٦٤٨ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَابَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ يَابَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ يَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ وَيَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ وَيَابَنِىْ هَاشِمٍ وَيَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَافَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا ‏*

৩৬৪৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاقربين অর্থাৎ আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করে দিন।" এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরায়শদের ডাকলেন। তারা একত্রিত হলে তিনি প্রথমে সাধারণ লোকদেরকে, পরে নিজের আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে বললেন ঃ হে কা'ব ইবন আবদে মনাফের সন্তানেরা ! হে হাশেমীগণ, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ ! তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা কর। এরপর তিনি নিজ কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বললেন ঃ হে ফাতিমা ! নিজেকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করার মালিক নই। অবশ্য আত্মীয়তার যে হক আছে, তা আমি আদায় করবো।

٣٦٤٩ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَلٰكِنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ اَنَا بَالُّهَا بِبِلَالِهَا ‏*

৩৬৪৯. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - মূসা ইবন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আবদে মনাফের বংশধর ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে সক্ষম নই। হে আবদুল মুত্তালিবের

সন্তানগণ ! তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে বাঁচাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবো না। কিন্তু আমার ও তোমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমি তার হক আদায় করবো।

٣٦٥٠. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَاشِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۞

৩৬৫০. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যখন তাঁর উপর وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন" নাযিল হলো, তখন তিনি বললেন ঃ হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে সক্ষম নই। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না। হে আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না। হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফী সফিয়্যা ! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা ! তুমি যা ইচ্ছা আমার নিকট চাইতে পার, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না।

٣٦٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَابَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَاأُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَافَاطِمَةُ سَلِينِي مَاشِئْتِ لَاأُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۞

৩৬৫১. মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আপনি আপনার নিকটাত্মীয়কে ভয় দেখান, এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে কুরায়শের লোকগণ ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা কর। আমি আল্লাহ্‌র আযাবের সামনে

তোমাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবো না। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবো না। হে রাসূলুল্লাহ্র ফুফী সফিয়্যা ! আমি আল্লাহর আযাব হতে আপনাকে রক্ষা করতে সক্ষম নই। হে ফাতিমা ! তুমি যা ইচ্ছা আমার নিকট চাইতে পার, আল্লাহ্র আযাব হতে তোমাকে রক্ষা করার সামর্থ্য আমার নেই।

٢٦٥٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَافَاطِمَةُ اَبْنَةَ مُحَمَّدٍ يَاصَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَااُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِىْ مِنْ مَالِىْ مَاشِئْتُمْ *

৩৬৫২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে মুহাম্মদ-কন্যা ফাতিমা! হে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সফিয়্যা ! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে সক্ষম নই। তোমরা আমার মাল হতে যা ইচ্ছা চেয়ে নিতে পার।

اِذَا مَاتَ الْفُجَاةُ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِاَهْلِهِ اَنْ يَتَصَدَّقُوْا عَنْهُ

হঠাৎ মৃত্যু হলে মৃতের পক্ষ হতে সাদ্‌কা করা কি মুস্তাহাব ?

٢٦٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمِّىْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا *

৩৬৫৩. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললো : আমার আম্মা হঠাৎ ইনতিকাল করেছেন, আমি জানি, যদি তিনি কথা বলার সময় পেতেন, তবে দান করার কথা বলতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সদকা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এরপর সে তার মার পক্ষ হতে সাদ্‌কা করলো।

٢٦٥٤. اَنْبَاَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ وَحَضَرَتْ اُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقِيْلَ لَهَا اَوْصِىْ فَقَالَتْ فِيْمَ اُوْصِىْ الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ

سَعْدٌ ذُكِرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَنْفَعُهَا اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ فَقَالَ سَعْدٌ حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ ٭

৩৬৫৪. হাবিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কোন যুদ্ধে বের হলেন, এ সময় তার মাতা মদীনায় মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তাকে বলা হলো ঃ আপনি ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি কিসের ওসীয়ত করবো, মাল তো সা'দ-এর। সা'দ পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করলেন। সা'দ (রা) আসলে তার নিকট একথা বলে তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমি তার পক্ষ হতে সাদ্‌কা করি, তবে কি তার কোন উপকার হবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, তখন সা'দ একটি বাগানের নাম নিয়ে বললেন ঃ আমি তা তার পক্ষ হতে সাদ্‌কা করলাম।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃতের পক্ষ হতে সাদ্‌কার ফযীলত

٣٦٥٥ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ٭

৩৬৫৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন লোক মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন প্রকার আমল জারি থাকে। প্রথম সাদ্‌কা জারিয়া; দ্বিতীয় ঐ ইলম, যা দ্বারা অন্য লোক উপকৃত হয়; তৃতীয় নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।

٣٦٥٦ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اَبِيْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ٭

৩৬৫৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে বললো ঃ আমার পিতা কিছু মাল রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি ওসীয়ত করেন নি। আমি যদি তার পক্ষ হতে সাদকা করি, তবে কি তা- তার জন্য কাফ্‌ফারা হবে ? তিনি বললেন ঃ হবে।

٣٦٥٧ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ اُمِّيْ اَوْصَتْ اَنْ تُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ وَاِنَّ عِنْدِيْ جَارِيَةً نُوْبِيَّةً

افَيُجْزِىءُ عَنِّى اَنْ اُعْتِقَهَا عَنْهَا قَالَ ائْتِنِى بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَبُّكِ قَالَتِ اللّٰهُ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ٭

৩৬৫৭. মূসা ইবন সাঈদ (র) - - - - শরীফ ইবন সুআয়দ সকফী (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমার মাতা একটি গোলাম আযাদ করার ওসীয়ত করেছেন। আর আমার নিকট একটি হাবশী দাসী রয়েছে, আমি যদি তাকে আমার মার পক্ষ হতে মুক্ত করি, তবে কি তা যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : সেই দাসীকে আমার নিকট নিয়ে এসো। পরে আমি ঐ দাসীকে তাঁর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার রব কে ? সে বললো : আমার রব আল্লাহ্। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি কে ? সে বললো : আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও, সে ঈমানদার।

٣٦٥٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَلَمْ تُوْصِ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ٭

৩৬৫৮. হুসায়ন ইবন ঈসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তিনি কোন ওসীয়ত করে যাননি। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদ্কা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, করতে পার।

٣٦٥٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِىْ مَخْرَفًا فَاُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ٭

৩৬৫৯. আহমদ ইবন আযহার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন। তার পক্ষ হতে আমি সাদ্কা করলে তার কি কোন উপকার হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বললো : আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখলাম, আমি তা তাঁর পক্ষ হতে সাদ্কা করলাম।

٣٦٦٠. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ اَفَيُجْزِىْ عَنْهَا اَنْ اُعْتِقَ عَنْهَا قَالَ اَعْتِقْ عَنْ اُمِّكَ ٭

৩৬৬০. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন ঃ আমার মাতা মানত রেখে ইনতিকাল করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে দাসমুক্ত করলে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তুমি তোমার মাতার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করতে পার।

٣٦٦١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ عَنْ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا ‏*

৩৬৬১. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবূ য়ূসুফ সায়দালানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সা'দ ইব্‌ন উবাদা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার মাতা মানত পূর্ণ করার পূর্বেই মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তা তাঁর পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا ‏*

৩৬৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সদাকা হিমসী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার মাতার মানত ছিল, তিনি মানত আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٣. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا ‏*

৩৬৬৩. আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন মযীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মাতার মানত ছিল, তা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

ذِكْرُ الاخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ

সুফিয়ানের বর্ণনার পার্থক্য

٣٦٦٤. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬৪. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মাতার উপর মানত ছিল, তা আদায় করার আগেই মারা যান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا *

৩৬৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ আমার মা ইনতিকাল করেছেন, আর তার উপর মানত রয়েছে। তখন নবী ﷺ আমাকে তাঁর পক্ষ হতে তা আদায় করার নির্দেশ দিলেন।

٣٦٦٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ আমার মাতার উপর মানত রয়েছে, আর তা তিনি আদায়ের আগে মারা যান। তিনি বললেন ঃ তুমি তার পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٧. أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬৭. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামাদানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ আমার মার উপর মানত ছিল, কিন্তু তিনি তা আদায় না করে মারা যান। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ

أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ *

৩৬৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন আমি কি তার পক্ষ হতে সাদ্‌কা করতে পারি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম ঃ কোন্ সাদ্‌কা উত্তম ? তিনি বললেন ঃ পানি পান করানো।

٣٦٦٩. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ *

৩৬৬৯. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়েছ (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন সাদ্‌কা উত্তম ? তিনি বললেন ঃ পানি পান করানো।

٣٦٧٠. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ *

৩৬৭০. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মাতা ইনতিকাল করলে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মা ইনতিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদ্‌কা করবো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সা'দ (রা) বললেন ঃ কোন্ সাদ্‌কা উত্তম ? তিনি বললেন ঃ পানি পান করানো। আর মদীনায় এখনো সা'দ -এর পানি পান করানোর ধারা অব্যাহত রয়েছে।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْوِلاَيَةِ عَلٰى مَالِ الْيَتِيْمِ

ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হওয়া নিষেধ সম্পর্কে

٣٦٧١. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ *

৩৬৭১. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ কি হলো, তোমাকে দুর্বল দেখছি কেন, হে আবূ যর ? আমি আমার জন্য যা ভাল মনে

করি, তা তোমার জন্যও ভাল মনে করি। কখনও দুই ব্যক্তির উপর সাদকারী করো না এবং ইয়াতীমের মালের ওলী হয়ো না।

مَالِلْوَصِى مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ اِذَا قَامَ عَلَيْهِ

ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হলে, কি করবে ?

٣٦٧٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِىْ شَىْءٌ وَلِىْ يَتِيْمٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَمُبَاذِرٍ وَلاَمُتَاثِّلٍ ◆

৩৬৭২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ---- আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আমি গরীব, আমার কিছুই নেই, বরং আমার কাছে ইয়াতীম রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি ইয়াতীমের মাল হতে ভক্ষণ কর ; কিন্তু অতিরিক্ত এবং বাহুল্য খরচ করো না, নাহক খাবে না, আর নিজের জন্য মাল জমা করবে না।

٣٦٧٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلاَتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا قَالَ اَجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ اِلَى قَوْلِهِ لَاَعْنَتَكُمْ ◆

৩৬৭৩. আহমদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন হাকীম (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى এবং وَلاَتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ظُلْمًا নাযিল হলো, তখন লোক ইয়াতীমের মালের নিকট যাওয়া এবং তাদের খাদ্যের নিকট যাওয়া হতে নিজকে দূরে রাখতে লাগলো। মুসলমানদের জন্য ইহা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ....

٣٦٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا

قَالَ كَانَ يَكُوْنَ فِى حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيْمَ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَانِيَتَهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ فَاَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ *

৩৬৭৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) এ আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى সম্বন্ধে বলেন : যার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম ছিল, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইয়াতীমের খাওয়া, পরা, হাঁড়ি, পাতিল সব পৃথক করবে দেয়। এটা মুসলমানদের জন্য কঠিন হয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ইয়াতীমের মাল তাদের মালের সাথে মিশাতে অনুমতি দিলেন।

اِجْتِنَابُ اَكْلُ مَالُ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের মাল খাওয়া থেকে বিরত থাকা

٣٦٧٥ اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهِىَ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالشُّحُّ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ *

৩৬৭৫. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা ধ্বংস আনয়নকারী সাত বস্তু হতে বিরত থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেগুলো কি ? তিনি বললেন : তা হলো : ১. আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, ৭. মু'মিন মহিলাদের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ النَّحْلِ

অধ্যায় ঃ দান করা

ذِكْرُ اخْتِلَافُ أَلْفَاظُ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فِى النَّحْلِ

নু'মান ইব্‌ন বশীরের হাদীসের মতবিরোধ

٣٦٧٦ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ٭

৩৬৭৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে একটি দাস দান করলেন। এরপর তিনি এর সাক্ষী রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে দান করেছো ? তিনি বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তা প্রত্যাহার করে নাও।

٣٦٧٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ النُّعْمَانِ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى غُلَامًا كَانَ لِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْجِعْهُ ٭

৩৬৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ আমি আমার এক দাস আমার ছেলেকে দান করেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার প্রত্যেক সন্তানকেই দান করেছ ? তিনি বললেন ঃ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার দান ফিরিয়ে নাও।

٣٦٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكُلَّ بَنِيْكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ *

৩৬৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশিম (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বশীর ইব্‌ন সা'দ তার ছেলে নু'মানকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার ঐ ছেলেকে একটি দাস দান করেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার সকল ছেলেকে কি দান করেছ ? নু'মান বললেন ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাহলে এই দান ফিরিয়ে নাও।

٣٦٧٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْفِذَهُ أَنْفَذْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكُلَّ بَنِيْكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدْهُ *

৩৬৭৯. আমর ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - বশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নু'মান ইব্‌ন বশীরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন ঃ আমি আমার এই ছেলেকে একটি দাস দান করেছি। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি এই দান বহাল রাখবো। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে দান করেছ ? বশীর বললেন ঃ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি এই দান ফিরিয়ে নাও।

٣٦٨٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ أَشْهِدِ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِيْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ *

৩৬৮০. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে কিছু দান করলেন; তখন তাঁর মাতা তাঁর পিতাকে বললেন ঃ এই দানের জন্য আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সাক্ষী রাখুন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একথা উল্লেখ করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য সাক্ষী থাকতে অপছন্দ করলেন।

২৬৮١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلاَمًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ *

৩৬৮১. মুহাম্মদ ইব্ন মু'আম্মার (র) - - - - বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার এক ছেলেকে একটি দাস দান করলেন, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন : তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে অনুরূপ দান করেছ ? বশীর বললেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে এই দান ফিরিয়ে নাও।

٢٦٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بَشِيرًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ نِحْلَةً قَالَ أَعْطَيْتَ لإِخْوَتِهِ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ *

৩৬৮২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - উরওয়া (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, বশীর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি নু'মানকে কিছু দান করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তার ভাইদেরকেও দান করেছ ? বশীর বললেন : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

٢٦٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ *

৩৬৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন, এবং বললেন : আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আমার ছেলে বশীরকে আমার এই এই মাল দান করেছি। তিনি বললেন : তুমি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে ঐ দান করেছ। যা নু'মানকে করেছ ?

٢٦٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ يُشْهِدُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى شَيْءٍ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلاَ إِذًا *

৩৬৮৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসেন। তাকে যে দান করেন তার ব্যাপারে তাঁকে সাক্ষী করার জন্য। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার প্রত্যেক ছেলেকেই কি তার দানের মত দান করেছ ? তিনি বললেন ঃ না। তাহলে এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকছি না। বশীরকে বললেন ঃ তোমার কি পছন্দ হয় না যে, সকলেই তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করুক, তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ-অবশ্যই। তখন তিনি বললেন ঃ তবে এমন কাজ করো না।

٣٦٨٥. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الأنصاري أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له فقال رسول الله ﷺ يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله ﷺ أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله ﷺ فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور *

৩৬৮৫. মূসা ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাওয়াহার কন্যা তার মাতা, তার পিতা বশীরকে বললেন ঃ তোমার মাল হতে তোমার ছেলেকে কিছু দাও। তিনি এক বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে টাল-বাহানা করতে লাগলেন। পরে ভাল মনে হলে তিনি তাকে দান করলেন। নু'মানের মা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সাক্ষী না করা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। এরপর নু'মানের পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর মা রাওয়াহার কন্যা একে কিছু দান করার জন্য আমার সাথে ঝগড়া করায় আমি তাকে দান করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বশীর ! এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরও ছেলে আছে কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি এই ছেলেকে যেরূপ দান করেছ, সেরূপ কি অন্য ছেলেকেও দান করেছ ? তিনি বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কেননা, আমি জুলুমের উপর সাক্ষী হতে চাই না।

٣٦٨٦. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان قال سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله ﷺ قال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال يا بشير ألك ابن غير هذا قال نعم قال فوهبت له مثل ما وهبت لهذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور *

৩৬৮৬. আবূ দাউদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার মাতা আমার পিতার নিকট আমার জন্য কিছু দান চাইলে, তিনি আমাকে দান করলেন। তখন আমার মাতা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাক্ষী না হওয়া পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। নু'মান (রা) বলেন ঃ আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন। ঐ সময় আমি ছোট বালক ছিলাম। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর মা-রওয়াহার কন্যা আমার নিকট কিছু দান চায় এবং এই দানে আপনি সাক্ষী থাকলে সে সন্তুষ্ট হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বশীর! এই ছেলে ব্যতীত তোমার আর কোন ছেলে আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি তাদেরকেও এই দানের অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ, আমি জুলুমের উপর সাক্ষী হতে চাই না।

٣٦٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ امْرَأَتِي عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَمَرَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا نُعْمَانَ بِصَدَقَةٍ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ لِهَذَا قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ *

৩৬৮৭. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বশীর ইব্‌ন সা'দ আমার স্ত্রী আমরা বিনত রাওয়াহা আমাকে আমার এই ছেলে নু'মানকে কিছু দান করতে বলছে; সে আরো বলছে যে, আমি যেন এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখি। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ এই ছেলে ব্যতীত তোমার কি আরো ছেলে আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একে যেমন দান করেছ, তাদেরকেও তেমন দান করেছ? তিনি বললেন ঃ না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাহলে তুমি আমাকে জুলুমের উপর সাক্ষী রেখো না।

٣٦٨٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدْ فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ *

৩৬৮৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উৎবা ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ আমি আমার ছেলেকে কিছু দান

করেছি। আপনি এর সাক্ষী থাকুন। তিনি বললেন ঃ এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরো ছেলে আছে কি ? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই ছেলেকে যেমন দান করেছ, তাদেরকেও কি তেমন দান করেছ ? (সে বললো ঃ না।) তিনি বললেন ঃ আমি কি জুলুমের সাক্ষী হবো ?

٣٦٨٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ فِطْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ أَجْمَعَ كَذَا أَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ *

৩৬৮৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, আমাকে যা দান করেছেন, তাঁকে তার সাক্ষী করার জন্য। তিনি বললেন ঃ এই ছেলে ব্যতীত তোমার অন্য আরো ছেলে আছে কি ? আমার পিতা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি হাতে ইশারা করে বললেন ঃ তাদেরকেও সমান দেওয়া চাই।

٣٦٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَوِّ بَيْنَهُمْ *

৩৬৯০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - নু'মান (রা) খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন, তিনি আমাকে যে দান করেন, তাঁকে তার সাক্ষী করার জন্য। তিনি বললেন ঃ এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরও ছেলে আছে কি ? পিতা বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাদের মধ্যে সমতা বিধান কর।

٣٦٩١. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ *

৩৬৯১. ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান (র) - - - - জাবির ইব্ন মুফায্যাল ইব্ন মুহাল্লাব (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আমি নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-কে খুৎবায় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের ছেলেদের মধ্যে সমতা এবং ইনসাফ করবে, তোমরা তোমাদের ছেলেদের মধ্যে সমতা এবং ইনসাফ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْهِبَةِ

অধ্যায় ঃ হিবা

هِبَةُ الْمُشَاعِ

শরীকী বস্তু হিবা করা

٣٦٩٢ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَتْهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيْرَةٌ وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَالاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوْا مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ فَقَالُوْا قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا مَاكَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُوْمُوْا فَقُوْلُوْا إِنَّا نَسْتَعِيْنُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَوِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا صَلُّوا الظُّهْرَ قَامُوْا فَقَالُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَاكَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُوْ تَمِيْمٍ فَلاَ وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُوْ فَزَارَةَ فَلاَ وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَمَّا أَنَا وَبَنُوْ سُلَيْمٍ فَلاَ فَقَامَتْ بَنُوْ سُلَيْمٍ فَقَالُوا كَذَبْتَ مَاكَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَيُّهَا

النَّاسِ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ فَلَهُ سِتُّ

فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَرَكِبَ النَّاسُ أَقْسِمْ

عَلَيْنَا فَيْئَنَا فَأَلْجَؤُوهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي

فَوَاللّٰهِ لَوْ أَنَّ لَكُمْ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمًا قَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقَوْنِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا

وَلَا كَذُوبًا ثُمَّ أَتَى بَعِيرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ هَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ

الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هٰذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ

يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذْتُ هٰذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةَ بَعِيرٍ لِي فَقَالَ أَمَّا مَاكَانَ لِي وَلِبَنِي

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ أَوَبَلَغَتْ هٰذِهِ فَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا فَنَبَذَهَا وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ

أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

৩৬৯২. আমর ইবন যায়দ (র) ---- আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম, এমন সময় হাওয়াযেন গোত্রের এক প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট এসে বললো ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ আমরা আরবের একটি গোত্র। আমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তা আপনার নিকট গোপন নয়। অতএব আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ্ আপনার উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা দুইটার যে কোন একটা গ্রহণ কর। হয়তো তোমাদের মাল-দৌলত নিয়ে যাও, অথবা তোমাদের মহিলা ও সন্তানদের নিয়ে যেতে পার। তারা বললো ঃ আপনি আমাদেরকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটা গ্রহণ করতে বলেছেন। অতএব আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ (গনীমতের মালে) আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের যে অংশ রয়েছে, আমি তা তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি জোহরের নামায পড়ে শেষ করলে তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উসিলায় মুসলমানদের নিকট আমাদের নারী এবং সম্পদের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করছি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ লোকেরা নামায শেষ করলে তারা ঐরূপই বললো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যা আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের অংশ রয়েছে, তা তোমাদের। এ কথা শুনে মুহাজিরগণ বললেন ঃ আমাদের অংশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য। আনসারগণও বললো ঃ আমাদের অংশও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য। আকরা' ইবন হাবিস (রা) বললেন ঃ আমি এবং বনু তামীম এতে রাজী নই। উয়াইনা ইবন হিশাম (রা) বললেন ঃ আমি এবং বনু ফাযারাও এতে সম্মত নই। আব্বাস ইবন মিরদাস (রা) বললেন ঃ আমি এবং বনু সলীম এতে শরীক নই। তখন বনু সলীম তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বললেন ঃ আমাদের যা কিছু রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে লোক সকল ! তাদের নারীদের এবং বাচ্চাদের ফেরৎ দিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি বিনিময় ব্যতীত দিতে না চায়, তাকে ছয়টি উট দেয়া হবে। যে ব্যক্তি প্রথমে দান করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্ণ সওয়াব দান করবেন। এই বলে তিনি তাঁর

বাহনে আরোহণ করলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর পিছু নিল এবং বলতে লাগলো ঃ আমাদের গনীমতের মাল বণ্টন করে দিন। লোকেরা তাঁকে একটি গাছের নিকট নিয়ে গেল এবং গাছের সাথে লেগে তাঁর চাদর পড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! আমার চাদর উঠিয়ে দাও। আল্লাহ্র শপথ! যদি তিহামার গাছের সমসংখ্যক জন্তু যদি আমার নিকট থাকে, তবে তা আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেব; তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু, মিথ্যাবাদী পাবে না। পরে তিনি একটি উটের নিকট এসে তার কুঁজের পশম ধরে বললেন ঃ শোন, আমি তোমাদের এই গনীমতের মালের কিছুই নেব না, এমনকি পশমও নেব না; শুধু খুমুসই নিতে চাই আর এই খুমুস বা পঞ্চমাংশও তোমাদের খাতেই ব্যয় হবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি হাতে কিছু চুলের গুচ্ছ নিয়ে তাঁর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইহা এইজন্য নিয়েছি, যেন ইহা দ্বারা আমি আমার উটের চাদর ঠিক করতে পারি। তিনি বললেন ঃ যা আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের তা তোমার। সে ব্যক্তি বললো ঃ যখন ব্যাপারটি এই পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন আমার এর প্রয়োজন নেই। সে চুলের গুচ্ছ ফেলে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের যার কাছে যা আছে, এমন কি সুঁই সুতা পর্যন্ত ফেরৎ দাও। কেননা, গনীমতের মাল চুরি করা লজ্জার ব্যাপার; আর কিয়ামতের দিন তা চোরের জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে।

رُجُوْعِ الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَذِكْرُ اِخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِىْ ذٰلِكَ

পিতা কর্তৃক সন্তানকে দান করে, তা ফেরৎ নেয়া

٣٦٩٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَرْجِعُ اَحَدٌ فِى هِبَتِهِ الاَّ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهِ *

৩৬৯৩. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যেন কাউকে কিছু দান করে তা ফেরৎ না নেয়, কিন্তু পিতা তার সন্তানকে দান করে তা ফেরৎ নিতে পারবে। কেননা, যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরৎ নেই, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে বমি করে তা খায়।

٣٦٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا الاَّ الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ اَكَلَ حَتّٰى اِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِى قَيْئِهِ *

৩৬৯৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইবন উমর ও আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো জন্য ইহা বৈধ নয় যে, সে কাউকে দান করে তা ফেরৎ নেবে। কিন্তু

পিতা যা সে তার সন্তানকে দান করেছে তা নিতে পারে। কাউকে কিছু দান করে তা ফেরৎ নেয়া ঐ কুকুরের মত, যে অত্যধিক খাওয়ার পর বমি করে, তা আবার খায়।

٣٦٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَلَنْجِيُّ الْمَقْدِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ وَهُوَ مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ *

৩৬৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ জালানজী মাকদেসী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে তা খায়।

٣٦٩٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيْرٌ عَائِدٌ فِيْ قَيْئِهِ فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ *

৩৬৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - তাউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাউকে কিছু দান করে তা ফেরৎ নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু পিতা পুত্র হতে ফেরৎ নিতে পারে। তাউস (রা) বলেন ঃ আমি ছোট বেলায় নিজের বমি লেহনকারী কথাটি শুনেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহা দান ফেরৎগ্রহণকারীর উপমা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ যে এরূপ করে, তার উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায়, যে খেয়ে বমি করে, এরপর সে তা আবার খায়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসে বর্ণনা পার্থক্য

٣٦٩٧. أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِيْ يَرْجِعُ فِيْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ *

৩৬৯৭. মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দানের পর তা আবার ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে।

٣٦٩٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ *

৩৬৯৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)- - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা ভক্ষণ করে।

٣٦٩٩. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ *

৩৬৯৯. হায়ছাম ইব্‌ন মারওয়ান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে।

٣٧٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ *

৩৭০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দান করে যে ফেরৎ নেয়, সে বমি করে তা ভক্ষণকারীর ন্যায়।

٣٧٠١. أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ *

৩৭০১. আবুল আশআছ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দান করে তা পুনঃগ্রহণকারী বমি করে তা পুনঃভক্ষণকারীর ন্যায়।

٣٧٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ

بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ *

৩৭০২. মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দান করে তা পুনঃগ্রহণকারী বমি করে তা পুনঃ ভক্ষণকারীর ন্যায়।

٣٧٠٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ *

৩৭০৩. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের জন্য মন্দ উপমা না হওয়া উচিত। দান করে আবার তা পুনঃগ্রহণকারী, বমি করে তা পুনঃ ভক্ষণকারীর কুকুরের ন্যায়।

٣٧٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ *

৩৭০৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের জন্য মন্দ উদাহরণ না হওয়া উচিত। দান করে আবার তা পুনঃ গ্রহণকারী ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা পুনঃ ভক্ষণ করে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ

দানকরে পুনঃগ্রহণকারী সম্পর্কে তাউস (রা)-এর হাদীসে বর্ণনা পার্থক্য

٣٧٠٥. أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ *

৩৭০৫. যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দান করে যে ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে তা আবার খায়।

٣٧٠٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ *

৩৭০৬. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দান করে পুনঃ গ্রহণকারী ব্যক্তি ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা ভক্ষণ করে।

٣٧٠٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيْهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتّٰى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ

৩৭০৭. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সালাম (র) - - - - ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো জন্য বৈধ নয়, দান করে তা ফেরৎ নেয়া, তবে পিতার জন্য আলাদা যা সে তার সন্তানকে দান করে। আর যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের মত যে পেট পুরে খাওয়ার পর বমি করে এবং তা খেয়ে ফেলে।

٣٧٠٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ ذٰلِكَ مَثَلًا حَتّٰى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْهَا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ *

৩৭০৮. আব্দুল হামিদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - তাউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দান করে তা পুনঃ গ্রহণ করা কোন ব্যক্তির জন্যই বৈধ নয় পিতা ব্যতীত। তাউস (রা) বলেন ঃ আমি ছেলেদেরকে বলতে শুনেছি, "হে বমি লেহনকারী !" কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন। পরে আমি জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দান করে ফেরৎ নেওয়ার উপমাস্বরূপ এরূপ বলেছেন। তিনি একটি কথা বললেন, যার অর্থ হলো ঃ দান করে ফেরৎ গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মত, যে নিজ বমি আবার ভক্ষণ করে।

٣٧٠٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ أَخْبَرَنَا بَعْضُ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ *

৩৭০৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন নু'আয়ম (র) - - - - হানযালা (র) বলেন, তিনি তাউস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমাকে এমন লোক সংবাদ দিয়েছেন, যিনি নবী ﷺ -এর সংসর্গ লাভ করেছেন। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে, তা ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে খেয়ে বমি করে, তারপর আবার তা খেয়ে ফেলে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرُّقْبَى

অধ্যায় ঃ রুক্‌বা[1] অর্থাৎ মৃত্যুর শর্তে দান

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافُ عَلَى ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ فِى خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيْهِ

আলী ইব্‌ন আবূ নাজীহ্‌ বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা পার্থক্য

٣٧١٠. اَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ *

৩৭১০. হিলাল ইব্‌ন আলা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রুক্‌বা বৈধ।

٣٧١١. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِىْ اُرْقِبَهَا *

৩৭১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে রুক্‌বার মালিক করেছেন, যা তাকে দান করা হয়েছে।

٣٧١٢. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

১. রুক্‌বা– এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বললো ঃ আমি এই ঘর তোমাকে দান করলাম। এই শর্তে যে, যদি তোমার পূর্বে আমার মৃত্যু হয়, তবে এ ঘর তোমার হবে। আর আমার পূর্বে তোমার মৃত্যু হলে, ঐ ঘর আমার থাকবে। এইরূপভাবে দান করাকে রুক্‌বা বলা হয়।

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ لَعَلَّــهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ٭

৩৭১২. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রুক্‌বা করা উচিত নয়, আর যার জন্য রুক্‌বা করা হয়, তার জন্য মীরাছ হবে।

ذِكْرُ الاخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ

আবূ যুবায়রের বর্ণনায় পার্থক্য

٣٧١٣ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ ٭

৩৭১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নিজেদের মালে তোমরা রুক্‌বা করো না তবুও যদি কেহ কোন বস্তুর রুক্‌বা করে, তবে যার জন্য রুক্‌বা করা হয়, ঐ বস্তু তারই হয়ে যায়।

٣٧١٤ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ٭

৩৭১৪. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাউকে তার হায়াতকালের জন্য কিছু দান করা জায়িয, আর তখন তা তারই হয়ে যাবে, যাকে দেয়া হবে। আর রুক্‌বা ঐ ব্যক্তির জন্য হয়ে যায়, যার জন্য তা করা হয়, দান বস্তুকে পুনঃ গ্রহণকারী ঐ ব্যক্তির মত, যে বমি করে তা আবার খায়।

٣٧١٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ ٭

৩৭১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমরা এবং রুক্‌বা উভয়ই সমান।

٣٧١٦ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَتَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *

৩৭১৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) ---- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুক্বা এবং উমরা করা উচিত নয়। যাকে উমরা হিসাবে কোন বস্তু দান করা হয়, তা তারই হয়ে যায়। আর যাকে রুক্বা হিসাবে কোন কিছু দেয়া হয়, তা তারই হয়ে যায়।

٣٧١٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَتَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلاَالرُّقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ *

৩৭১৭. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) ---- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা এবং রুক্বা করা ঠিক নয়। আর যদি কোন ব্যক্তি উমরা বা রুক্বা হিসাবে কাউকে কোন বস্তু দান করে, তবে জীবনে ও মরণে তা ঐ ব্যক্তিরই হয়ে যায়।

٣٧١٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحِلُّ الرُّقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ *

৩৭১৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ---- হান্‌যালা (র) বলেন, তিনি তাউস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রুক্বা করা ঠিক নয়। এরপর যদি কাউকে রুক্বা হিসাবে কোন বস্তু দান করা হয়, তবে তা মীরাছরূপে গণ্য হবে।

٣٧١٩. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ *

৩৭১৯. আবদা ইবন আব্দুর রহীম (র) ---- যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা মীরাছ স্বরূপ।

٣٧٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন যাযীদ (র) ---- যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

٣٧٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ

ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ কুফী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমরা বৈধ।

٣٧٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

٣٧٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

৩৭২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ উমরা ওয়ারিসদের জন্য। আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْعُمْرٰى

অধ্যায় ঃ উমরারূপে দান[1] করা

٣٧٢٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ *

৩৭২৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - যায়দ ইবন ছাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

٣٧٢٥ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২৫. আমর ইবন আলী (র)- - - -যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

٣٧٢٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২৬. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ওয়ারিসদের জন্য উমরার ফয়সালা দিয়েছেন। মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ওয়ারিসদের জন্য উমরার ফয়সালা করেছেন।

১. আমি তোমার জীবদ্দশা পর্যন্ত তোমাকে এই ঘর দান করলাম। তোমার মৃত্যুর পর এটা তোমার ওয়ারিসদের প্রাপ্য হবে, এরূপ বললে তা হিবা বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে ঃ আমার এই ঘর তোমার জন্য, তোমার মৃত্যু হলে এই ঘর আবার আমার হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে এটা হিবা, তবে যে শর্ত করে সে শর্ত ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

٣٧٢٧ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَتُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ ٭

৩৭২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) ---- যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উমরা করে তা ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে, যার জন্য তা করা হয়– তার হায়াত ও মওত সর্বাবস্থার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা রুকবা করো না। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুতে রুকবা করে, তবে তা তার বিধান মত চালু থাকবে।

٣٧٢٨ أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْحُجُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ٭

৩৭২৮. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ উম্‌রারূপে দান বৈধ।

٣٧٢٩ أَخْبَرَنَا هَرُونُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ ٭

৩৭২৯. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমরা করা বৈধ।

٣٧٣٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ طَاوُسٍ بَتَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى ٭

৩৭৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র ---- মাকহুল (র) তাউস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা এবং রুক্‌বাকে স্থায়ী করেছেন।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعُمْرَى

উমরার ব্যাপারে জাবির (রা)-এর রেওয়ায়তে রাবীদের বিরোধ

٣٧٣١ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ

قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭৩১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ উমরারূপে দান করা বৈধ।

٣٧٣٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى قُلْتُ وَمَا الرُّقْبَى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ *

৩৭৩২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল করীম (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা এবং রুক্‌বা করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম ঃ রুক্‌বা কি ? তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই বলা যে, এই বস্তু তোমার, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা বৈধ।

٣٧٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমরা বৈধ।

٣٧٣٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْطَى شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ *

৩৭৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার জীবন শর্তে কোন কিছু দান করা হয়, তবে তা জীবনকালে ও মৃত্যুর পরে তারই হয়ে যাবে।

٣٧٣٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتُرْقِبُوا وَلَاتُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ *

৩৭৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেছেন ঃ তোমরা উমরা এবং রুকবা করো না। আর যাকে উমরা এবং রুকবা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তা তার ওয়ারিসরা পাবে।

٣٧٣٦. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ *

৩৭৩৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উমরা এবং রুকবা করা উচিত নয়। এরপরেও যদি কাউকে উমরা অথবা রুকবা হিসেবে কিছু দেয়া হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে, তার জীবনকাল ও মৃত্যুর পরেও।

٣٧٣٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ قَالَ عَطَاءٌ هُوَ لِلآخَرِ *

৩৭৩৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উমরা এবং রুকবা করা উচিত নয়। যাকে উমরা অথবা রুকবা হিসেবে কিছু দেয়া হয়, তবে তা তারই হবে-জীবিত অবস্থায় এবং মরণের পরেও।

٣٧٣٨. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّقْبَى وَقَالَ مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ *

৩৭৩৮. আবদা ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকবা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যাকে কিছু রুকবা হিসেবে দেয়া হয়, তা তারই হয়ে যাবে।

٣٧٣٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ *

৩৭৩৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে উমরা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তা জীবনে ও মরণে ঐ ব্যক্তিরই হয়ে যায়।

٣٧٤٠. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ بِشْرِ ابْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا

الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ لَاتُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ *

৩৭৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুদ্‌রান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আনসারগণ ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নিজের কাছে রাখ, তা উমরা করো না। কেননা, যে ব্যক্তি কাউকে কোন বস্তু উমরা হিসেবে দান করে, ঐ মাল ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে তার জীবিতাবস্থায় এবং মরণান্তে।

٢٧٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَاتُعْمِرُوهَا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ *

৩৭৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সম্পদ তোমরা নিজের নিকট রেখে দাও, তা উমরা করো না। কেননা, যদি কাউকে তার হায়াত-কালের জন্য উম্‌রা রূপে কিছু দান করা হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় এবং মরণান্তে তার হয়ে যাবে।

٢٧٤٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا *

৩৭৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জন্য রুকবা করা হয়, তা তারই হয়ে যায়।

٢٧٤٣. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا *

৩৭৪৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উম্‌রার বস্তু যাকে দেয়া হয়, তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। আর রুকবা যাকে দেয়া হয়, তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য

٢٧٤٤. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ

وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪৪. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে উমরা রূপে কিছু দেয়া হয়, তা তার এবং পরে তার ওয়ারিসদের হয়ে যায়।

٣٧٤٥. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪৫. ঈসা ইব্‌ন মুসাবির (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার জন্য উমরা করা হয়, তা তারই হবে। পরে তা তার ওয়ারিসদের হবে।

٣٧٤٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম বালাবাক্কী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার জন্য উমরা করা হয়েছে, তা তারই। আর তার পরে যারা তার ওয়ারিস হবে তা তাদের জন্য।

٣٧٤٧. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةً *

৩৭৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কাউকে উমরা হিসেবে কিছু দান করে এবং তার পরবর্তী-দেরকেও তাহলে ঐ বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে– তার হয়ে যাবে এবং তারপর তা তার ওয়ারিসদের হবে।

٣٧٤٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ

فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ *

৩৭৪৮. কুতায়বা ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে উম্‌রা হিসেবে কিছু দান করে এবং তার ওয়ারিসদেরকে, তবে সে নিজের কথা দ্বারা নিজের অধিকার রহিত করলো। তার কথা দ্বারা ঐ মাল ঐ ব্যক্তির এবং তার ওয়ারিসদের হয়ে যাবে।

٣٧٤٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَتَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيْثُ *

৩৭৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি উম্‌রা হিসেবে কাউকে কিছু দান করে এবং তার ওয়ারিসদেরকে ; তবে ঐ বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে তার হয়ে যাবে ; যে দান করেছে তা তার নিকট ফিরে যাবে না। কেননা তা গ্রহণকারীর ওয়ারিসদের মীরাসে পরিণত হয়েছে।

٣٧٥٠. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيْثِ اللّٰهِ وَحَقِّهِ *

৩৭৫০. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কিছু উম্‌রা হিসেবে দান এবং তাকে এবং তার ওয়ারিসদের মালিক করে দেয়, তবে সে তার মালিক হয়ে যায়। আর আল্লাহর নির্ধারিত অংশের মত তার ওয়ারিসগণ তা নেবে, দাতা কিছুই পাবে না।

٣٧٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لاَيَجُوْزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيْثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيْثُ شَرْطَهُ *

৩৭৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্

ﷺ আদেশ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাল অন্যের জন্য উমরা করে এবং তার ওয়ারিসদের জন্যও, তবে তা তার হয়ে যাবে। দাতার জন্য এতে কোন শর্ত করা বৈধ নয়, এবং কিছু বাদ রাখাও। রাবী আবূ সালামা (র) বলেন ঃ কেননা, সে এমন দান করেছে যাতে গ্রহীতার ওয়ারিসদের মীরাস ধার্য হয়ে গেছে, ওয়ারিসগণ দাতার শর্ত শেষ করে দিয়েছে।

٣٧٥٢. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ اَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَابَقِىَ مِنْكُمْ اَحَدٌ فَاِنَّهَا لِمَنْ اُعْطِيَهَا وَاِنَّهَا لاَتَرْجِعُ اِلَى صَاحِبِهَا مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ اَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ *

৩৭৫২. আবূ দাউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি এবং তার ওয়ারিসদের জন্য উমরা করলো, এই বলে যে, আমি ইহা তোমাকে এবং তোমার ওয়ারিসদেরকে দান করলাম। তবে তা যাদেরকে দান করা হয়েছে, তা তাদের হয়ে যাবে। আর এটা দাতার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। কেননা, সে এমনভাবে দান করেছে, যাতে গ্রহীতার মীরাস সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

٣٧٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى اَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِىْ اِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ اِلَىَّ وَاِلَى عَقِبِىْ اِنَّهَا لِمَنْ اُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ *

৩৭৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ যদি কেউ কাউকে এই শর্তে কোন বস্তু দান করে এবং তার ওয়ারিসদেরকেও, যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তা আমার এবং আমার ওয়ারিসদের হয়ে যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ মাল গ্রহীতার এবং গ্রহীতার ওয়ারিসদের হয়ে যাবে।

ذِكْرُ اِخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَلَى اَبِىْ سَلَمَةَ فِيْهِ

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবূ কাছীরের বর্ণনায় মত পার্থক্য

٣٧٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ *

১. এরূপ শর্ত করা সঠিক নয়।

৩৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উমরা ঐ ব্যক্তির হয়ে যায়, যার জন্য উমরা করা হয়।

٣٧٥٥. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ *

৩৭৫৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন দুরস্ত (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যার জন্য উমরা করা হয়, তা তারই হয়ে যায়।

٣٧٥٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *

৩৭৫৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উমরা করা ঠিক নয় ; যদি কাউকে উমরা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তবে তা তার হয়ে যাবে।

٣٧٥٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *

৩৭৫৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যাকে উমরা হিসেবে কিছু দেয়া হয় ; তার তারই হয়ে যায়।

٣٧٥٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমরা করা বৈধ।

٣٧٥٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا

أَعْمَرَ وَعَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَسَئَلَ عَطَاءَ ابْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ الْخُلَفَاءُ لاَيَقْضُونَ بِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ *

৩৭৫৯. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ত্তরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ রায় দিয়েছেন ঃ উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) বলেছেন ঃ উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তিকে এবং তার ওয়ারিসদেরকে উমরা করা হয়, তখন ঐ উমরা করা বস্তু দাতার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করবে না। তবে যদি ওয়ারিসদের জন্য উমরা না করে থাকে, তবে তা শর্তমত হবে, অর্থাৎ দাতা ফেরৎ পাবে। কাতাদা (র) বলেন, কোন ব্যক্তি আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন ঃ খলীফাগণ এর আদেশ করেন নি। আতা (র) বলেন ঃ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এরূপ করার আদেশ দিতেন।

عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান

٣٧٦٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৩৭৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআম্মার (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রীর পক্ষে তার মাল হতে দান করা বৈধ নয়, যখন স্বামী তার মালিক হয়ে যায়।

٣٧٦١. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو ح وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا *

৩৭৬১. ইসমাঈল ইবন মাসউদ ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ স্বীয় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীর জন্য কাউকে কিছু দান করা বৈধ নয়।

٣٧٦٢. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هَانِئٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا لاَ بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ *

৩৭৬২. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আলকামা (রা) বলেন ঃ সাকাফী গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাদের হাতে কিছু হাদিয়া ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ? এটা হাদিয়া না সাদকা ? যদি তা হাদিয়া হয়, তবে এর দ্বারা তো আল্লাহ্র রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন এবং উদ্দেশ্য সফল হয়ে থাকে। আর যদি তা সাদকা হয়, তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তারা বললো ঃ না, ইহা হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এই হাদিয়া গ্রহণ করলেন। আর তিনি তাদের সাথে উপবেশন করলেন এবং তিনি তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং তারাও তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহরের সালাত আদায় করলেন আসরের সালাতের সঙ্গে, অর্থাৎ জোহরের শেষ ওয়াকতে জোহরের সালাত আদায় করে, আসরের প্রথম ওয়াকতে সেখানে আসরের সালাত আদায় করেন।

٣٧٦٣. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ *

৩৭৬৩. আবূ আসিম খুশায়েশ ইবন আসরাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ইচ্ছা করে ছিলাম কারো হাদিয়া গ্রহণ করবো না ; তবে কুরায়শী, আনসারী সাকাফী এবং দাওসীদের হাদিয়া গ্রহণ করবো।

٣٧٦٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ★

৩৭৬৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গোশত দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই গোশত কোন্ ধরনের ? বলা হলো ঃ এই গোশত বারীরাহ্‌কে সদ্‌কারূপে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তা তার জন্য তো সদ্‌কা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

অধ্যায় ঃ কসম ও মানতসমূহ

٣٧٦٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ وَمُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ ٭

৩৭৬৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান ও মূসা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ বলে শপথ করতেন।

اَلْحَلْفُ بِمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ

مُصَرِّفُ الْقُلُوْبِ শব্দ দ্বারা শপথ

٣٧٦٦. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ اَبُوْ يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ يَحْلِفُ بِهَا لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ ٭

৩৭৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ বলে শপথ করতেন।

اَلْحَلْفُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

عِزَّةُ اللّٰهِ শব্দ দ্বারা শপথ

٣٧٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ

عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَايَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَايَدْخُلُهَا أَحَدٌ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَرَجَعَ وَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا *

৩৭৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌ত এবং দোযখ সৃষ্টি করেন, তখন তিনি জিব্‌রাঈল (আ)-কে এই বলে বেহেশ্‌তের দিকে পাঠান যে, বেহেশ্‌ত এবং আমি বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য যা কিছু তাতে প্রস্তুত করে রেখেছি, তা দেখে এসো। তিনি তা দেখে ফিরে এসে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনার ইয্‌যতের শপথ ! এই বেহেশ্‌তের কথা শুনতে পেলে কেউ তাতে প্রবেশ না করে ছাড়বে না ? এরপর তা ঢেকে রাখার আদেশ করলে, তা কষ্টকর ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা তাকে পরিবেষ্টন করা হলো। এরপর জিব্‌রাঈল (আ)-কে তা পুনরায় দেখার আদেশ করলে, আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত এবং তাতে যা তৈরী কর রেখেছেন, তা দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তাতে কষ্টদায়ক, মুসীবত ও অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার ইজ্জতের কসম ! আমার আশংকা হচ্ছে যে, তাতে কেউ-ই প্রবেশ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ দোযখ এবং দোযখীদের জন্য আমি তাতে যা কিছু তৈরী করে রেখেছি, তা দেখে এসো। জিব্‌রাইল (আ) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, এর এক অংশ অপর অংশের উপর পতিত হচ্ছে। তিনি ফিরে এসে বললেন ঃ আপনার ইজ্জতের শপথ ! আমার আশংকা যে, এতে কেউ প্রবেশ করবে না, এরপর আল্লাহ্‌র আদেশে তাকে মনমুগ্ধকর বস্তু দ্বারা পরিবষ্টন করে দেয়া হলো। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি এখন গিয়ে তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে দেখলেন যে, তাকে মন ভুলান বস্তু দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। তিনি ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক, আপনার ইজ্জতের শপথ ! এখন আমার আশংকা হচ্ছে যে, এতে প্রবেশ করা থেকে কেউ নাজাত পাবে না।

اَلتَّشْدِيْدُ فِي الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা

٣٧٦٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِاٰبَائِهَا فَقَالَ لاَتَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ *

৩৭৬৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কারো শপথ করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোর নামে কসম না করে। কুরায়শদের অভ্যাস ছিল, তারা পিতার কসম করতো। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পিতার শপথ করো না।

٢٧٦٩. اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ فِىْ مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَعْنِىْ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ *

৩৭৬৯. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের কসম করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْحَلْفُ بِالْاٰبَاءِ

পিতাদের শপথ করা

٢٧٧٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَقُوْلُ وَاَبِىْ وَاَبِىْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَوَاللّٰهِ مَاحَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا *

৩৭৭০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার উমর (রা)-কে وَاَبِىْ وَاَبِىْ বলে শপথ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! এরপর আমি আর কখনও আমার পিতার শপথ করিনি। নিজের থেকেও না এবং কারো অনুসরণ করেও না।

٢٧٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَاحَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا *

৩৭৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ও সায়ীদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতার শপথ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি আর কখনও এরূপ করিনি; নিজের থেকেও না; অন্যের কথা উল্লেখ করেও না।

٣٧٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا *

৩৭৭২. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের শপথ করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেন ঃ এরপর আমি আর কখনও এরূপ করিনি। নিজের থেকেও না এবং অন্যের কথা উল্লেখ করেও না।

اَلْحَلْفُ بِالأُمَّهَاتِ

মা-এর শপথ করা

٣٧٧٣. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ *

৩৭৭৩. আবূ বকর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্বীয় পিতাদের, মাতাদের এবং মূর্তির কসম করো না। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করোও তবে সত্য শপথ করবে।

اَلْحَلْفُ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ

ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের শপথ করা

٣٧٧٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ قُتَيْبَةُ فِي

حَدِيْثِهِ مُتَعَمِّدًا وَقَالَ يَزِيْدُ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عَذَّبَهُ اللّٰهُ بِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ *

৩৭৭৪. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ছাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করলো, তাহলে সে ঐরূপই হবে, যেরূপ সে বলেছে। কুতায়বা (র) তাঁর হাদীসে "مُتَعَمِّدًا" শব্দ উল্লেখ করেছেন, আর ইয়াযীদ "كَاذِبًا" শব্দ বলেছেন; তবে সে যেরূপ বলেছে সেরূপ হবে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখের আগুনে ঐ বস্তু দ্বারা শাস্তি দিবেন।

٢٧٧٥. أَخْبَرَنِىْ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِى الْآخِرَةِ *

৩৭৭৫. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - ছাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করলো, সে ব্যক্তি ঐরূপ যেরূপ সে বলেছে। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, আখিরাতে তাকে ঐ বস্তু দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।

اَلْحَلْفُ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلاَمِ

ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়ার শপথ

٢٧٧٦. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ إِنِّىْ بَرِيْءٌ مِنَ الْإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلاَمِ سَالِمًا *

৩৭৭৬. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়হ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বললো ঃ "আমি ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।" সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে যেমন বলেছে– তেমন, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে নিরাপদে ইসলামে ফিরে আসবে না, অর্থাৎ গুনাহ্‌গার হবে।

اَلْحَلْفُ بِالْكَعْبَةِ

কা'বার কসম করা

٢٧٧٧. أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ

مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ اَنَّ يَهُوْدِيًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُنَدِّدُوْنَ وَاِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَتَقُوْلُوْنَ وَالْكَعْبَةِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يَحْلِفُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ *

৩৭৭৭. য়ূসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) ---- জুহায়না গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ আপনারা তো আল্লাহ্‌র সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ স্থির করে থাকেন। আপনারা বলে থাকেন ঃ যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন আর যা তুমি ইচ্ছা কর। আর আপনারা আরো বলে থাকেন ঃ কা'বার কসম! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা যখন কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে ঃ কা'বার রবের কসম! আরো বলবে ঃ আল্লাহ্ যা চেয়েছেন। এরপর তুমি চেয়েছ।

اَلْحَلْفُ بِالطَّوَاغِيْتِ

তাগূত বা মিথ্যা মা'বূদের শপথ

٣٧٧٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلاَ بِالطَّوَاغِيْتِ *

৩৭৭৮. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পিতাদের শপথ করো না। আর মিথ্যা মা'বূদের কসমও করো না।

اَلْحَلْفُ بِاللاَّتِ

লাতের শপথ করা

٣٧٧٩. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللاَّتِ فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ *

৩৭৭৯. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লাতের শপথ করে, সে যেন বলে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে ঃ চল তোমাদের সাথে জুয়া খেলি, সে যেন কিছু সাদকা করে।

اَلْحَلْفُ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى

লাত ও উয্যার শপথ

٣٧٨٠. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَا قُلْتَ ائْتِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ فَإِنَّا لاَ نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ كَفَرْتَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تَعُدْ لَهُ ●

৩৭৮০. আবূ দাউদ (র) ---- মুসআব ইবন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমরা কোন ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম, আর তখন আমি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার মুখ হতে বের হয়ে পড়লো : "আমি লাত ও উয্যার কসম করছি।" তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী বললেন : তুমি বড় জঘন্য কথা বলেছ। তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট চল, তাঁকে এ সংবাদ দাও। আমরা মনে করি, তুমি কুফরী করেছ। আমি তাঁর নিকট এসে তাকে এ কথা জানালে তিনি আমাকে বললেন : তুমি তিনবার বল : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু", আর শয়তান হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনবার আশ্রয় চাও, এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুথু ফেল। আর কখনও এরূপ কথা বলবে না।

٣٧٨١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَقَالَ لِي أَصْحَابِي بِئْسَ مَا قُلْتَ قُلْتَ هُجْرًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ●

৩৭৮১. আবূ হুমায়দ ইবন মুহাম্মদ (র) ---- মুসআব ইবন সা'দ (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি লাত ও উয্যার শপথ করলাম। তখন আমার সাথীরা আমাকে বললো : তুমি বড় জঘন্য কথা বললে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তা বললে, তিনি বললেন : তুমি বল : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু", আর তুমি তোমার বামদিকে তিনবার থুথু ফেল এবং আল্লাহ্র নিকট শয়তান হতে হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আর কখনও এরূপ বলবে না।

إِبْرَارِ الْقَسَمِ

শপথ পূর্ণ করা

٣٧٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ *

৩৭৮২. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন ঃ জানাযার অনুগমন করার, রোগীকে দেখতে যাওয়ার, হাঁচির উত্তর দেয়ার, আমন্ত্রণ গ্রহণ করার, মজলুমের সাহায্য করার, কসম পূর্ণ করার এবং সালামের উত্তর দেয়ার।

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

শপথ করার বিপরীত বিষয়কে উত্তম দেখলে কি করবে ?

٣٧٨٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ *

৩৭৮৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মূসা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এমন কোন শপথযোগ্য কোন বস্তু নেই, যার উপর আমি শপথ করি ; পরে আমি তার থেকে অন্য কোন উত্তম বস্তু দেখতে পাই, তখন আমি সেটাই করবো।

اَلْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ

শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কাফ্‌ফারা দেয়া

٣٧٨٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ

فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَيُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَيَحْمِلَنَا قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, অর্থাৎ আশ্‌আরী সম্প্রদায়ের একদল লোকসহ তাঁর নিকট বাহন পাবার জন্য। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তোমাদেরকে বাহন দিতে পারব না এবং তোমাদের জন্য আমার নিকট যারীর কোন বাহনও নেই। আবূ মূসা (রা) বলেন : আমরা সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী। এমন সময় তাঁর কাছে কিছু উট আসলো; নবী ﷺ আমাদেরকে তিনটি উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। যখন আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম, তখন আমাদের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো এই সওয়ারীতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বরকত দান করবেন না। কেননা, যখন আমরা তাঁর বাহন চাইবার জন্য উপস্থিত হই, তখন তিনি শপথ করে বলেন : আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেব না। আবূ মূসা (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ফিরে এসে একথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেব না বরং আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের দান করেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি যদি কোন বিষয়ের উপর শপথ করি, পরে অন্য বিষয়কে তার চেয়ে উত্তম দেখতে পাই, তখন আমি শপথের ভংগ করে কাফ্‌ফারা আদায় করি এবং যেটা উত্তম সেটাই করি।

٣٧٨٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৫. আমর ইব্‌ন আলী (র)- - - -আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছুর শপথ করে, এরপর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়। তখন সে যেন নিজের কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয় এবং ঐ উত্তম কাজটি করে।

٣٧٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا حَلَفَ اَحَدُكُمْ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَنْظُرِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ فَلْيَاْتِهِ *

৩৭৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেহ যখন কেবল কিছুর শপথ করে, পরে সে অন্য কোন বস্তুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তখন সে যেন তার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে ঐ উত্তম কাজটি করে।

٣٧٨٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৭. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যখন তুমি শপথ করবে, তখন তুমি তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে, এরপর যেটা উত্তম তুমি সেটা করবে।

٣٧٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ *

৩৭৮৮. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া কুতাঈ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোন কসম করবে, আর অন্য কোন বস্তু তা থেকে উত্তম দেখতে পাবে, তখন তুমি তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে, আর যা উত্তম সে কাজটি করবে।

الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

কসম ভাঙ্গার পর কাফ্ফারা আদায় করা

٣٧٨٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ *

৩৭৮৯. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ কোন বস্তুর শপথ করে যদি অন্য কোন বস্তুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায় ; তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে এবং পরে স্বীয় শপথের কাফ্ফারা আদায় করে।

٣٧٩٠. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْهَا *

৩৭৯০. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কিছুর শপথ করে অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তবে সে যেন শপথ পরিত্যাগ করে, উত্তমকে গ্রহণ করে, এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়।

٣٧٩١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ *

৩৭৯১. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ কোন শপথ করার পর যদি অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পায়, তবে সে যেন উত্তমকে গ্রহণ করে শপথ ভঙ্গ করে।

٣٧٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فَلاَ يُعْطِينِي وَلاَ يَصِلُنِي ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أُعْطِيَهُ وَلاَ أَصِلَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي *

৩৭৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ যা'রা (র) তাঁর চাচা আবুল আহওয়াস হতে তিনি তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বললাম ঃ আপনি আমার চাচাত ভাইয়ের অবস্থা দেখেন, আমি তার নিকট গিয়ে কিছু চাইলে সে আমাকে তা দেয় না, এবং আত্মীয়তাও ঠিক রাখে না। কিন্তু তার কিছু প্রয়োজন হলে সে আমার নিকট এসে তা চায়। এজন্য আমিও শপথ করেছি যে, তাকে কিছুই দেব না এবং তার সাথে আত্মীয়তাও রক্ষা করবো না। তিনি আমাকে আদেশ করলেন ঃ এখন তুমি যেটা উত্তম সেটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দাও।

٣٧٩٣. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ *

৩৭৯৩. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি কোন শপথ করে অন্য বস্তুকে তা অপেক্ষা উত্তম দেখতে পাবে, তখন তা করে ফেলবে এবং তোমার কসমের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেবে।

٣٧٩٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ يَعْنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ٭

৩৭৯৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন কোন শপথ করার পর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পাবে, তখন উত্তমকে গ্রহণ করে স্বীয় শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিয়ে দেবে।

٣٧٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ٭

৩৭৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন কোন কিছুর শপথ করার পর অন্য কিছুকে তার চাইতে উত্তম দেখতে পাবে, তখন ঐ উত্তমকে গ্রহণ করে তোমার শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করবে।

اَلْيَمِيْنُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ

যার মালিক নয়, এমন কোন জিনিসের শপথ করা

٣٧٩٦. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ وَلَا يَمِيْنَ فِيْمَا لَا تَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا قَطِيْعَةِ رَحِمٍ ٭

৩৭৯৬. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ---- আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক নয়, ঐ বস্তুর মানত ও শপথ করতে পারবে না। আর গুনাহের কাজে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে শপথ হতে পারে না।

مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى

শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বলা

٣٧٩٧. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ ٭

৩৭৯৭. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বলে, সে তা পূর্ণ করুক অথবা না করুক তার কাফ্‌ফারা দিতে হবে না।

اَلنِّيَّةُ فِى الْيَمِيْنِ

কসমের নিয়্যত করা

٣٧٩٨ أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ *

৩৭৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নিয়্যতের উপর কাজের ফলাফল নির্ভর করে, যে যা নিয়্যত করে সে তা-ই পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হিজরত করে, অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার নিয়্যতে হিজরত করে ; তবে সে যে নিয়্যতে হিজরত করে, তার হিজরত সে জন্যই হবে।

تَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করা

٣٧٩٩ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلٰى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ إِلٰى إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللّٰهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا *

৩৭৯৯. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ যা'ফরানী (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যয়নব বিনত

জাহশের নিকট কিছু অধিক সময় অবস্থান করতেন এবং সেখানে তিনি মধু পান করতেন। আমি এবং হাফসা পরামর্শ করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকটই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনেন, সে যেন বলে ঃ আপনার মুখ হতে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন ? এরপর তিনি আমাদের একজনের গৃহে আসলে তিনি তাঁকে তা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ না, বরং আমি যয়নব বিনতে জাহাশের নিকট মধু পান করেছি। আমি আর কখনো তা পান করবো না ; তখন অবতীর্ণ হয় ঃ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ---- অর্থ ঃ হে নবী ! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন ? (৬৬ ঃ ১)। إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ .... অর্থ ঃ যদি তোমরা উভয়ে (আয়েশা ও হাফসা) অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসো। (৬৬ ঃ ২) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ .... অর্থ ঃ স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন।..... (৬৬ ঃ ৩), এ আয়াতটি নবী ﷺ-এর উক্তি ঃ "বরং আমি মধু পান করেছি"- এ সম্পর্কিত।

إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ خُبْزًا بِخَلٍّ

তরকারীর সাথে রুটি না খাওয়ার কসম খেয়ে সিরকা দিয়ে খেলে

٣٨٠٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَهُ فَإِذَا فِلَقٌ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلْ فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ *

৩৮০০. আমর ইব্ন আলী (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলাম, রুটির টুকরা এবং সিরকা রাখা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খাও, সিরকা উত্তম তরকারী।

فِي الْحَلْفِ وَالْكَذِبِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ

অন্তর দিয়ে শপথ না করলে

٣٨٠١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْ اسْمِنَا فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ هٰذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০১. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ---- কায়স ইব্ন আবূ গারাযা (রা) বলেন ঃ লোক আমাদেরকে দালাল বলতো। এক সময় আমরা মাল বেচা-কেনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্

ﷺ আমাদের নিকট এসে আগের নামের চাইতে উত্তম নামে আমাদেরকে ডেকে বললেন ঃ হে ব্যবসায়ীর দল ! ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক সময় শপথ করার এবং মিথ্যা বলার কারণও উপস্থিত হয়, (যদিও তোমরা অন্তরের সাথে তা বলো না)। অতএব তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে কিছু সাদ্‌কা মিলিয়ে নেবে।

٣٨٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَاصِمٍ وَجَامِعٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نَبِيْعُ بِالْبَقِيْعِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْ اِسْمِنَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা বকী' নামক স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমাদেরকে বলা হতো দালাল। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এস বললেন ঃ হে ব্যবসায়ীর দল ! তিনি আমাদেরকে আমাদের পূর্ণ নাম অপেক্ষা উত্তম নামে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ এই ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ মিথ্যা এসে একত্রিত হয়। অতএব তোমরা তাতে সাদকা মিলিয়ে নেবে।

فِي اللَّغْوِ وَالْكَذِبِ

মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথা

٣٨٠٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ فِي السُّوْقِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ السُّوْقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهَا بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা ছিলাম বাজারে। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ এটা বাজার, এখানে মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথাও হয়ে থাকে, অতএব তোমরা এতে কিছু সাদকা মিলিয়ে নাও।

٣٨٠٤. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ نَبِيْعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِيْ سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ *

৩৮০৪. আলী ইব্‌ন হুজর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা মদীনায় ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম। আমরা আমাদেরকে দালাল বলতাম এবং লোকেরা আমাদেরকে দালাল বলতো। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে আমাদের এমন নামে ডাকলেন, যা ছিল আমরা আমাদেরকে এবং লোক আমাদেরকে যে নামে ডাকতো, তা থেকে উত্তম। তিনি বললেন ঃ হে ব্যবসায়ীর দল ! তোমাদের ব্যাবসায়ে মিথ্যা এবং শপথ মিশ্রিত হয়ে থাকে। অতএব তোমরা এতে সাদকা মিশিয়ে নাও।

اَلنَّهْىُ عَنِ النَّذْرِ

মানত করার নিষেধাজ্ঞা

٣٨٠٥. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لَايَاْتِىْ بِخَيْرٍ اِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ *

৩৮০৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ তাতে মানুষের কোন লাভ হয় না। এর দ্বারা কৃপণের হাত হতে কিছু বের হয় মাত্র।

٣٨٠٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لَايَرُدُّ شَيْئًا اِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْحِ *

৩৮০৬. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ মানত কোন কিছুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানত এইজন্য যে, এর দ্বারা কৃপণ হতে কিছু মাল বের করা মাত্র।

اَلنَّذْرُ لَايُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَايُؤَخِّرُهُ

মানত কোন কিছুকে আগে বা পরে করতে পারে না[১]

٣٨٠٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّذْرُ لَايُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَايُؤَخِّرُهُ اِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْحِ *

১. অর্থাৎ তাকদীর ও আল্লাহর ইচ্ছাকে।

৩৮০৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মান কোন কিছুকে আগে বা পরে করতে পারে না। তা এমন বিষয়, যা কৃপণ হতে কিছু মাল বের করে মাত্র।

٣٨٠٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَيَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ *

৩৮০৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানত লোকের জন্য এমন কিছু আনতে পারে না, যা তার তাক্দীরে নেই। কিন্তু তা এমন বিষয়, যা কৃপণের হাত হতে কিছু মাল বের করে থাকে মাত্র।

اَلنَّذْرُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

মানত দ্বারা কৃপণ হতে কিছু মাল বের হয় মাত্র

٣٨٠٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لاَيُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ *

৩৮০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মানত করো না। কেননা, তা তাক্দীরের বিপরীতে কোন কাজে আসে না। কিন্তু এর দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু মাল বের হয়।

اَلنَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ

আনুগত্যের ব্যাপারে মানত করা

٣٨١٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ *

৩৮১০. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ মানত করে যে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, তবে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যদি কেউ আল্লাহ্র নাফরমানী করার মানত করে, তবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

اَلنَّذْرُ فِى الْمَعْصِيَةِ

গুনাহের মানত করা

٣٨١١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ *

৩৮১১. আমর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যদি কেউ আল্লাহ্র আনুগত্য করার মানত করে, তবে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যদি কেউ আল্লাহ্র নাফরমানী করার মানত করে, তবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

٣٨١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ *

৩৮১২. মুহাম্মদ ইবন আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে কেউ আল্লাহ্র আনুগত্যের মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করার মানত করে, সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।

اَلْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ

মানত পূর্ণ করা

٣٨١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَذْكُرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ فَلاَ اَدْرِىْ اَذَكَرَ مَرَّتَيْنِ بَعْدَهُ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ اَبُوْ جَمْرَةَ *

৩৮১৩. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র)- - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার সময়ের লোকই উত্তম, এরপর তারা যারা তাদের নিকটবর্তী। এরপর যারা এদের পরবর্তী, তারপর যারা এদের পরবর্তী। বর্ণনাকারী বলেন : আমার স্মরণ নেই, তিনি তা দু'বার বলেন, না তিনবার। এরপর তিনি ঐসকল লোকের কথা বললেন : যারা খিয়ানত করে, আমানতদারী রক্ষা

করে না। তারা সাক্ষ্য দেয়, অথচ তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয় না ; মানত করে অথচ মানত পূর্ণ করে না। আর তারা মোটা-তাজা হবে।

اَلنَّذْرُ فِيمَا لاَيُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ

যে মানতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় না

٣٨١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلاً فِي قَرَنٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ *

৩৮১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একজন লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন ; যে অন্য একটি লোককে রশি দ্বারা বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তা ধরে কেটে ফেললেন। তখন সে ব্যক্তি বললো ঃ সে ঐরূপ করার মানত করেছে।

٣٨١٥. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ *

৩৮১৫. যুসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন লোকের নিকট দিয়ে গেলেন, তখন ঐ ব্যক্তি কা'বার তওয়াফ করছিল। তখন তাকে অন্য একটি লোক উটের নাকের রশি দ্বারা টানতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট গিয়ে তা নিজ হাতে কেটে ফেললেন এবং আদেশ করলেন ঃ তাকে তার হাত ধরে টেনে নাও।

٣٨١٦. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَإِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِكَ *

৩৮১৬. যুসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন, তখন সে কা'বা তওয়াফ করছিল। এসময় এক ব্যক্তি নিজের হাত অন্য ব্যক্তির সাথে বেঁধে ছিল তসমা অথবা সুতা দ্বারা অথবা অন্য কিছু দ্বারা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে কেটে দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি তোমার হাত দিয়ে তাকে টেনে নাও।

اَلنَّذْرُ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ

যে বস্তুর মালিক নয়, কারো জন্য এমন বস্তুর মানত করা

٣٨١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَيُّوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَنَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَفِيْمَا لاَيَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ *

৩৮১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীর জন্য মানত নেই। আর মানুষ যে বস্তুর মালিক নয়, তারও মানত করা যাবে না।

٣٨١٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوٰى مِلَّةِ الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلٰى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ *

৩৮১৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ছাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের শপথ করবে অথচ সে এব্যাপারে মিথ্যাবাদী, তখন ঐ ব্যক্তি ঐরূপ হয়ে যাবে, যেমন সে বললো। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তা দিয়েই তাকে আযাব দেয়া হবে। মানুষ যার মালিক নয়, তার মানত করা ঠিক নয়।

مَنْ نَذَرَ اَنْ يَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى

যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে আল্লাহ্‌র ঘরে যাওয়ার মানত করে

٣٨١٩. اَخْبَرَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِيْ اَنْ تَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ فَاَمَرَتْنِيْ اَنْ اَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ *

৩৮১৯. য়ূসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বোন

পায়ে হেঁটে আল্লাহ্‌র ঘরে যাওয়ার মানত করে। এ ব্যাপারে সে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করতে বলে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে– তিনি বললেন ঃ সে যতদূর পারে পায়ে হেঁটে যাবে এবং অপারগ হলে বাহনে আরোহণ করবে।

إِذَا حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لِتَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ

পায়ে হেঁটে ওড়না ছাড়া বায়তুল্লাহ্ যাওয়ার মানত করা

٣٨٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ وَقَالَ عَمْرٌو اَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَحْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ *

৩৮২০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বোন মানত করলো যে, সে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ গমন করবে, খালি মাথায়; আমি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললে. তিনি বললেন ঃ তোমার বোনকে বলে দাও, সে যেন ওড়না মাথায় দিয়ে সওয়ার হয়ে যায় এবং তিনদিন রোযা রাখে।

مَنْ نَذَرَ اَنْ يَصُوْمَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يَصُوْمَ

রোযার মানত করার পর আদায় করার পূর্বে মৃত্যু হলে

٣٨٢١. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَكِبَتِ امْرَاَةُ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ اَنْ تَصُوْمَ فَاَتَتْ اُخْتُهَا النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَاَمَرَهَا اَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا *

৩৮২১. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ আসকারী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক নারী নদী ভ্রমণে বের হলো। সে এক মাস রোযা রাখার মানত করলো, এরপর সে মানত আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করলো। তার বোন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে এই ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি তাকে তার পক্ষ হতে রোযা রাখতে বললেন।

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

যে মানত আদায় না করে মারা যায়

٣٨٢٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৮২২. আলী ইবন হুজর ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন উবাদা (রা) তাঁর মাতার মানত সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

٣٨٢٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৮২৩. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর মাতার মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

٣٨٢٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ وَهَرُونُ ابْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اقْضِهِ عَنْهَا *

৩৮২৪. মুহাম্মদ ইবন আদম ও হারূন ইবন ইসহাক হামাদানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইবন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমার মা ইনতিকাল করেছেন। তার উপর মানত রয়েছে যা তিনি আদায় করে যাননি। তিনি বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ

মানত আদায় করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করা

٣٨٢٥. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ

عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذْرٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ *

৩৮২৫. ইসহাক ইব্ন মূসা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি জাহিলী যুগে এক রাত ই'তিকাফ করার মানত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি তাকে ই'তিকাফ করার নির্দেশ দেন।

٣٨٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ *

৩৮২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগে উমর (রা) এক রাত মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করার মানত করেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে ই'তিকাফ করতে বললেন।

٣٨٢٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ *

৩৮২৭. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকিম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগে উমর (রা) একদিন ই'তিকাফ করার নিয়ত করলেন। তিনি এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে ই'তিকাফ করার আদেশ করলেন।

٣٨٢٨. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْهُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ *

৩৮২৮. য়ুনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র)- - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ তাঁর পিতার তওবা কবূল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত মাল সাদকা

করে মুক্ত হতে চাই। আমি তা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের সামনে পেশ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি তোমার কিছু মাল রেখে দাও। এটা তোমার জন্য উত্তম।

إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ

মানত হিসেবে হাদিয়া দেয়া

٣٨٢٩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ مُخْتَصَرٌ *

৩৮২৯. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইবন কা'ব (রা) বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে না গিয়ে পেছনে থেকে গেলেন। তিনি বলেন ঃ আমি যখন তাঁর সামনে উপবেশন করলাম, তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার তওবার মধ্যে ইহাও যে, আমি আমার মাল হতে পৃথক হয়ে যাব এবং তা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের খেদমতে পেশ করবো। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার মালের কিছু অংশ রেখে দাও; তা তোমার জন্য উত্তম হবে। তিনি বললেন ঃ আমি বললাম ঃ খায়বরে আমার যে সম্পত্তি রয়েছে ঐ সামান্য সম্পত্তি আমি রাখলাম।

٣٨٣٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا نَجَّانِي الصِّدْقُ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ *

৩৮৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'দান ইব্‌ন ঈসা (র) ---- উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্য পরিত্রাণ দিয়েছেন। আর আমার তাওবায় এ-ও রয়েছে যে, আমি আল্লাহ্

এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে আমার মাল দান করে তা হতে মুক্ত হয়ে যাই। তিনি বললেন ঃ তোমার মাল তুমি রেখে দাও। এটা তোমার জন্য উত্তম। তিনি বললেন ঃ আমি আমার খায়বরের সম্পত্তি রাখলাম।

هَلْ تَدْخُلُ الاَرْضُوْنَ فِى الْمَالِ اِذَا نَذَرَ

মালের মানত করলে জমি তাতে শামিল হবে কি ?

٣٨٣١ قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ اِلاَّ الاَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ فَاَهْدٰى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ ابْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى وَادِى الْقُرٰى حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرٰى بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَهُ سَهْمٌ فَاَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذٰلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ بِشِرَاكَيْنِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شِرَاكٌ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ٭

৩৮৩১. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের বছর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে আমরা গনীমতের হিসাবে মাল এবং সম্পদ পাইলাম। যুবায়ের গোত্রের রেফা'আ ইব্‌ন যায়দ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একটি হাবশী গোলাম দান করলো, যাকে লোকে মিদ'আম বলে ডাকতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখান হতে ওয়াদীউল কুরার দিকে রওয়ানা হলেন। আমরা যখন ওয়াদীউল কুরায় পৌঁছলাম তখন হঠাৎ একটি তীর এসে তার গায়ে লাগলো, এবং তাকে হত্যা করলো। তার গায়ে এমন সময় তীর লাগলো, যখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামান নামাইতেছিল। তখন লোক বলতে লাগলো ঃ তোমার জন্য বেহেশ্‌ত মুবারক হোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কখনও নয়। আল্লাহ্‌র কাসম ! যে মাল সে খায়বরের দিন গনীমতের মাল হতে নিয়েছিল, বণ্টন হওয়ার পূর্বে, তার কারণে তাকে গ্রাস করবে। লোক যখন একথা শুনলো, তখন এক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি চামড়ার দোয়াল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলো। তিনি বললেন ঃ চামড়ার এই দুই দোয়ালই হবে আগুনের।

اَلاِسْتِثْنَاءُ

ইন্‌শাআল্লাহ্ বলা

٣٨٣٢. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى *

৩৮৩২. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, সে তা হতে বাদ পড়লো।

٣٨٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى *

৩৮৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, সে তাকে বাদ করে দিল।

٣٨٣٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ *

৩৮৩৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কসম করার পর ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, তার অবকাশ রয়েছে, সে ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ করবে নতুবা ছেড়ে দেবে।

إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ

কেউ শপথ করলে যদি অন্য ব্যক্তি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলে

٣٨٣٥. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ *

৩৮৩৫. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - আবদুর রহমান আ'রাজ হতে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বললেন : অবশ্যই আমি আজ আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকট গমন করবো তাদের প্রত্যেকেই এক একজন মুজাহিদ প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তার সাথী তার জন্য ইনশাআল্লাহ্ বললেন, কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বললেন না। পরে তিনি তাদের নিকট গমন করলেন, কিন্তু তাদের একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ-ই গর্ভধারণ করলেন না ; আর তা এমন গর্ভ, যাতে অর্ধ বাচ্চা জন্ম নিল। আল্লাহ্‌র শপথ ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতেন, তবে তারা সকলেই এমন বাচ্চা প্রসব করতেন, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতো।

كَفَّارَةُ النَّذْرِ

মানতের কাফ্‌ফারা

٣٨٣٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ *

৩৮৩৬. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও হারিছ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কসমের কাফ্‌ফারাই- মানতের কাফ্‌ফারা।

٣٨٣٧. أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ *

৩৮৩৭. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহ্‌র কাজে কোন মানত নেই।

٣٨٣٨. أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ *

৩৮৩৮. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাপের কাজে মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৩৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক মুখাররিমী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাপের কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٤٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪০. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাপের কাজে কোন মানত নেই। আর এর কাফ্ফারা হলো কসমের কাফ্ফারাই।

٣٨٤١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ قِيلَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ *

৩৮৪১. কুতায়বা (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাপের কাজে মানত নেই। কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٤٢. أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪২. হারূন ইবন মূসা ফারওয়াবী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গুনাহর কাজে মানত নেই। আর কসমের কাফ্ফারাই এর কাফ্ফারা।

٣٨٤٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِي

مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ *

৩৮৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তিরমিযী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٤. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِيٌّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪৪. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) ---- ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٥. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪৫. আমর ইব্‌ন উছমান (র) ---- ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গুনাহর কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ضَعِيفٌ لاَ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ *

৩৮৪৬. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) ---- ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গযব-এর কাজে মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٧. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ *

৩৮৪৭. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) ---- ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গযবের কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ اَنْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَانَذْرَ فِىْ غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَقِيْلَ اِنَّهُ الزُّبَيْرُ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ *

৩৮৪৮. কুতায়বা (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গযবের কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٤٩. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ فَذٰلِكَ لِلّٰهِ وَفِيْهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَذٰلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَفِّرُهُ مَايُكَفِّرُ الْيَمِيْنَ *

৩৮৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতে শুনেছি ঃ মানত দুই প্রকার। যেই মানত আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য করা হয়, তা আল্লাহ্‌র জন্য। আর তা পূর্ণ করতে হবে। আর আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে যে মানত করা হয়, তা শয়তানের জন্য, আর তা পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। আর মানতের কাফ্‌ফারা তা-ই দেয়া হয়, যা কসমের কাফ্‌ফারা দেয়া হয়ে থাকে।

٣٨٥٠. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَايَشْهَدُ الصَّلٰوةَ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا نَذْرَ فِىْ غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *

৩৮৫০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি মানত করলো যে, সে তার কাওমের মসজিদে নামায পড়তে উপস্থিত হবে না। ইমরান (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে মানত করা বৈধ নয়। আর এর কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারা।

٣٨٥١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَلَا غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ *

৩৮৫১. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গুনাহের কাজে এবং আল্লাহ্‌র গযবের কাজে কোন মানত নেই। আর কসমের কাফ্‌ফারাই এর কাফ্‌ফারা।

٣٨٥٢. أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ خَالَفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ *

৩৮৫২. হিলাল ইব্‌ন আলা (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পাপের কাজে মানত নেই। আর এর কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারা।

٣٨٥٣. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ *

৩৮৫৩. ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ যার মালিক নয় তাতে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় মানত করা বৈধ নয়।

٣٨٥٤. أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ *

৩৮৫৪. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় এবং মানুষ যার মালিক নয় তাতে মানত করা বৈধ নয়।

٣٨٥٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ *

৩৮৫৫. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র নাফরমানীতে কোন মানত নেই। আর মানুষ যার মালিক নয় তাতেও কোন মানত নেই।

ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه

মানত করার পর তা আদায় করতে অক্ষম হলে

٣٨٥٦. أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا حماد بن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس قال رأى النبي ﷺ رجلا يهادى بين رجلين فقال ما هذا قالوا نذر أن يمشي إلى بيت الله قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مره فليركب *

৩৮৫৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার কী হয়েছে? লোকেরা বললো ঃ সে মানত করেছে যে, সে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ গমন করবে। তিনি বললেন ঃ তার প্রাণকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। তাকে বল ঃ সে যেন সওয়ার হয়ে গমন করে।

٣٨٥٧. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر رسول الله ﷺ بشيخ يهادى بين اثنين فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مره فليركب فأمره أن يركب *

৩৮৫৭. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই ব্যক্তির কী হয়েছে? লোকেরা বললো ঃ সে এভাবে চলার মানত করেছে। তিনি বললেন ঃ তার প্রাণকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার আল্লাহ্ তা'আলার কোন দরকার নেই। তাকে সওয়ার হয়ে যেতে বল। এরপর তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যেতে বললেন।

٣٨٥٨. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ على رجل يهادى بين ابنيه فقال ما شأن هذا فقيل نذر أن يمشي إلى الكعبة فقال إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئا فأمره أن يركب *

৩৮৫৮. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্

ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, সে তার দুই ছেলের উপর ভর করে চলছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার কী হয়েছে? বলা হলো ঃ সে মানত করেছে যে, এভাবে হেঁটে কা'বায় উপস্থিত হবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে কষ্ট সহ্য করায় কোন মর্যাদা দেন না। পরে তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

اَلْاِسْتِثْنَاءُ

ইন্‌শাআল্লাহ্ বলা

٣٨٥٩. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى *

৩৮৫৯. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম খাওয়ার পর ইন্‌শাআল্লাহ্ বললো, সে যেন তা বাদ দিল।

٣٨٦٠. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ *

৩৮৬০. আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আজীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ সুলায়মান (আ) বললেন ঃ আজ রাতে আমি আমার নব্বইজন স্ত্রীর নিকট গমন করবো, তাদের প্রত্যেকে এক একজন এমন সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তাকে বলা হলো ঃ ইন্‌শাআল্লাহ্ বলুন, তিনি বলেন নি। ফলে তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট গমন করলেন কিন্তু একজন ব্যতীত কেউই সন্তান প্রসব করলো না। ঐ একজনও অর্ধ অঙ্গ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তিনি ইন্‌শাআল্লাহ্ বলতেন, তবে কসম ভঙ্গ হতো না এবং তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার কারণ হতো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَزَارِعَةِ

অধ্যায় ঃ কৃষিতে বর্গা ও চুক্তির শর্ত

اَلثَّالِثُ مِنَ الشُّرُوْطِ فِيْهِ الْمَزَارِعَةُ وَالْوَثَائِقُ

কৃষিতে বর্গা ও চুক্তি ইত্যাদি

٣٨٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اِذَا اسْتَأْجَرْتَ اَجِيْرًا فَاَعْلِمْهُ اَجْرَهُ *

৩৮৬১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন তুমি কোন শ্রমিকের দ্বারা পরিশ্রম করাতে ইচ্ছা কর, তখন তার পারিশ্রমিক ঠিক করে নিও।

٣٨٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَسْتَاْجِرَ الرَّجُلَ حَتّٰى يُعْلِمَهُ اَجْرَهُ *

৩৮৬২. মুহাম্মদ (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ না করে, তাকে মজুর হিসেবে নিয়োগ করাকে অপছন্দ করতেন।

٣٨٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا عَلٰى طَعَامِهِ قَالَ لَا حَتّٰى تُعْلِمَهُ *

৩৮৬৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - হাম্মাদ ইবন আবূ সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তাঁর

নিকট কেউ জিজ্ঞেস করলো, যদি কেউ এই শর্তে শ্রমিক রাখে যে, সে শুধু আহার করবে, এর সমাধান কি ? তিনি বললেন ঃ তার মজুরীর পরিমাণ তাকে না জানিয়ে এরূপ করবে না।

٣٨٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ أَسْتَكْرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَكَذَا ٭

৩৮৬৪. মুহাম্মদ (র) - - - - হাম্মাদ এবং কাতাদা (র) ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, যাদের একজন অপরজনকে বললো, আমি তোমার জন্য মক্কা পর্যন্ত পথের ভাড়া এত ঠিক করলাম। যদি আমি একমাস কিংবা এর কম ও বেশি চলি, তা হলে তোমাকে আরও ভাড়া বেশি দিব– এত এত, অর্থাৎ সে ভাড়া এবং সময় নির্ধারিত করে নিল। তাঁরা বলেন ঃ এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এরূপ বলা যে, আমি তোমার জন্য এত টাকা ভাড়া নির্ধারণ করলাম। যদি আমি এক মাসের বেশি সফর করি, তাহলে তোমার ভাড়া কম দেবো। তাঁরা এরূপ বলাকে অপছন্দ করেছেন।

٣٨٦٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ لَابَأْسَ بِهِ وَيُجْزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّامًا أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ قَالَ إِنَّكَ لَاتُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى ٭

৩৮৬৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - ইবন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ যদি আমি এক শ্রমিককে এক বছর পর্যন্ত শুধু খোরাকীর বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করি এবং পরবর্তী বছর এত এত মজুরীর বিনিময়ে ? তিনি বললেন ঃ এতে কোন দোষ নেই। আর তোমার এই শর্ত করাই যথেষ্ট যে, আমি তাকে এতদিন পর্যন্ত মজুর হিসেবে রাখবো। যদি বছরের কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। অথবা এরূপ বলবে ঃ যতদিন চলে গেছে তার হিসাব বাদ।

ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ

ফসলের উপর তৃতীয়াংশে বা চতুর্থাংশে বর্গা দেয়া সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস এবং হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য

٣٨٦٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ

الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى قَوْمِهِ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ يَابَنِي حَارِثَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا مَاهِيَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِذًا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ لَا قَالَ وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ لَا وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِ قَالَ لَا ازْرَعْهَا أَوِ امْنَحْهَا أَخَاكَ خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ ‏.‏

৩৮৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর কাওম বনূ হারিসার নিকট এসে বললো ঃ হে বনূ হারিসা ! তোমাদের উপর এক বিপদ আপতিত হয়েছে। তারা বললো ঃ সেই বিপদ কী ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমরা শস্যদানার পরিবর্তে জমি বর্গা দেই তবে ? তিনি বললেন ঃ না। আমরা বললাম ঃ যদি আমরা আনজিরের বিনিময়ে জমি বর্গা দেই তবে ? তিনি বললেন ঃ না। আমরা আবার বললাম ঃ আমরা ঐ ফসলের বর্গার বিনিময়ে দিতাম, যা জমিতে উৎপন্ন হতো। তিনি বললেন ঃ তোমরা জমিতে ফসল কর এবং আপন ভাইদের দান কর।

٣٨٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَافِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ‏.‏

৩৮৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে হাকল অর্থাৎ $\frac{1}{3}$ অথবা $\frac{1}{4}$ অংশ শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া হতে নিষেধ করেছেন এবং গাছে ফল থাকাবস্থায় তা বিক্রয় করতে, যাকে মুযাবানা বলা হয়, নিষেধ করেছেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে।

٣٨٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ‏.‏

৩৮৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - উসায়দ ইব্ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভের কারণ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য উত্তম। তিনি তোমাদেরকে হাকল হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার জমি আছে, তার উচিত তা দান করে দেয়া, অথবা ছেড়ে দেয়া। আর তিনি মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা বলা হয়, কোন ব্যক্তির মাল অধিক সংখ্যক খেজুরের হয়, আর অন্য ব্যক্তি এসে তা এত অসক খেজুরের বিনিময়ে তা গ্রহণ করলো।

٣٨٦٩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ وَلَمْ أَفْهَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ وَنَهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ ‎٭

৩৮৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - উসায়দ ইব্ন যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বলতে লাগলেন, আমি কিছু বুঝতে পারি না। এরপর তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, আর তা তোমাদের জন্য উপকারী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য ঐ লাভ হতে উত্তম। তিনি তোমাদেরকে হাকল হতে নিষেধ করেছেন। আর 'হাকল' হলো, ক্ষেত বা বাগানকে তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে বর্গা দেয়া। রাবী বলেন ঃ যার নিকট এত জমি রয়েছে যে, তা তার প্রয়োজনের অধিক, তবে তা তার কোন মুসলমান ভাইকে দান করা উচিত অথবা ছেড়ে দেয়া উচিত। আর তিনি তোমাদেরকে মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। আর মুযাবানা হলো, কোন মালদারের নিকট অনেক খেজুর গাছ রয়েছে, সে অন্য ব্যক্তিকে বললো ঃ তুমি এই বাগান নিয়ে নাও এবং এ বছর আমাকে এত পরিমাণ খেজুর দিতে হবে।

٣٨٧٠. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ ‎٭

৩৮৭০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেন : তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা মেনে চলা আমাদের জন্য তা অপেক্ষা লাভজনক। তিনি বলেছেন : যার নিকট কৃষির জমি রয়েছে, সে নিজে তাতে চাষাবাদ করবে। আর যদি সে চাষাবাদ করতে না পারে, তবে মুসলমান ভাইকে দিয়ে দেবে, আর সে তাতে চাষাবাদ করবে।

٣٨٧١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَأَبَى طَاوُسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَنْ رَافِعٍ مُرْسَلًا *

৩৮৭১. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তাউস (র) তা অস্বীকার করে বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন : তাতে কোন ক্ষতি নেই।

٣٨٧٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ خَرْجِهَا تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ *

৩৮৭২. কুতায়বা (র) - - - - মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। আর তাঁর আদেশ আমাদের জন্য শিরোধার্য। তিনি আমাদেরকে জমির উৎপন্ন শস্যের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ এর উপর বর্গা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٧٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ قَالَ لِفُلَانٍ أَعْطَانِيهَا بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَوْ مَنَحَهَا أَخَاهُ فَأَتَى رَافِعٌ الْأَنْصَارَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنْفَعُ لَكُمْ *

৩৮৭৩. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারীর জমির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় জানতে পারলেন যে, এ ব্যক্তি একজন গরীব লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই জমি কার ? সে ব্যক্তি বললো ঃ এ জমি আমাকে অমুক ব্যক্তি বর্গার উপর দিয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ যদি সে তা তার কোন মুসলমান ভাইকে এমনিই দান করতো ; তবে তার জন্য উত্তম হতো। একথা শুনে রাফে' (রা) আনসারী ভাইয়ের নিকট এসে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, তা ছিল তোমাদের জন্য ছিল লাভজনক। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ পালন করা তোমাদের জন্য তার চাইতে অধিক লাভজনক।

٣٨٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ ‌•

৩৮৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "হাকল" হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

٣٨٧٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَوْ يَذَرْهَا ‌•

৩৮৭৫. আলী ইব্‌ন আলী (র)- - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করলেন, যা ছিল আমাদের জন্য লাভজনক। তিনি বললেন ঃ যার জমি আছে, তার তা চাষ করা উচিত ; না হয় তা কাউকে দান করা বা ছেড়ে দেয়া উচিত।

٣٨٧٦. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيثَ ‌•

৩৮৭৬. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ আমাদের জন্য অতি উত্তম। তিনি বললেন ঃ যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে, অথবা ছেড়ে দেয় বা দান করে।

٣٨٧٧. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَلاَ يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ فَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَافَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏

৩৮৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আমর ইব্ন দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাউস (রা) সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়াকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি তৃতীয়াংশ কিংবা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে তা বর্গা দেয়াকে দোষণীয় মনে করতেন না। মুজাহিদ (র) তাউসকে বললেন ঃ তুমি রাফে' ইবন খাদীজের ছেলের নিকট যাও এবং তার নিকট হতে ঐ হাদীস শ্রবণ কর। তাউস (র) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম ! যদি আমি জানতে পারতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে আমি সে কাজ করতাম না। আর আমি এই হাদীস আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে শ্রবণ করেছি। আর তিনি ছিলেন একজন বড় আলেম। তিনি বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কোন বিনিময় ব্যতীত জমি তোমার ভাইকে দিয়ে দাও। যেন সে তাতে ফসল জন্মাতে পারে। কেননা এই দান তোমার জন্য বিনিময়ে দেয়া হতে উত্তম।

٣٨٧٨. حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزَارِعْهَا إِيَّاهُ ‏.‏

৩৮৭৮. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে। আর যদি সে অপারগ হয়, তবে সে যেন তার মুসলমান ভাইকে দান করে এবং তার থেকে কিছু গ্রহণ না করে।

٣٨٧٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ ‏.‏

৩৮৭৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার জমি আছে, সে যেন তা চাষ করে। অথবা কোন মুসলমান ভাইকে দান করে কোন বিনিময় না নিয়ে।

٣٨٨٠. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِأُنَاسٍ فُضُولُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ *

৩৮৮০. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকের নিকট প্রয়োজনের অধিক জমি ছিল, তারা তা অর্ধেক, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের উপর বর্গা দিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যার নিকট জমি আছে, সে তা নিজে চাষ করবে, অথবা তা অন্যের দ্বারা চাষ করাবে, বা তা রেখে দেবে।

٣٨٨١. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ هُوَ الْفَاخُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا وَلَا يُؤَاجِرْهَا *

৩৮৮১. ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ যার নিকট জমি আছে, তার উচিত তা নিজে চাষাবাদ করা। অথবা অন্যের দ্বারা চাষ করানো এবং তা কেরায়া না দেয়া।

٣٨٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ *

৩৮৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র)- - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعِمَ إِلَّا الْعَرَايَا تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ *

৩৮৮৩. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বর্গা দিতে এবং মুযাবানা এবং মুহাকালা করতে নিষেধ করেছেন, তবে ঐ সকল ফল যা খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি এবং যে সকল খেজুর বৃক্ষ 'আরায়া'[1] দেয়া হয়েছে তা ব্যতীত।

১. 'আরায়া– ঐ সব খেজুর গাছকে বলা হয়, যার মালিক অন্যকে এ ফল খাওয়ার জন্য দিয়েছে।

٣٨٨٤ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ . وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا *

৩৮৮৪. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা এবং মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি সুনইয়া[১] করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু যদি জানা থাকে।

٣٨٨٥. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ عَطَاءٌ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا أَخَاهُ وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ *

৩৮৮৫. আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - হাম্মাম ইবন ইয়াহ্ইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (র) সুলায়মান ইবন মূসার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, তার উচিত তা নিজে চাষ করা, অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়া। কিন্তু সে যেন তার ভাইকে জমি কেরায়া না দেয়।

٣٨٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ خَالَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ *

৩৮৮৬. মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাকাল অর্থাৎ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٧. أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَقَالَ الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

১. সুনইয়া বলা হয়– চাষাবাদের ক্ষেত্রে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়া।

৩৮৮৭. ফিকা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা, মুখাবারা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ মুখাবারা হলো– পাকার পূর্বে ফল বিক্রি করা। আর মুযাবারা হলো– তাজা আঙ্গুরকে শুষ্ক আঙ্গুরের বিনিময়ে বিক্রি করা।

٣٨٨٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ *

৩৮৮৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٨٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ *

৩৮৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٠. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ *

৩৮৯০. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَا عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَرَّةً أُخْرٰى *

৩৮৯১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ اَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ وَاخْتُلِفَ عَلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيْهِ •

৩৮৯২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - উসমান ইব্‌ন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে কাসেমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَرْسَلَنِيْ عَمِّيْ وَغُلَامًا لَهُ اِلٰى سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرٰى بِهَا بَأْسًا حَتّٰى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِيْ حَارِثَةَ فَرَاٰى زَرْعًا فَقَالَ مَا اَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ فَقَالُوْا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ اَلَيْسَ اَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّهُ اَزْرَعَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوْا اِلَيْهِ نَفَقَتَهُ قَالَ فَاَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا اِلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِ •

৩৮৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ জা'ফর খতমী তাঁর নাম উমায়র ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমাকে আমার চাচা একটি গোলাম সঙ্গে দিয়ে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র)-এর নিকট মুযারাআ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালে তিনি বললেন : ইব্‌ন উমর (রা) এটাকে দোষণীয় মনে করতেন না। পরে তিনি তাঁর রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর হাদীস জানতে পারলেন না। তিনি তার সাথে সাক্ষাত করলে রাফে' (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হারিসা গোত্রে আগমন করলে তিনি একটি কৃষি জমি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : যুহায়র-এর ক্ষেত কত সুন্দর ! লোকসকল বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই জমি যুহায়র-এর নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : ইহা কি যুহায়র-এর জমি নয় ? তারা বললো : হ্যাঁ, তবে, সে তা অন্যকে চাষ করতে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা নিজের জমি নিয়ে নাও এবং তাতে যে খরচ হয়েছে, তা তাকে দিয়ে দাও। রাবী বলেন : আমরা জমি নিয়ে নিলাম, আর যা খরচ হয়েছিল, তা তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

٣٨٩٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ اَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرٰى

ارضا بذهب او فضة ميزه اسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الاول وجعل الاخير من قول سعيد *

৩৮৯৪. কুতায়বা (র) - - - - রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি কৃষি করতে পারে। প্রথমত যার জমি, সে তা চাষাবাদ করবে। ২য় ঐ ব্যক্তি যাকে জমি দান করা হয়েছে। ৩য় ঐ ব্যক্তি, যে জমি সোনা ও রূপার বিনিময়ে কেরায়া নিয়েছে। ইস্রাঈল এ বর্ণনাটি তারিক হতে শুনে পৃথক করেছেন। প্রথম কথা, একে মুরসাল বলেছেন ঃ শেষের কথা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ এটি সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাবের কথা, হাদীস নয়।

٣٨٩٥. اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة قال سعيد فذكره نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق *

৩৮৯৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা হতে নিষেধ করেছেন। সাঈদ (র)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٩٦. اخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لايصلح الزرع غير ثلاث ارض يملك رقبتها او منحة او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة وروى الزهري الكلام الاول عن سعيد فأرسله قال الحرث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن ابي وقاص *

৩৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) - - - - তারিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কৃষি করা ঠিক নয়। ১ম, ঐ ব্যক্তি যে মালিক হয়। ২য়, ঐ ব্যক্তি যাকে জমি দান করা হয়েছে এবং ৩য়, ঐ ব্যক্তি, যে টাকা-পয়সার বিনিময়ে তা ইজারা নিয়েছে।

٣٨٩٧. اخبرنا عبيد الله بن سعيد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا ابي

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُوْنَ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوْا فِىْ بَعْضِ ذٰلِكَ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكْرُوْا بِذٰلِكَ وَقَالَ اَكْرُوْا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُمُوْمَتِهِ ٭

৩৮৯৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে জমির মালিকেরা ইজারায় জমি চাষ করতে দিত ঐ শস্যের বিনিময়ে, যা নালার আশে পাশে জন্মাত। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কোন কোন জমির ব্যাপারে ঝগড়া আরম্ভ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জমি কেরায়ায় দিতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া দাও।

٣٨٩٨. اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَيُّوْبُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْاَرْضِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُكْرِيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُوْمَتِىْ فَقَالَ نَهَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا اَنْ نُحَاقِلَ بِالْاَرْضِ وَنُكْرِيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمّٰى وَاَمَرَ رَبَّ الْاَرْضِ اَنْ يَزْرَعَهَا اَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ اَيُّوْبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلٰى ٭

৩৮৯৮. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে আমরা তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতাম অথবা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে। আমার চাচাদের এক ব্যক্তি একদিন উপস্থিত হয়ে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন ; যাতে আমাদের লাভ ছিল, আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করা আমাদের জন্য আরও লাভজনক। তিনি আমাদেরকে হাকল করতে এবং তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্য অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি জমির মালিকদের আদেশ করেছেন ঃ সে যেন নিজে চাষ করে, অথবা অন্যকে চাষ করতে দেয়। আর তিনি ইজারা দিতে এবং অন্য কোন প্রকারকে অপছন্দ করেন।

٣٨٩٩. اَخْبَرَنِىْ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ اِنِّىْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ

قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ نُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ *

৩৮৯৯. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুহাকালা করতাম জমিতে এবং তৃতীয়াংশ অথবা চতুর্থাংশের বিনিময়ে কেরায়া দিতাম অথবা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে।

٣٩٠٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتُلِفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ *

৩৯০০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে হাকল করতাম। তখন আমাদের চাচাদের একজন এসে বললো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি লাভজনক কাজ হতে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলা আমাদের জন্য আরও অধিক লাভজনক। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : তা কোন্ বস্তু ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার অন্য ভাইকে চাষ করতে দেয়, কিন্তু সে যেন তা তৃতীয়াংশে বা চতুর্থাংশে বা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে কেরায়া না দেয়।

٣٩٠١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ *

৩৯০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে জমি উহার উৎপন্ন শস্যের তৃতীয়াংশ এবং চতুর্থাংশের বিনিময়ে কেরায়া দিত যা নালা ধারে উৎপন্ন হতো তার বিনিময়ে এবং জমির মালিক যা বাদ দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেন। আমি রাফে' (রা)-কে বললাম, টাকা-পয়সার বিনিময়ে কেরায়া দেয়া কিরূপ ? তিনি বললেন ঃ দীনার ও টাকা-পয়সার বিনিময়ে দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

٣٩٠٢ أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه ‎•

৩৯০২. মুগীরা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) ---- হানযালা ইব্‌ন কায়স আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইব্‌ন খাদীজকে (রা) স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে লোকেরা বড়-ছোট নহরের পাশে উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দিতেন। কোন সময়ে এটায় ফসল ফলতো, সেটায় ফসল ফলতো না। আবার কোন সময়ে সেটায় ফসল ফলতো, এটাতে ফলতো না। (এতে লোকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হত) তখন বর্গা বলতে এই ছিল। এ জন্য তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি নির্দিষ্ট কিছুর বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয় এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে, তবে এরূপ বর্গা প্রদানের কোন অসুবিধা নেই। মালিক ইব্‌ন আনাস (র) উক্ত হাদীসের সনদ বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু রিওয়ায়তের শব্দ বর্ণনায় তাঁর মতপার্থক্য রয়েছে।

٣٩٠٣ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه ‎•

৩৯০৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- হানযালা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইব্‌ন খাদীজকে (রা) জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও কি ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উৎপন্ন নির্দিষ্ট ফসলের বিনিময়ে বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বর্গা দেওয়াতে

কোন দোষ নেই। সুফিয়ান সাওরী (র) রবী'আ (র) হতেও এর রিওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

٣٩٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضُ الأَرْضِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ *

৩৯০৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র) - - - - হানযালা ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে' ইবন খাদীজকে (রা) স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে অনাবাদী ভূমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বৈধ। এতে কোন দোষ নেই। এটা জমির অধিকার। মালিক ইবন রবী'আর অনুরূপ ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'য়ীদ (র) হানযালা ইবন কায়স (র) হতে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٠٥. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَهُ رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ *

৩৯০৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভূমি বর্গা দিতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল না। লোকে নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে এবং নহর ও নালার উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দিতো।

٣٩٠٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ *

৩৯০৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - সালিম ইবন আব্দুল্লাহ (র) থেকে এবং উকায়ল ইবন খালিদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٠٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ *

৩৯০৭. আব্দুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়ছ (র) - - - - সালিম ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন। যখন তিনি শুনতে পেলেন, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন, তখন আব্দুল্লাহ্ (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ হে রাফে' ইবন খাদীজ! আপনি জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কী হাদীস বর্ণনা করেন ? তিনি আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে বললেন ঃ আমি আমার দুই চাচার নিকট শুনেছি, তারা উভয়ে ছিলেন বদরী, তাঁরা লোকদেরকে হাদীস শুনাতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বললেন ঃ আমার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে জমি কেরায়া দেয়া হতো। তখন আব্দুল্লাহ্ (রা) শংকিত হলেন যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি তা জানতে পারেন নি। তখন তিনি জমি কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

٣٩٠٨. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزْعُمُ شَهِدَا بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَّيْهِ *

৩৯০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) হতে এ মর্মে এ খবর পৌঁছেছে যে, তিনি তাঁর চাচাদের হতে বর্ণনা করেন, যাঁরা ছিলেন বদরী ; তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٠٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحَارِثِ *

৩৯০৯. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরা (র) - - - - শুআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যুহরী (র) বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) বলতেন : সোনা ও রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। আর রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (র) বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٩١٠. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو خُزَيْمَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذٰلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ قَالَ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ وَأَقْبَالُ الْجَدَاوِلِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ *

৩৯১০. হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন : তখন রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো : এর পরে লোক কিরূপে জমি কেরায়া দিত ? তিনি বললেন : লোক কিছু উৎপন্ন দ্রব্য নির্দিষ্ট করতো এবং শর্ত করে নিত যে, তা নালা বা নহরের কিনারায় উৎপন্ন হবে।

٣٩١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعُوا فَأَخْبَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هِيَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ *

৩৯১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর চাচাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে সংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কৃষি জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন : আমাদের পরিষ্কার জানা আছে যে, জমির মালিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় জমি কেরায়া দিত এই শর্তে যে, জমির মালিকের অংশ ঐ শস্য হবে, যা নহরের নিকটবর্তী অংশে উৎপন্ন হবে। আর সেই নহর হতে ঐ জমিতে পানি দেয়া হয় এবং কিছু ঘাসের পরিবর্তে কেরায়া দেয়া হতো, যে ঘাসের পরিমাণ আমার জানা নেই।

٣٩١٢. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ

عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ فَبَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَىْءٌ فَأَخَذَ بِيَدِى فَمَشَى إِلَى رَافِعٍ وَأَنَا مَعَهُ فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ ‐

৩৯১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) জমির কেরায়া গ্রহণ করতেন। এরপর তাঁর নিকট রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) হতে কিছু সংবাদ পৌছায়। এরপর তিনি আমার হাত ধরে রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর নিকট নিয়ে যান। রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) তাঁর চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর থেকে আব্দুল্লাহ্ (রা) জমির কেরায়া দেয়া পরিত্যাগ করেন।

٣٩١٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمُومَتَهُ ‐

৩৯১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কেরায়া গ্রহণ করতেন, এরপর যখন রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) তাঁর চাচা থেকে তাঁকে হাদীস শুনান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমির কেরায়া নিতে নিষেধ করেছেন ; তখন হতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

٣٩١٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ حَتَّى بَلَغَهُ فِى آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُخْبِرُ فِيهَا بِنَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَافَقَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَجُوَيْرِيَةُ ابْنُ أَسْمَاءَ ‐

৩৯১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর কৃষি জমি কেরায়া দিতেন। মুআবিয়া (রা)-এর খেলাফতের শেষ ভাগে তিনি সংবাদ পান যে, রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তিনি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া নিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা) কেরায়া উসুল করা ত্যাগ করেন। এরপর ইব্‌ন উমর

(রা)-এর নিকট কেউ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলতেন ঃ রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমির কেরায়া নিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩١٥. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ فَحُدِّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذٰلِكَ قَالَ نَافِعٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا *

৩৯১৫. আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল হাকাম (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) জমি কেরায়া নিতেন। তাঁকে বলা হলো ঃ রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্ন উমর (রা) বালাত নামক স্থানে তাঁর সাথে দেখা করতে যান, আর আমিও তখন তাঁর সাথে ছিলাম। ইব্ন উমর (রা) রাফে' (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া নিতে নিষেধ করেছেন। তখন হতে আব্দুল্লাহ্ (রা) কেরায়া নেয়া পরিত্যাগ করেন।

٣٩١٦. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ حَدِيثًا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ أَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِي أَخْبَرَهُ حَتّٰى أَتٰى رَافِعًا فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَ الْأَرْضِ *

৩৯১৬. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে সংবাদ দিল যে, রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দেয়ার ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। নাফে' বলেন ঃ আমি এবং সংবাদদাতা আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর সাথে রাফে' (রা)-এর নিকট যাই। তখন রাফে' (রা) তাঁকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। সেদিন হতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

٣٩١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ *

৩৯১৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' ইব্ন

খাদীজ (রা) আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-কে এ মর্মে হাদীস শোনান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩١٨. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعًا ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى رَافِعٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَىْءٍ *

৩৯১৮. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - - নাফে' (রা) বলেন : ইবন উমর (রা) জমি কেরায়া দিতেন জমির উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশের বিনিময়ে। এরপর তিনি জানতে পারেন যে, রাফে' ইবন খাদীজ (রা) জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। আমরা রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে জানার আগে কৃষি জমি কেরায়া দিতাম। এরপর তাঁর মনে কিছু আসলে তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন, আর আমি তাঁর সেই হাত রাফে' পর্যন্ত পৌঁছালাম। আব্দুল্লাহ্ (রা) রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। রাফে' (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা কোন কিছুর বিনিময়ে জমি কেরায়া দিও না।

٣٩١٩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ *

৩৯১৯. হুমায়দ ইবন মাস্'আদা (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ *

৩৯২০. আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমরা মুখাবারা করতাম এবং তাকে দোষণীয় মনে করতাম না। পরে রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُوْلُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْخِبْرِ فَيَقُوْلُ مَاكُنَّا نَرَى بِذٰلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا عَامَ الْأَوَّلِ ابْنُ خَدِيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخِبْرِ وَافَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏*

৩৯২১. আব্দুর রহমান ইবন খালিদ (র) - - - - ইবন জুরায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমর ইবন দীনার (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, যখন ইবন উমর (রা)-কে মুখাবারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হতো, তখন তিনি বলতেন ঃ আমাদের মতে মুখাবারা করায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু গত বছর রাফে' ইবন খাদীজ (রা) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি মুখাবারা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٢. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ الْأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ ‏*

৩৯২২. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমরা মুখাবারা করায় কোন ক্ষতি মনে করতাম না। গত বছর রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٣. قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ‏*

৩৯২৩. হারামি ইবন য়ূনুস (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) সূত্রে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٤. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْثَيْنِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ ‏*

৩৯২৪. মুহাম্মদ ইবন আমির (র) - - - - আমর ইবন দীনার (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মুখাবারা, মুহাকালা এবং মুযাবানা হতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِسْوَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَنَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ *

৩৯২৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) - - - - আমর ইব্‌ন দীনার (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর এবং জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি মুখাবারা হতে অর্থাৎ জমিতে উৎপাদিত শস্যের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে জমি কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٢٦. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَافِعٍ أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ *

৩৯২৬. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তাবারানী (র) - - - - আবূ নাজ্জাশী (র) সূত্রে রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে রাফে' ! তুমি তোমার জমি কেরায়া দিয়ে থাক ? রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে অথবা কয়েক অসক যবের বিনিময়ে দিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরূপ করো না। হয় নিজে কৃষি কর অথবা কাউকে ধার হিসেবে দান কর। যদি তা-ও না কর, তবে জমি এমনিই পড়ে থাকতে দাও।

٣٩٢٧. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ قَالَ أَتَانَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَقٌّ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالأَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لأَخِي رَافِعٍ *

৩৯২৭. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ নাজ্জাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুহায়র ইব্‌ন রাফে' (রা) এসে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমন এক কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য লাভজনক ছিল। আমি বললাম ঃ তা কি? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন, আর তাঁর আদেশ যথার্থ ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা ক্ষেতের ব্যাপারে কিরূপ কর? যুহায়র ইব্‌ন রাফে' (র) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আমরা ফসলের চতুর্থাংশের উপর দিয়ে থাকি। আর কোন সময় কয়েক ওসক খেজুর অথবা যবের বিনিময়ে দিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। বরং নিজে কৃষি কর অথবা অন্যকে চাষ করতে দাও অথবা জমি ফেলে রাখ।

٣٩٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ أَخَا رَافِعٍ قَالَ لِقَوْمِهِ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقًا وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ نَهَى عَنِ الْحَقْلِ *

৩৯২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাফে' (রা)-এর ভাই স্বীয় গোত্রকে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আজ এমন বস্তু হতে নিষেধ করলেন, যা বাহ্যত তোমাদের জন্য লাভজনক ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণ তোমাদের জন্য সকল বস্তু হতে লাভজনক। তিনি যে বস্তু হতে নিষেধ করেন, তা-ই হাকল।

٣٩٢٩. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حَفْصِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ مُنِعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ *

৩৯২৯. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি উসায়দ ইব্‌ন রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন, তাদেরকে মুহাকালা হতে নিষেধ করা হয়েছে। মুহাকালার অর্থ হলো উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশের বিনিময়ে জমি চাষ করতে দেওয়া।

٣٩٣٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حَجْرِ جَدِّي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَبَلَغْتُ رَجُلًا وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ دَعْ ذَاكَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ *

৩৯৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - ঈসা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার দাদা রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর কাছে ইয়াতীম হিসেবে ছিলাম ; পরে আমি বালেগ হয়ে তাঁর সাথে হজ্জ করতে গেলাম। এরপর আমার ভাই ইমরান ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন রাফে' এসে বলতে লাগলো ঃ পিতা ! আমরা আমাদের অমুক জমি দুইশত দিরহামের বিনিময়ে কেরায়া দিয়েছি। তখন তিনি বললেন ঃ হে পুত্র ! এটা ত্যাগ কর। আল্লাহ্ তা'আলা অন্য পথে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন ; কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٩٣١. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللّٰهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ كَانَ هٰذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ *

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلْمُزَارِعِ رُبْعُ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا : هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ إِنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ الَّتِي بِمَوْضِعِ كَذَا فِي مَدِينَةِ كَذَا مُزَارَعَةً وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُعْرَفُ بِكَذَا وَتَجْمَعُهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ يُحِيطُ بِهَا كُلِّهَا وَأَحَدُ تِلْكَ الْحُدُودِ بِأَسْرِهِ لَزِيقُ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هٰذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهَا الْمُحِيطَةِ بِهَا وَجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَشِرْبِهَا وَأَنْهَارِهَا وَسَوَاقِيهَا أَرْضًا بَيْضَاءَ فَارِغَةً لَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَلَا زَرْعٍ سَنَةً تَامَّةً أَوَّلُهَا مُسْتَهَلُّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَآخِرُهَا انْسِلَاخُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ أَزْرَعَ جَمِيعَ هٰذِهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفِ مَوْضِعُهَا فِيهِ هٰذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّتَةَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا كُلَّ مَا أَرَدْتُ وَبَدَا لِي أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَمَاسِمٍ وَأُرْزٍ وَأَقْطَانٍ وَرِطَابٍ وَبَاقِلَّا وَحِمَّصٍ وَلُوبِيَا وَعَدَسٍ وَمَقَاثِي وَمَبَاطِيخَ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ وَفُجْلٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَبُقُولٍ وَرَيَاحِينَ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْغَلَّاتِ شِتَاءً وَصَيْفًا بِبُزُورِكَ وَبَذْرِكَ وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِي عَلَى أَنْ أَتَوَلَّى ذٰلِكَ بِيَدِي

وبمن اردت من اعواني واجرائي وبقري وادواتي والى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب ارضه وتنقية حشيشها وسقي مايحتاج الى سقيه مما زرع وتسميد مايحتاج الى تسميده وحفر سواقيه وانهاره واجتناء مايجتنى منه والقيام بحصاد مايحصد منه وجمعه دياسة مايداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني واعمل فيه كله بيدي واعواني دونك على ان لك من جميع مايخرج الله عزوجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من اولها الى اخرها فلك ثلاثة ارباعه بحظ ارضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي واعواني ودفعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لاملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة الا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه فاذا انقضت فذلك كله مردود اليك والى يدك ولك ان تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من طارت له فيها يد بسببي اقره فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين ‍*

৩৯৩১. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)-কে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই হাদীস তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞাত। তা এই যে, দুই ব্যক্তির পরস্পর ঝগড়াকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের জমি কেরায়া দিও না। ঐ ব্যক্তি শুধু "কৃষি ভূমি কেরায়া দিও না" এই কথাই শুনিয়েছে।

আবূ আব্দুর রহমান ইমাম নাসাঈ (র) বলেন ঃ কৃষি জমি লেনদেনের ব্যাপারে এরূপ শর্ত করা উচিত যে, বীজ এবং খরচ জমির মালিকের থাকবে, আর যে চাষ করবে সে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ পাবে। এটি একটি চিঠি, যা অমুক ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুকের নাতি লিখেছেন। তিনি তা স্বজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায় লিখেছেন। তিনি তা এমন অবস্থায় লিখেছেন, যে অবস্থায় তার সকল কারবার লেনদেন করা বৈধ ছিল। এ চিঠিতে রয়েছে, তুমি অর্থাৎ জমির মালিক, তোমার সমস্ত ভূমি যা অমুক পরগণার অমুক স্থানে অবস্থিত, তা আমাকে কৃষি করার জন্য দিয়েছে। এই জমির নাম চিহ্ন এবং চতুর্সীমা, যার একদিক ঐ জমির সাথে এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ সীমা এভাবে অমুক স্থানের সাথে মিলিত। তুমি এই পূর্ণ

জমি, যার চতুর্সীমা বর্ণনা করা হলো এবং যা এই জমিকে ঘিরে রেখেছে, এর সমস্ত হক, পানির অংশ নালা এবং নহর, আমাকে দিয়েছ। এই জমি এখন খালি, পরিষ্কার, এতে গাছ এবং শস্য নেই পূর্ণ এক বছরের জন্য যা অমুক মাস হতে আরম্ভ হতে অমুক মাসের চাঁদ দেখার সাথে সাথে অমুক বছরের শেষ দিন হতে– পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই শর্তে যে, আমি উপরোক্ত জমি, আর সীমানা বর্ণনা করা হলো। তাতে যখনই ইচ্ছা করবো এবং যা ইচ্ছা করবো লাগাতে পারবো। যেমন গম ও যব অথবা ধান-তুলা, তরিতরকারীর বাগান বা বুট, মসুর, খীরাই, তরমুজ, গাজর, শালগম, মুলা, পিঁয়াজ, রসুন, শাক, সুগন্ধযুক্ত গাছ বা চারা ইত্যাদি। যে ফসলই হোক, তা শীতকালে হোক অথবা গ্রীষ্মকালে বপন করতে পারবো। কিন্তু বীজ তোমাকে দিতে হবে। এর তরকারী অথবা শস্য সমস্তই তোমার যিম্মায় : আমার কাজ শুধু নিজের হাতে কাজ করা। অথবা যা দ্বারা আমি ইচ্ছা করবো অথবা শ্রমিক দ্বারা, বন্ধু-বান্ধব, গরু-লাঙ্গল ইত্যাদি দ্বারা আমার পক্ষ হতে হবে, আমি চাষ করবো, আবাদ করবো। জমিকে ঠিক করবো, হাল চালাব, আগাছা পরিষ্কার করবো, যেখানে পানি দেয়া আবশ্যক হয় তাতে পানি দেব ; যেখানে সারের প্রয়োজন তথায় সার দিব, দরকার হলে নহর নালা খনন করবো, ফল সংগ্রহ করবো। যে ফল কাটার মত হয়, তা কাটবো, উড়িয়ে পরিষ্কার করবো, কিন্তু যা খরচ হবে, তা তোমাকে বহন করতে হবে। হ্যাঁ, কাজ, শ্রম আমার পক্ষ হতে এবং আমার ব্যক্তিদের পক্ষ হতে, তোমার পক্ষ হতে নয়, এই শর্তে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজের পর ঐ মুদ্দতের মধ্যে দান করবেন, তা হতে চার ভাগের তিন ভাগ জমি, পানি, বীজ এবং খরচের বিনিময়ে তোমার থাকবে। অবশিষ্ট চার ভাগের এক ভাগ চাষ, কাজ, মেহনত এর বদলে আমার থাকবে। এই জমি যার সীমা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তুমি তা সকল মুনাফার সাথে আমাকে দিলে, আর আমি তাতে অমুক দিন, অমুক মাস এবং অমুক বছর হতে গ্রহণ করলাম। এখন এই জমি আমার অধিকারে আসলো। তবুও তাতে আমার কোন মালিকানা স্বত্ব নেই, আর এতে আমার কোন দাবীও নেই। শুধু কৃষি করার জন্য তুমি আমাকে দিলে, যা এই কাগজে উল্লেখ রয়েছে : আর আমি অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিন হতে কর্তৃত্ব গ্রহণ করলাম। এ সময় শেষ হলে, আমি এ জমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব। আর তোমার ইখতিয়ার থাকবে আমাকে এ জমি থেকে বের করে দেয়ার এবং আমার থেকে তা নেয়ার।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ الأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمُزَارِعَةِ

কৃষি করার বিভিন্ন লেখার বিবরণ

٣٩٢٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُوْلُ الاَرْضُ عِنْدِيْ مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الاَرْضِ وَمَالَمْ يَصْلَحْ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلَحْ فِي الاَرْضِ قَالَ وَكَانَ لاَيَرَى بَاْسًا اَنْ يَدْفَعَ اَرْضَهُ اِلَى الاَكَّارِ عَلَى اَنْ يَعْمَلَ فِيْهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَاَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلاَ يُنْفِقُ شَيْئًا وَتَكُوْنَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الاَرْضِ *

৩৯৩২. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - ইব্‌ন আওন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ (রা) বলতেন ঃ আমার নিকট জমির অবস্থা এরূপ, যেমন শরীক ব্যবসার মাল, যা শরীক ব্যবসার মালে বৈধ, তা জমিতে বৈধ। যা মুযারাবা মালে অবৈধ, তা জমিতেও অবৈধ। তিনি বলতেন ঃ আমার নিকট এতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি তাঁর সমস্ত জমিই কৃষকের হাওলা করেন, এই শর্তে যে, সে নিজে এবং তার সন্তানগণ এবং অন্যান্য লোক শ্রম করবে গরুও তার, কিন্তু খরচ তার যিম্মায় থাকবে না। সমস্ত খরচ জমির মালিকের দিতে হবে।

٣٩٢٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا *

৩৯৩৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের ইয়াহূদীদেরকে সেখানকার খেজুর গাছ দান করলেন এবং জমিও দান করলেন ; যেন তারা নিজ খরচে সেখানে চাষাবাদ করে। যা সেখানে উৎপন্ন হবে, তাতে আমাদেরও অর্ধাংশ থাকবে।

٣٩٢٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا *

৩৯৩৪. আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বরের ইয়াহূদীদেরকে সেখানকার খেজুর গাছ এবং জমি দান করেন এ শর্তে যে, তারা সেখানে নিজেদের খরচে পরিশ্রম করে যা উৎপন্ন করবে, তার অর্ধেক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিতে হবে।

٣٩٢٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرٰى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ *

৩৯৩৫. আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) - - - - নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমরা জমি কেরায়া দিতাম এই শর্তে যে, তাতে যা উৎপন্ন হবে এবং কিছু ঘাস যার পরিমাণ আমার জানা নেই, মালিক পাবে।

٣٩٣٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّاىَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَبِي شَرِيكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ *

৩৯৩৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার দুই চাচা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশে ও এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে চাষ করতেন। আমি তাদের উভয়ের সাথে শরীক ছিলাম, আর আলকামা এবং আসওয়াদ (রা)-ও একথা জানতেন, তবুও তাঁরা কিছু বলতেন না।

٣٩٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ *

৩৯৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তোমরা যে স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে জমি কেরায়া নাও, তা বড় উত্তম কাজ।

٣٩٣٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا كَانَ لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ *

৩৯৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইবরাহীম এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা জমি কেরায়া দেওয়াকে মন্দ মনে করতেন না।

٣٩٣٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلاَّ بِقَضَاءَيْنِ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ *

৩৯৩৯. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুফার কাযী শুরায়হ্ জমি কেরায়া দেওয়ার ব্যাপারে দুই ধরনের আদেশ করতেন। কখনও তিনি গ্রহণকারীকে বলতেন ঃ তুমি ঐ মুসীবতের কারণে সাক্ষী রাখ, যাতে তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। আর কোন সময় তিনি মালিককে বলতেন ঃ তুমি এই কথার সাক্ষী দান কর যে, মুযাবের খেয়ানত করেছে, অথবা তুমি তার থেকে আল্লাহ্‌র শপথ নাও যে, সে তোমার খেয়ানত করেনি।

٣٩٤٠. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لاَ

بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا كَتَبَ هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَضَحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضًا عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَنْ أَصْرِفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ التِّجَارَاتِ وَأُخْرِجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ أَمْ بِعَرْضٍ عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي وَأُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ رَأَيْتُ وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ وَلِيَ فِيهِ النِّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِي فِيهِ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيعَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَقَبَضْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْعَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ الْوَضَحِ الْجِيَادِ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ وَقَدْ نَهَيْتَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ *

৩৯৪০. আলী ইবন হুজ্‌র (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খালি জমি সোনা-রূপার বিনিময়ে কেরায়া দেয়াতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি কাউকে মুযারাবা হিসেবে কিছু দেবে, তখন তার উচিত হবে কিছু লিখে রাখা এবং তা এভাবে লিখবে ঃ ইহা ঐ লিখিত স্বীকারোক্তি যা অমুকের পুত্র অমুক স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে লিখে দিল এবং অমুকের পুত্র অমুককে দিল– যখন অমুক সালের অমুক মাস আরম্ভ হবে, এমন টাকার পরিবর্তে যা খাঁটি। প্রত্যেক দশ হাজার দিরহাম রূপা, সাত মিসকাল সোনার সম পরিমাণ হয়ে থাকে। এই শর্তে যে, আমি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করবো এবং আমানত আদায় করবো। আর এই শর্তে যে, এই দিরহাম দ্বারা যা ইচ্ছা তা ক্রয় করবো, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করবো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা উঠিয়ে নেব, খরিদকৃত মাল হতে যা ইচ্ছা তা নগদ বা বাকী বিক্রি করবো, আর নিজের ইচ্ছায় টাকা বা অন্য মাল নেব। আর যাকে ইচ্ছা আমি উকিল নির্বাচন করবো। তুমি যেমন দিয়েছ, যা লিখিত আছে, তাতে আল্লাহ্ যে মুনাফা দেবেন, তা আমাদের উভয়ের মধ্যে আধাআধি হারে বন্টিত হবে। তুমি তোমার মালের বিনিময়ে এবং আমি আমার মেহনত ও শ্রমের বিনিময়ে আধাআধি পাব। আর

যদি ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, তবে তা তোমার মালের ক্ষতি হবে। এই শর্তে আমি এই দশ হাজার দিরহাম তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। অমুক সালের অমুক তারিখ হতে এই মাল করয (মুযারাবাত) হিসেবে আমার আয়ত্বে আসলো। অমুক অমুক ব্যক্তি এ কথার অঙ্গীকার করলো। যদি সম্পদের মালিক এই ইচ্ছা করে যে, সে ব্যক্তি বাকীতে মাল খরিদ করবে না, তবে এভাবে লিখবে যে, তুমি আমাকে বাকীতে খরিদ করতে নিষেধ করলে।

شِرْكَةُ عِنَانٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ

তিন ব্যক্তির মধ্যে শরীকী কারবারের চুক্তি কিরূপে লিখবে ?

هذا ما اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي صِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ أَمْرِهِمْ اشْتَرَكُوا شَرِكَةَ عِنَانٍ لَاشَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَهُمْ فِي ثَلَاثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ خَلَطُوْهَا جَمِيْعًا فَصَارَتْ هٰذِهِ الثَّلَاثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي أَيْدِيْهِمْ مَخْلُوْطَةً بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيْهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيَشْتَرُوْنَ جَمِيْعًا بِذٰلِكَ وَبِمَا رَأَوْا مِنْهُ اشْتِرَاءَهُ بِالنَّقْدِ وَيَشْتَرُوْنَ بِالنَّسِيْئَةِ عَلَيْهِ مَا رَأَوْا أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيحِدَتِهِ دُوْنَ صَاحِبِهِ بِذٰلِكَ وَبِمَا رَأَى مِنْهُ مَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ مِنْهُ بِالنَّقْدِ وَبِمَا رَأَى اشْتِرَاءَهُ عَلَيْهِ بِالنَّسِيْئَةِ يَعْمَلُوْنَ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمِعِيْنَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا بِهِ دُوْنَ صَاحِبِهِ بِمَا رَأَى جَائِزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذٰلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ فِيْمَا اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ وَفِيْمَا انْفَرَدُوْا بِهِ مِنْ ذٰلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُوْنَ الْآخَرِيْنَ فَمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذٰلِكَ مِنْ قَلِيْلٍ وَمِنْ كَثِيْرٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا وَمَا رَزَقَ اللّٰهُ فِي ذٰلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ عَلَى رَأْسِ مَالِهِمُ الْمُسَمّٰى مَبْلَغُهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَمَا كَانَ فِي ذٰلِكَ مِنْ وَضِيْعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثًا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِمْ وَقَدْ كُتِبَ هٰذَا الْكِتَابُ ثَلَاثَ نُسَخٍ مُتَسَاوِيَاتٍ بِأَلْفَاظٍ وَاحِدَةٍ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَاحِدَةٌ وَنُسْخَةٌ لَهُ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ●

এটি ঐ চুক্তিনামা, যাতে অমুক অমুকের শরীকী কারবারের বিবরণ রয়েছে। যা তারা স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ত্রিশ হাজার খাটি দিরহামের শরীকী কারবারের ব্যাপারে লিখেছে। প্রত্যেক দশ হাজার দিরহাম সাত মিসকাল ওজনের, প্রত্যেকের দশ হাজার করে মোট ত্রিশ হাজার হয়েছে। এখন প্রত্যেকের হাতে ঐ দিরহামের তৃতীয়াংশ রয়েছে। এরা প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করে, প্রত্যেকে অন্যের আমানত আদায় করার জন্য পরিশ্রম করবে এবং মিলে মিশে মাল ক্রয় করবে এবং যে মালের ব্যবসা করার ইচ্ছা করবে, সেই মাল নগদ বা বাকীতে ক্রয় করতে পারবে। আর যদি পৃথক পৃথকভাবে অথবা একত্রে ক্রয় করে, তবুও তা সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। পরে আল্লাহ্ যা লাভ দেবেন, তাতে আসল মালের ন্যায় সমান অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন হবে। আর যদি ক্ষতি হয়, তবে তা-ও মূলধনের ন্যায় সবার উপর বর্তাবে। এই চুক্তি পত্রের তিন কপি একই রকম লিখে, একই শব্দের সাথে লিখে প্রত্যেক অংশীদারকে দলীল স্বরূপ দেয়া হবে এবং এতে প্রত্যেকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيْزُهَا

চার ব্যক্তির মধ্যে শরীকী কারবার

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ هٰذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي رَأْسِ مَالٍ جَمَعُوْهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَنَقْدٍ وَاحِدٍ وَخَلَطُوْهُ وَصَارَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ مُمْتَزِجًا لَايُعْرَفُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْ ذٰلِكَ وَحِصَّتُهُ سَوَاءٌ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْا فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَفِي قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ سَوَاءً مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُتَاجَرَاتِ نَقْدًا وَنَسِيْئَةً بَيْعًا وَشِرَاءً فِي جَمِيْعِ الْمُعَامَلَاتِ وَفِي كُلِّ مَايَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعِيْنَ بِمَا رَأَوْا وَيَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ بِكُلِّ مَا رَأَى وَكُلِّ مَابَدَا لَهُ جَائِزٌ أَمْرُهُ فِيْ ذٰلِكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَلَى أَنَّهُ كُلُّ مَالَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هٰذِهِ الشَّرِكَةِ الْمَوْصُوْفَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَيْنٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ وَعَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ فِيْ هٰذِهِ الشَّرِكَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ وَمَا رَزَقَ اللّٰهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيْهَا عَلَى حِدَتِهِ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيْعًا بِالسَّوِيَّةِ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ نَقِيْصَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَقَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ مَعَهُ وَكِيْلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ وَالْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ

وَقَبْضِهِ وَفِى خُصُوْمَةِ كُلِّ مَنِ اعْتَرَضَهُ بِخُصُوْمَةٍ وَكُلِّ مَنْ يُطَالِبُهُ بِحَقٍّ وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ فِى شَرِكَتِهِ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ وَفِى قَضَاءِ دُيُوْنِهِ وَانْفَاذِ وَصَايَاهُ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ الَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ •

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থ : হে ঈমানদারগণ। তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। ইহা ঐ চুক্তিনামা, যার মাধ্যমে অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি অংশীদার হবে ঐ মালে যা তারা জমা করেছে। একই শ্রেণীর মুদ্রায় রূপান্তরিত করার পর, তারা তা মিলিয়ে ফেলে এবং তা তাদের নিকট থাকে। ফলে, এখন তা পৃথকভাবে চেনা যায় না; এতে সকলের অংশ সমান তারা একত্রে পরিশ্রম করবে ঐ টাকা দ্বারা; এ ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে, তা অল্প হোক, বা অধিক প্রত্যেকে শরীক থাকবে। তা নগদ হোক বা বাকী সকলে মিলে ক্রয়-বিক্রয় করবে। আর এই অংশীদারীত্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক শরীকের হক বা দেনা প্রত্যেকের উপর বর্তাবে, যাদের নাম ঐ চুক্তিপত্র উল্লেখ রয়েছে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে অথবা একজনকে লাভ দেন, তবে তা সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর ক্ষতিও সকলের উপর বর্তাবে; আর ঐ বর্ণিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই, একে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করলো। প্রত্যেকের পাওনা আদায় করা, কর্য আদায় করা বা মামলা ও আদায়ের উত্তর দেয়ার জন্য এবং প্রত্যেকে অন্যকে নিজের মৃত্যুর পর কর্য আদায়, ওসীয়ত পূর্ণ করা ইত্যাদির ব্যাপারে স্বীয় উকিল নিযুক্ত করলো। প্রত্যেকেই অন্যের কাজ স্বীকার করলো, অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি এ সকল কথার অঙ্গীকার করলো।

بَابُ شَرِكَةِ الأَبْدَانِ

অনুচ্ছেদ : শারীরিকভাবে শরীক হওয়া

٣٩٤١ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَىْءٍ •

৩৯৪১. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি, আম্মার এবং সা'দ এর এ কথায় শরীক হলাম যে, আমরা যা পাব তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেব। সা'দ (রা) দু'জন কয়েদী পেলেন, আর আমি এবং আম্মার কিছুই পেলাম না।

٣٩٤٢ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِى عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا قَالَ جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ يَقْضِى أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ •

৩৯৪২. আলী ইবন হুজ্‌র (র) - - - - যুহরী (র) বলেন ঃ যখন দুই গোলাম শিরকতে মুফাওয়া[১] করে, পরে একজন মুকাতাব হয়ে যায়। তিনি বলেন ঃ ইহা বৈধ হবে যখন একজন অন্যজনের পক্ষ হতে আদায় করে দেয়।

تَفَرُّقُ الشُّرَكَاءِ عَنْ شَرِيْكِهِمْ

অংশীদারদের একজনের অংশ ত্যাগ করা

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بَيْنَهُمْ وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ بِجَمِيْعِ مَافِيْهِ فِيْ صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ أَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَنَا مُعَامَلاَتٌ وَمُتَاجِرَاتٌ وَأَشْرِيَةٌ وَبُيُوْعٌ وَخُلْطَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيْ أَمْوَالٍ وَفِيْ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُعَامَلاَتِ وَقُرُوْضٌ وَمُصَارَفَاتٌ وَوَدَائِعُ وَأَمَانَاتٌ وَسَفَاتِجُ وَمُضَارَبَاتٌ وَعَوَارِيٌّ وَدُيُوْنٌ وَمُؤَاجِرَاتٌ وَمُزَارَعَاتٌ وَمُؤَاكَرَاتٌ وَإِنَّا تَنَاقَضْنَا عَلَى التَّرَاضِيْ مِنَّا جَمِيْعًا بِمَا فَعَلْنَا جَمِيْعَ مَاكَانَ بَيْنَنَا مِنْ كُلِّ شَرِكَةٍ وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَنَا فِيْ نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَفَسَخْنَا ذٰلِكَ كُلَّهُ فِيْ جَمِيْعِ مَاجَرَى بَيْنَنَا فِيْ جَمِيْعِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَصْنَافِ وَبَيَّنَّا ذٰلِكَ كُلَّهُ نَوْعًا نَوْعًا وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَعَرَفْنَاهُ عَلَى حَقِّهِ وَصِدْقِهِ فَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا جَمِيْعَ حَقِّهِ مِنْ ذٰلِكَ أَجْمَعَ وَصَارَ فِيْ يَدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ وَلاَ قِبَلَ أَحَدٍ بِسَبَبِهِ وَلاَ بِاسْمِهِ حَقٌّ وَلاَ دَعْوَى وَلاَ طَلِبَةٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا قَدِ اسْتَوْفَى جَمِيْعَ حَقِّهِ وَجَمِيْعَ مَاكَانَ لَهُ مِنْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَصَارَ فِيْ يَدِهِ مُوَفَّرًا أَقَرَّ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ٭

এই চুক্তিনামা অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি লিখেছে, এরা সকলে অঙ্গীকার করলো, আপন অন্য সাথীদের জন্য যার নাম এই চুক্তি নামায় লেখা রয়েছে। স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় যে, আমরা সকলে যে ব্যবসা ক্রয়-বিক্রয় শরীকী লেনদেন, করয, আমানত, মুযারাবাত ধার, কৃষি এবং কেরায়া ইত্যাদি শরীকীভাবে আরম্ভ করেছি, এ সকল নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করলাম। আর যে শরীকী কারবারে এখন পর্যন্ত জড়িত আছি, তা পরিত্যাগ করলাম। মাল ও ব্যবসায়ের প্রত্যেক ব্যাপার ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা করলাম। আর এর সীমা ও পরিমাণ পৃথক পৃথক ঠিক করলাম। আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পূর্ণ অংশ নিজের আয়ত্বে নিলাম। এখন আমাদের কারো অন্যের উপর কোন দাবী নেই। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের প্রাপ্য বুঝে পেয়েছে। এখন অমুক, অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি এর অঙ্গীকার করলো।

---

১. শিরকাতে মুফাওয়া হলো– যাতে শরীকগণ সম্পদ-এর ব্যবহার এবং লেনার ব্যাপারে সমান।

تَفْرِيْقُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ مَزَاوَجَتِهِمَا

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হলে কিরূপে লিখবে ?

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ

هٰذَاكِتَابٌ كَتَبَتْهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِى صِحَّةٍ مِنْهَا وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ اِنِّى كُنْتُ زَوْجَةً لَكَ وَكُنْتَ دَخَلْتَ بِى فَاَفْضَيْتَ اِلَىَّ ثُمَّ اِنِّى كَرِهْتُ صُحْبَتَكَ وَاَحْبَبْتُ مُفَارَقَتَكَ عَنْ غَيْرِ اِضْرَارٍ مِنْكَ بِى وَلَا مَنْعٍ لِحَقٍّ وَاجِبٍ لِى عَلَيْكَ وَاَنِّى سَاَلْتُكَ عِنْدَ مَاخِفْنَا اَنْ لَانُقِيْمَ حُدُوْدَ اللّٰهِ اَنْ تَخْلَعَنِى فَتُبِيْنَنِى مِنْكَ بِتَطْلِيْقَةٍ بِجَمِيْعِ مَالِى عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقٍ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِيْنَارًا جِيَادًا مَثَاقِيْلَ وَبِكَذَا وَكَذَا دِيْنَارًا جِيَادًا مَثَاقِيْلَ اَعْطَيْتُكَهَا عَلٰى ذٰلِكَ سِوٰى مَافِى صَدَاقِى فَفَعَلْتَ الَّذِى سَاَلْتُكَ مِنْهُ فَطَلَّقْتَنِى تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً بِجَمِيْعِ مَاكَانَ بَقِىَ لِى عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِى الْمُسَمّٰى مَبْلَغُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ وَبِالدَّنَانِيْرِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ سِوٰى ذٰلِكَ فَقَبِلْتُ ذٰلِكَ مِنْكَ مُشَافَهَةً لَكَ عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ اِيَّاىَ بِهٖ وَمُجَاوَبَةً عَلٰى قَوْلِكَ مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا ذٰلِكَ رَدَفَعْتُ اِلَيْكَ جَمِيْعَ هٰذِهِ الدَّنَانِيْرِ الْمُسَمّٰى مَبْلَغُهَا فِى هٰذَا الْكِتَابِ الَّذِىْ خَالَعْتَنِىْ عَلَيْهَا وَافِيَةً سِوَاىَ مَافِى صَدَاقِى فَصِرْتُ بَائِنَةً مِنْكَ مَالِكَةً لِاَمْرِىْ بِهٰذَا الْخُلْعِ الْمَوْصُوْفِ اَمْرُهُ فِى هٰذَا الْكِتَابِ فَلَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَىَّ وَلَا مُطَالَبَةَ وَلَا رَجْعَةَ وَقَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيْعَ مَايَجِبُ لِمِثْلِى مَادُمْتُ فِى عِدَّةٍ مِنْكَ وَجَمِيْعَ مَا اَحْتَاجُ اِلَيْهِ بِتَمَامِ مَايَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِى مِثْلِ حَالِى عَلٰى زَوْجِهَا الَّذِى يَكُوْنُ فِي مِثْلِ حَالِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِوَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهٖ حَقٌّ وَلَا دَعْوٰى وَلَا طَلِبَةٌ فَكُلُّ مَاادَّعٰى وَاحِدٌ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهٖ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَعْوٰى وَمِنْ طَلِبَةٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ فَهُوَ فِى جَمِيْعِ دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ وَصَاحِبُهٗ مِنْ ذٰلِكَ اَجْمَعَ بَرِيْءٌ وَقَدْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا كُلَّ مَا اَقَرَّ لَهٗ بِهٖ صَاحِبُهٗ وَكُلَّ مَا اَبْرَأَهُ مِنْهُ مِمَّا وُصِفَ فِى هٰذَا الْكِتَابِ مُشَافَهَةً عِنْدَ مُخَاطَبَتِهٖ اِيَّاهُ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِى جَرٰى بَيْنَنَا فِيْهِ اَقَرَّتْ فُلَانَةُ وَفُلَانٌ ●

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ স্ত্রীদেরকে তোমরা যা দিয়েছ, তার থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় ; অবশ্য যদি তাদের উভয়ের এই ভয় হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না। আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না। তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চায় যে, তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। (২ ঃ ২২৯) লিখিত চুক্তিনামা। যা অমুকের কন্যা অমুক অমুকের পুত্র অমুক স্বস্থানে, স্বেচ্ছায় লিখে দিয়েছে যে, আমি তোমার স্ত্রী ছিলাম, তুমি আমার সাথে সহবাস করেছ এবং সঙ্গম করেছ। এখন তোমার সাথে আমার থাকা আমি পছন্দ করি না, বরং আমি তোমার থেকে পৃথক হওয়া কামনা করি। তুমি আমার কোন ক্ষতি করনি এবং তোমার উপর আমার যে হক ছিল তা হতে আমাকে বঞ্চিত করনি। আমি তোমাকে বলছি ঃ আমি আল্লাহ্র সীমালজ্ঘনের ভয় করছি, অতএব তুমি আমার সাথে খোলা' কর এবং আমাকে এক তালাক বায়েন দিয়ে দাও। আমার ঐ মহরের বিনিময়ে যা তোমার নিকট রয়েছে। আর তা এত দীনার অথবা মিসকাল হবে। আর তা ব্যতীত আমি তোমাকে যে এত দীনার দান করেছি। তুমি এই কথা স্বীকার করে ঐ মহরের বিনিময়ে যা উপরে লিখিত হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য দীনারের বিনিময়ে, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে; আর তুমি আমাকে বায়েন এক তালাক দিয়েছ, আর তোমার সামনে আমি তা গ্রহণ করলাম, যখন তুমি আমার সাথে কথা বলছো। আর আমি তোমার কথার উত্তর দিয়েছি আমার কথা শেষ হওয়ার পূর্বে। যে টাকার বিনিময়ে তুমি আমাকে খোলা' করলে, ঐ সকল টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন আমি তোমার থেকে পৃথক হলাম। আমি এখন নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারবো। ঐ খোলা'র কারণে, যা উপরে বর্ণিত হলো। এখন আমার উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না, আর কোন দাবীও না এবং তোমার পুনরায় আমাকে গ্রহণ করার ক্ষমতাও নেই। আর আমার মত স্ত্রীর যা পাওনা থাকে, আমি সবই তোমার থেকে পেয়েছি ; অর্থাৎ খোরপোষ এবং ইদ্দত ইত্যাদি। এখন হতে আমাদের মধ্যে কারো অন্যের উপর কোন হক নেই, দাবীও নেই। যদি কেউ কোন দাবী করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আমরা প্রত্যেকে অন্যকে খালাস করলাম এবং প্রত্যেকে তা গ্রহণ করলাম, যা চুক্তিপত্রে লেখা হয়েছে সামনা-সামনি প্রশ্ন উত্তর এর সময়, এই মজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বেই, যে মজলিসে আমাদের উভয়ের অঙ্গীকার হলো।

اَلْكِتَابَةُ

দাস-দাসীকে মুকাতাব বানানোর অঙ্গীকার

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ اَمْرٍ لِفَتَاهُ النُّوْبِيِّ الَّذِيْ يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِيْ مِلْكِهِ وَيَدِهِ اِنِّيْ كَاتَبْتُكَ عَلَى ثَلَاثَةِ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَضَحٍ جِيَادٍ وَزْنِ سَبْعَةٍ مُنَجَّمَةٍ عَلَيْكَ سِتُّ سِنِيْنَ مُتَوَالِيَاتٍ اَوَّلُهَا مُسْتَهَلُّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى اَنْ تَدْفَعَ اِلَيَّ هٰذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى مَبْلَغَهُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ فِيْ نُجُوْمِهَا فَاَنْتَ حُرٌّ بِهَا

لك ما للأحرار وعليك ما عليهم فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لاكتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان ●

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। (২৪ ঃ ৩৩) ইহা ঐ অঙ্গীকারনামা, যা অমুকের অমুকের পুত্র অমুক স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় একটি গোলামের বৈধ মালিকানায় থেকে গিয়েছে। যার নাম অমুক। যে আজ পর্যন্ত আমার মালিকানাধীন ছিল। আমি তোমাকে পূর্ণ তিন হাজার খাঁটি দিরহাম এর বিনিময়ে মুকাতাব করলাম, যার প্রতি দশ দিরহামের ওজন সাত মিসকালের সমান ; আর তা ছয় বছরে কিস্তিতে আদায় করা হবে। প্রথম কিস্তি অমুক বছরের অমুক মাস হতে চাঁদ দেখার সাথে সাথে দেয়া হবে। যদি উল্লেখিত টাকা বরাবর কিস্তিতে আদায় করার হয়, তবে তুমি মুক্ত। আর তখন তোমার জন্য ঐ সকল কথা বৈধ, যা একজন আযাদ ব্যক্তির জন্য বৈধ হয়ে থাকে। আর তোমার উপর তা বর্তাবে, যা তাদের উপর বর্তায়। যদি তুমি তা সময়মত আদায় করতে না পার, তবে এই চুক্তিনামা বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি পুনরায় দাস হিসেবে গণ্য হবে। আর আমি এই পত্রে ঐ সকল শর্তে তোমার কিতাবাত গ্রহণ করলাম, আমার কথা শেষ হওয়ার পূর্বে এবং মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বে। যে মজলিসে অমুক অমুকের পক্ষ হতে অঙ্গীকার করা হলো।

تدبير

মুদাব্বার বানানোর অঙ্গীকার

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتي لاسبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان ابن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه ●

এই অঙ্গীকার পত্র অমুকের পুত্র অমুক নিজের অমুক নামের দাস সম্পর্কে লিখছে, যে ঘষামাজা, রুটি বানাতো এবং রান্নার কাজ করতো। আর এখনো সে আমার স্বত্বাধীনে রয়েছে। আমি সওয়াবের নিয়তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে মুদাব্বার করলাম, এখন আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হবে। তোমার উপর কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, কিন্তু মীরাস আমার এবং আমার ওয়ারিসদের জন্য থাকবে। অমুকের পুত্র অমুক ইহা স্বীকার করেছে, যা এই পত্রে লিখিত রয়েছে। স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে বৈধ কর্তৃত্বাধীনে যখন ইহা সাক্ষীদের সামনে পাঠ করা হলো, যাদের নাম এই পত্রে লিখিত রয়েছে। তারা স্বীকার করলেন, আমি এই পত্র শুনলাম, বুঝলাম, আর আমি এর উপর আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখছি। আর আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। আর ঐ সকল সাক্ষী যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে। অমুক রান্নাকারী সুস্থ শরীরে স্বজ্ঞানে এই অঙ্গীকার করছে যে, যা এই চুক্তিনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। তা সবই সঠিক।

عِتْقٌ

মুক্ত করার অঙ্গীকার পত্র

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ وَذٰلِكَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا لِفَتَاهُ الرُّوْمِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ اِنِّي أَعْتَقْتُكَ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَابْتِغَاءَ لِجَزِيْلِ ثَوَابِهِ عِتْقًا بَتًّا لَامَثْنَوِيَّةَ فِيْهِ وَلَا رَجْعَةَ لِي عَلَيْكَ فَاَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةِ لَاسَبِيْلَ لِي وَلَا لِاَحَدٍ عَلَيْكَ اِلَّا الْوَلَاءَ فَاِنَّهُ لِي وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعْدِي ٭

ইহা ঐ কিতাব যা অমুকের পুত্র অমুক নিজের সুস্থাবস্থায় স্বজ্ঞানে অমুক বছরের, অমুক মাসে নিজের রুমী দাসের জন্য লিখছে। যার নাম অমুক, আজ পর্যন্ত সে তার কর্তৃত্ব ও মালিকানাধীন রয়েছে। আমি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য এবং সওয়াব লাভের নিয়্যতে তোমাকে বিনা শর্তে পূর্ণভাবে মুক্ত করলাম। যা হতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করার অধিকার নেই। এখন হতে তুমি আল্লাহ্র জন্য এবং আখিরাতের সওয়াবের জন্য মুক্ত স্বাধীন। তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই এবং আর কারো নয়। কিন্তু মীরাস আমার জন্য এবং আমার মৃত্যুর পর আমার ওয়ারিসদের জন্য।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

অধ্যায় ঃ স্ত্রীর সাথে ব্যবহার

بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা

٣٩٤٣. حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْقُوْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ٭

৩৯৪৩. ইমাম আবদুর রহমান আন-নাসাঈ (র) - - - - আনাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় এবং নামায হচ্ছে আমার নয়নের প্রশান্তি।

٣٩٤٤. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ٭

৩৯৪৪. আলী ইবন মুসলিম আত-তূসী (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় এবং নামায হচ্ছে আমার নয়ন প্রীতিকর।

٣٩٤٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ ٭

৩৯৪৫. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীর পরে সবচাইতে ঘোড়াকে বেশী ভালবাসতেন।

مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কাউকে বেশি ভালবাসা

٣٩٤٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ ٭

৩৯৪৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকবে এবং একজনের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়বে সে কিয়ামত দিবসে এই অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের একাংশ একদিকে ঝুঁকে থাকবে।

٣٩٤٧. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ أَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ٭

৩৯৪৭. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল স্ত্রীদের মাঝে সমভাবে বণ্টন করতেন। এরপরে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! এটা আমার কাজ যতটুকু আমি পারি, যা তুমি পারবে আমি পারব না সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করবেন না। হাম্মাদ ইবন যায়দ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করেন।

حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

কোন স্ত্রীকে বেশি ভালবাসা

٣٩٤٨. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي

عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ان عائشة قالت ارسل ازواج النبي ﷺ فاطمة بنت رسول الله ﷺ الى رسول الله ﷺ فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله ان ازواجك ارسلنني اليك يسألنك العدل في ابنة ابي قحافة وانا ساكتة قال فقال لها رسول الله ﷺ اي بنية الست تحبين ما احب فقالت بلى قال فأحبي هذه فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله ﷺ فرجعت الى ازواج النبي ﷺ فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها فقلن لها ما نراك اغنيت عنا من شيء فارجعي الى رسول الله ﷺ فقولي له ان ازواجك ينشدنك العدل في ابنة ابي قحافة فقالت فاطمة لا والله لا اكلمه فيها ابدا قالت عائشة فارسل ازواج النبي ﷺ زينب بنت جحش الى رسول الله ﷺ وهي التي كانت تساميني من ازواج النبي ﷺ في المنزلة عند رسول الله ﷺ ولم ار امرأة قط خيرا في الدين من زينب واتقى لله عز وجل واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم صدقة واشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به الى الله تعالى ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة فاستأذنت على رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ مع عائشة في مرطها على الحال التي كانت دخلت فاطمة عليها فأذن لها رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله ان ازواجك ارسلنني يسألنك العدل في ابنة ابي قحافة ووقعت بي فاستطالت وانا ارقب رسول الله ﷺ وارقب طرفه هل يأذن لي فيها فلم تبرح زينب حتى عرفت ان رسول الله ﷺ لا يكره ان انتصر فلما وقعت بها لم انشبها بشيء حتى انحيت عليها فقال رسول الله ﷺ انها ابنة ابي بكر ●

৫৯৪৮. উবায়দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন ইবরাহীম (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণ একদা হযরত ফাতেমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তিনি এসে অনুমতি চাইলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাদর গায়ে আমার সাথে শুয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে অনুমতি দিলেন। তখন হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার

পুণ্যময়ী স্ত্রীগণ আমাকে আপনার নিকট পাঠালেন। আবূ কুহাফার মেয়ের (হযরত আয়েশা) বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমি চুপ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে বললেন, যাকে আমি ভালবাসি তাকে কি তুমি ভালবাস না ? ফাতিমা (রা) বললেন, কেন ভালবাসব না ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে একে ভালবাস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এসব কথা শোনার পর হযরত ফাতিমা (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুণ্যময়ী স্ত্রীদের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছিলেন তার বর্ণনা দিলেন। তাঁরা বললেন, তোমার দ্বারা আমাদের কোন কাজ হল না। তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পুনরায় যাও এবং তাঁকে বল, আপনার স্ত্রীগণ আবূ কুহাফার মেয়ে (আয়েশা (রা))-এর বিষয়ে ইনসাফের অনুরোধ করছে। ফাতিমা (রা) বললেন, এই বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আর কখনো কোন কথা বলব না। আয়েশা (রা) বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুণ্যময়ী স্ত্রীগণ জয়নাব বিনত জাহাশকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে মর্যাদার বিষয়ে আমার সাথে মোকাবেলা হত। যয়নব (রা) বেশী দীনদার আল্লাহ্‌র প্রতি ভীত, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, সত্যবাদী-দানশীলা যেই কাজ (পেশা)টির মাধ্যমে দান-সাদ্‌কা ও নৈকট্য লাভ করা যাবে সেই কাজটি করতে গিয়ে যেকোন অসম্মানের সম্মুখীন হলে সেই অসম্মানের মোকাবেলায়ও খুব সংযমী ছিলেন। হ্যাঁ, একটু দ্রুত ক্রোধপ্রবণ ছিলেন। তবে তা খুবই দ্রুত শেষ হয়ে যেত। তিনি আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুমতি চাইলেন। এমতাবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত ফাতিমা (রা) প্রবেশ করার সময় যেই রকম হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে আপনার পুণ্যময়ী স্ত্রীগণ পাঠিয়েছেন। তারা আবূ কুহাফার মেয়ের (আয়েশা-এর) ব্যাপারে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছে। এই বলে তিনি আমার সাথে লেগেই গেলেন এবং ভাল-মন্দ বহু কিছু বললেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দৃষ্টির দিকে তাকাচ্ছিলাম তিনি আমাকে উত্তর দেয়ার অনুমতি দিচ্ছে কি না এটা বুঝার জন্য। যয়নব তার অবস্থার মধ্যেই আছেন। শেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার উত্তর দেয়াটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপছন্দ করবেন না। আমি যখন তার জওয়াব দেওয়া শুরু করলাম, তখন তাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি তার উপর বিজয়ী হলাম। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এতো আবূ বকরেরই মেয়ে।

٣٩٤٩ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ نَحْوَهُ وَقَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ نَحْوَهُ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ *

৩৯৪৯. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার আল-হিমসী (র) - - - - হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পূর্বের মত হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ যয়নাবকে পাঠালেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুমতি নিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি প্রবেশ করলেন এবং পূর্বে

বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে সেভাবে বললেন এবং মা'মার হাদীসটি উরওয়ার সূত্র দিয়ে বর্ণনা করে যুহরী থেকে উপরোল্লিখিত দুই বর্ণনাকারীর সাথে সূত্র বর্ণনায় এক হলেন না।

٣٩٥٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اجْتَمَعْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلْنَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَ لَهَا إِنَّ نِسَاءَكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ نِسَاءَكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَتُحِبِّينِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحِبِّيهَا قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرْتُهُنَّ مَا قَالَ فَقُلْنَ لَهَا إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَتِ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ أَزْوَاجُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ تَشْتُمُنِي فَجَعَلْتُ أُرَاقِبُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنْظُرُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي مِنْ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا قَالَتْ فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمْ أَرَ امْرَأَةً خَيْرًا وَلاَ أَكْثَرَ صَدَقَةً وَلاَ أَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْأَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ ‌٭

৩৯৫০. মুহাম্মদ ইবন রাফে' আন-নিশাপুরী (র) ---- হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুণ্যময়ী স্ত্রীগণ একত্রিত হলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এই বলে পাঠালেন। তোমার পুণ্যময়ী স্ত্রীগণ আবূ কুহাফার মেয়ের বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ করছেন। এইরকম কিছু বললেন। আয়েশা (রা) বললেন, হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাদর গায়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি বললেন, আপনার পুণ্যময়ী স্ত্রীগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা আবূ কুহাফার মেয়ের বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তাকেও ভালবাস। আয়েশা (রা) বলেন, হযরত ফাতিমা (রা) তাদের কাছে ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, তা তাদেরকে বললেন। তখন তারা বললেন, আপনি তো আমাদের জন্য কিছুই করলেন না। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যান। তিনি

বললেন, আল্লাহর কসম, তাঁর কাছে আর আমি এই বিষয় নিয়ে কখনো যাব না। ফাতিমা (রা) (চরিত্র ও চাল-চলনের দিক থেকে) বাস্তবিকই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ে ছিলেন। পুনরায় তাঁরা সবাই (স্ত্রীগণ) মিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যয়নাব বিনত জাহাশকে পাঠালেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে যয়নাব বিনত জাহশই একমাত্র স্ত্রী (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মর্যাদার দিক থেকে) যার সাথে আমার সাথে তুলনা হত। তিনি বললেন, আপনার স্ত্রীগণ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তারা আবু কুহাফার মেয়ের (আয়েশার) বিষয়ে তাদের সাথে ইনসাফ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এরপরে যয়নব আমাকে গালি দেওয়া শুরু করে দিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম এবং তিনি আমার উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে মৌন সম্মতি দিচ্ছে কি না বুঝার জন্য তাঁর ভাবভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে গালি দিয়েই যাচ্ছেন। এতে আমি ধারণা করলাম, আমার এসব গালির উত্তর দেওয়াটা রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করবেন না। এখন তার মুখোমুখি হলাম এবং তাকে থামিয়ে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এতো আবু বকরের মেয়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি যয়নাব থেকে বেশী উত্তম দানশীল, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোন কাজের মধ্যে অসম্মানের বিষয়ে সংযমী দেখিনি। হাঁ, একটু দ্রুত ক্রোধপ্রবণ ছিল তবে তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেত। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ এই হাদীসটির বিন্যাসে কিছু অশুদ্ধ রয়েছে। পূর্ববর্তী হাদীসটি শুদ্ধ।

٣٩٥١. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ *

৩৯৫১. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন। অন্য খানার উপর গোস্ত-রুটি মিশ্রিত স্যুপের যেই প্রাধান্য, অন্য মহিলার উপর হযরত আয়েশারও সেই প্রাধান্য।

٣٩٥٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ *

৩৯৫২. আলী ইবন খাশরাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন অন্য খানার উপর গোস্ত-রুটি মিশ্রিত স্যুপের যেই প্রাধান্য অন্য মহিলার উপর হযরত আয়েশারও সেই প্রাধান্য।

٣٩٥٣. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا هِيَ *

৩৯৫৩. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক আস-সান'আনী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ, আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কারো লেপে অবস্থান করা অবস্থায় ওহী নাযিল হয়নি।

٣٩٥٤. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ رُمَيْثَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَتَقُولُ لَهُ إِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةُ فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ أَيْضًا فَلَمْ يُجِبْهَا وَقُلْنَ مَارَدَّ عَلَيْكِ قَالَتْ لَمْ يُجِبْنِي قُلْنَ لَا تَدَعِيهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ أَوْ تَنْظُرِينَ مَا يَقُولُ فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا فِي لِحَافِ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ عَنْ عَبْدَةَ ٭

৩৯৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণ তাঁর সাথে কথা বলেছেন তিনি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলে যে, মানুষ তাদের হাদীয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পেশ করার জন্য আয়েশা (রা)-এর পালার (দিনের) অপেক্ষা করেন। অতএব আপনি বলবেন যে, আমরাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কল্যাণ চাই যেরকম আয়েশা চায়। (অতএব হাদীয়া পেশ করার জন্য শুধু আয়েশার পালার দিনের অপেক্ষা করাতে লাভ কি ?) অতএব উম্মে সালামা উক্ত বিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আলাপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। পর্যায়ক্রমে হযরত উম্মে সালামার পালার দিন আসছে সেই দিনও উম্মে সালমা উপরোক্ত বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। এতেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন উত্তর দিলেন না। উম্মে সালামা বলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তারা বললেন, আগামীতে জওয়াব নিয়ে ছাড়বে এবং কি বলে দেখবেন। যখন আমার (উম্মে সালামার) পালা আসল তিনি উপরোক্ত বিষয় নিয়ে পুনরায় আলাপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ, আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কারো লেপে অবস্থান করা অবস্থায় ওহী নাযিল হয়নি। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, আবদা কর্তৃক বর্ণিত এই দুই হাদীস (অন্যটি এরপর বর্ণিত) বিশুদ্ধ :

٣٩٥٥. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ٭

৩৯৫৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে লোকেরা হাদীয়া পেশ করার জন্য হযরত আয়েশা (রা)-এর পালার দিনটি খুঁজতেন।

٣٩٥٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَقُمْتُ فَأَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَلَمَّا رُفِّهَ عَنْهُ قَالَ لِي يَاعَائِشَةُ إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ ‏*

৩৯৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় নবী ﷺ-এর উপর আল্লাহ্‌পাক ওহী নাযিল করলেন। আমি উঠে দরজার আড়ালে চলে গেলাম, যখন ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে আয়েশা ! আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হোক– জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন।

٣٩٥٧. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَالاَ نَرَى ‏*

৩৯৫৭. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (আয়েশাকে) বলেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাঁর উপরও আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত, বরকত বর্ষিত হোক। আপনি তাও দেখেন যা আমরা দেখি না।

٣٩٥٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الصَّوَابُ وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ ‏*

৩৯৫৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে আয়েশা (আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোক) এ হচ্ছে জিবরাঈল, তিনি তোমাকে সালাম পেশ করেছেন। এ হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের মত। এটি বিশুদ্ধ, পূর্ববর্তী হাদীসটি অশুদ্ধ।

بَابُ الْغَيْرَةِ

অনুচ্ছেদ : আত্ম-মর্যাদাবোধ

٣٩٥٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ

فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُوْلِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ وَيَقُوْلُ غَارَتْ أُمُّكُمْ كُلُوْا فَأَكَلُوْا فَأَمْسَكَ حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ إِلَى الرَّسُوْلِ وَتَرَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا *

৩৯৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'মিনদের মাতাদের কোন এক মাতার ঘরে ছিলেন। অন্য কোন (মাতা) খাদ্য ভর্তি এক পেয়ালা পাঠালেন। "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেই মাতার কাছে অবস্থান করছিলেন", সেই মাতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে আঘাত করলেন এতে পেয়ালা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি ভাঙ্গা টুকরা নিয়ে একটি আরেকটির সাথে জোড়া দিলেন এবং তার মধ্যে খানা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন ঃ (উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন) তোমাদের মাতার আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়েছে। (অন্য মাতা তার কাছে কিছু পাঠানোর কারণে) তোমরা খাও। তাঁরা খেয়েছেন এবং খানাগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে ধরে রাখলেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেই মাতার কাছে ছিলেন সেই মাতা একটি পেয়ালা আনলেন। অক্ষত পেয়ালাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহককে দিয়ে দিলেন আর ভাঙ্গা পেয়ালাটি যে ঘরে ভেঙ্গেছে সেই ঘরে দিলেন।

٣٩٦٠. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا يَعْنِي أَتَتْ بِطَعَامٍ فِي صَحْفَةٍ لَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَجَاءَتْ عَائِشَةُ مُتَّزِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ فِلْقَتَيِ الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ كُلُوْا غَارَتْ أُمُّكُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَحْفَةَ عَائِشَةَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَأَعْطَى صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ عَائِشَةَ *

৩৯৬০. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি একবার থালায় করে কিছু খানা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামদের কাছে পেশ করলেন। ইত্যবসরে হযরত আয়েশা (রা) চাদর জড়িয়ে আসলেন। তাঁর হাতে একটি পাথর ছিল। পাথরটি দিয়ে থালাটি ভেঙ্গে দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থালার ভাঙ্গা টুকরো দু'টি একত্রিত করে জমা করলেন এবং বললেন, তোমরা খাও। তোমাদের মাতার আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়েছে। এ কথাটি দু'বার বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আয়েশা (রা) থেকে থালা নিয়ে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা)-এর থালাটি হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়ে দিলেন।

٣٩٦١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُلَيْتٍ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دُجَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ ‏.‏

৩৯৬১. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সফিয়্যার মত ভাল খানা তৈরী করতে পারে এরকম কাউকে দেখি নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে থালা নিয়ে কিছু খানা হাদীয়া হিসেবে পেশ করলেন, আমি নিজেকে আর আয়ত্বে রাখতে পারিনি; এমনকি থালাটি ভেঙ্গে দিয়েছি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তার কাফফারার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, থালার পরিবর্তে থালা, খানার পরিবর্তে খানা।

٣٩٦٢. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً ‏.‏

৩৯৬২. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ জা'ফরানী (র)- - - -উবাইদ্ ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুক্ষণ যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা) -এর কাছে অবস্থান করতেন এবং তাঁর কাছে মধু পান করতেন, আমি এবং হাফসা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তিনি ﷺ আমাদের কাছে যার কাছেই আসবেন, সেই বলবে : আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের একজনের কাছে প্রবেশ করলে যা বলার সিদ্ধান্ত ছিল তা বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি যয়নাব বিন্‌ত জাহশ-এর কাছে মধুই তো পান করলাম এবং বললেন, আর কোন দিন তা করব না। অর্থাৎ মধু পান করব না। يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ "হে নবী আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন ?" إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ "তোমরা উভয়ে যদি তওবা কর" হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা)-এর উদ্দেশ্যে নাযিল করেছেন : وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ

أزواجه حديثا "যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপন করলেন" আমি মধু পান করেছি এবং আর করব না। এতে আল্লাহ্ তা'আলা এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল করেছেন।

٣٩٦٣. أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية *

৩৯৬৩. ইবরাহীম ইবন ইউনুস (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি বাঁদি ছিল যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সহবাস করতেন। এতে আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছে পড়ে গেলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সেই বাঁদিটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك "হে নবী আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিয়েছেন (সূরা তাহরীম : ১ আয়াত) নাযিল করেন।

٣٩٦٤. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عائشة قالت التمست رسول الله ﷺ فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك فقلت أما لك شيطان فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم *

৩৯৬৪. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অন্বেষণ করতে করতে আমার দুই হস্তদ্বয় তাঁর চুল মোবারকে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কাছে শয়তান এসেছে। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্য স্ত্রীর কাছে চলে গেছেন এই ধারণাটা সৃষ্টি করে দিচ্ছে)। আমি বললাম, আপনার জন্য কি শয়তান নেই? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর দিলেন, থাকবে না কেন? আল্লাহ্র শপথ, তবে আল্লাহ্ পাক তার উপর আমাকে সহযোগিতা করেছেন এবং সে আমার অনুগত।

٣٩٦٥-٦٦. أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر *

৩৯৬৫-৬৬. ইবরাহীম ইব্‌ন আল-হাসান আল-মিকসামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিছানার মধ্যে পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকূ ও সিজদায় রত আছেন এবং বলতেছেন ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (হে আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই)। এতে আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি কি অবস্থায় আর আমি কোন্ অবস্থায় তথা কোন্ ধারণায় আছি।

٣٩٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ افْتَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ ذَهَبَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ فَقُلْتُ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ اِنَّكَ لَفِيْ شَاْنٍ وَاِنِّيْ لَفِيْ اٰخَرَ ٭

৩৯৬৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (বিছানায়) পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকূ ও সিজদায়রত আছেন এবং বলতেছেন যে ঃ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (হে আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই)। এতে আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি কি অবস্থায় আর আমি কোন্ অবস্থায় তথা কোন্ ধারণায় আছি।

٣٩٦٨. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِّيْ قُلْنَا بَلٰى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ اِزَارَهُ عَلٰى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَلْبَثْ اِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ اَنِّيْ قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَاَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَاَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِيْ فِيْ رَاْسِيْ فَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ اِزَارِيْ وَانْطَلَقْتُ فِيْ اِثْرِهِ حَتّٰى جَاءَ الْبَقِيْعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ وَانْحَرَفْتُ فَاَسْرَعَ فَاَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَاَحْضَرَ فَاَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ وَلَيْسَ اِلَّا اَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشُ رَابِيَةً قَالَ سُلَيْمَانُ حَسِبْتُهُ قَالَ حَشْيَا قَالَ لَتُخْبِرِنِّيْ اَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ اَنْتِ السَّوَادُ الَّذِيْ رَاَيْتُ اَمَامِيْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ

فَلَهَدَنِي لَهْدَةً فِي صَدْرِي أَوْجَعَتْنِي قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ خَالَفَهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ *

৩৯৬৮. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব না ? আমরা বললাম, কেন করবেন না ? আমার পালার রাত্রিতে একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে ছিলেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন এবং তাঁর জুতাগুলো পায়ের দিকে রাখলেন, এবং চাদর উঠালেন এবং তাঁর একটি লুঙ্গি বিছানার মধ্যে বিছালেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন ধারণা হল যে, আমি শুয়ে পড়েছি। তখন আস্তে করে জুতা পরলেন এবং তাঁর চাদর নিলেন। তারপর আস্তে করে দরজা খুললেন এবং বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মাথার উপর দিয়ে কামিসটি পরিধান করলাম, ওড়না পরলাম, এবং চাদরটি গায়ে আবৃত করলাম, এবং তাঁর পিছনে চললাম, তিনি জান্নাতুল বকী'তে আসলেন এবং তিনবার হাত উঠালেন ও বহুক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর ফিরে আসতেছিলেন। আমিও ফিরে আসতেছিলাম। তিনি একটু তীব্র গতিতে চলছেন, আমিও তীব্র গতিতে চলছি, তিনি দৌড়াইতেছেন আমিও দৌড়াচ্ছি। তিনি পৌঁছে গেছেন তবে আমি তাঁর আগে পৌঁছে গেছি। ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে গেলাম। তিনিও প্রবেশ করলেন এবং বললেন ঃ হে আয়েশা ! কি হয়েছে তোমার পেট যে ফুলে গেছে। বর্ণনাকারী সুলাইমান বললেন-ইবন ওয়াহাব رابية -এর পরিবর্তে حشيا পেটে কিছু ভর্তি করিয়ে দেওয়ার কারণে ফুলা মনে হওয়া) শব্দটি বলছে বলে ধারণা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ঘটনা কি বল নচেৎ আল্লাহ্ যিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত তিনিই আমাকে খবর দিবেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক এবং ঘটনাটির বর্ণনা দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমিই যে কাল (ছায়া) যা আমি আমার সামনে দেখছিলাম। আমি বললাম, হ্যাঁ, হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বক্ষে একটি ঘুষা দিলেন যা আমাকে ব্যাথা দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি ধারণা করেছ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর জুলুম করবে। হযরত আয়েশা (রা) লোক যতই গোপন করুক না কেন আল্লাহ্ তো তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি যখন আমাকে দেখছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার কাছে আসছিল। তুমি যে (শুয়ে যাওয়ার) কাপড় খুলে ফেলেছ। এতে জিবরাঈল (আ) প্রবেশ করেনি। তোমার থেকে গোপন করে আমাকে ডাকলেন, আমিও তোমার থেকে গোপন করে উত্তর দিলাম। মনে করলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। পুনরায় তোমাকে জাগিয়ে দেওয়াটা পছন্দ হয়নি এবং এ ভয়ও ছিল যে- (আমি চলে যাওয়ার কারণে তুমি একাকী হয়ে গেছ সেটা জানলে) তুমি ভয় পাবে। জিবরাঈল (আ) আমাকে নির্দেশ দিলে বকী'তে অবস্থানকারীদের কাছে যাই এবং তাদের

স্রষ্টার কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চাই। হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ এই সূত্রের বিরোধিতা করে বলেন, ইব্‌ন জুরাইজ বর্ণনা করেন ইব্‌ন আবি মুলায়কা থেকে তিনি বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স থেকে।

٣٩٦٩. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِيَ الَّتِي هُوَ عِنْدِي تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي فَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ لاَ قَالَ لَتُخْبِرِنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُهُ أَمَامِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ *

৩৯৬৯. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আমার ব্যাপারে কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব না ? আমরা বললাম, করবেন না কেন ? আমার পালার রাত্রি যেই রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে ছিলেন। শোয়া থেকে একটু পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন এবং তার জুতাগুলো পায়ের দিকে রাখলেন। আস্তে করে চাদর উঠালেন। আস্তে করে দরজা খুললেন এবং আস্তে করে বের হলেন এবং আস্তে করে দরজা বন্ধ করলেন। মাথার দিক থেকে আমি আমার কামিসটি পরিধান করলাম, ওড়না পরলাম, চাদরটি গায়ে দিয়ে আবৃত হলাম, তাঁর পিছনে চলতে লাগলাম, তিনি জান্নাতুল বকী' পর্যন্ত আসলেন এবং তিনবার হাত উঠালেন, বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ফিরে আসছিলেন। আমিও ফিরে আসছিলাম, তিনি তীব্র

গতিতে হাঁটলে আমিও তীব্র গতিতে চললাম। তিনি একটু দৌড়ে চললেন, আমিও একটু দৌড়ে চললাম, পরিশেষে তিনি বাড়িতে পৌঁছে গেছেন। তবে আমি তাঁর একটু আগে পৌঁছে গেছি। ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে গেলাম। তিনিও প্রবেশ করলেন এবং বললেন ঃ হে আয়েশা ! তোমার কি হয়েছে একটু ফুলা ফুলা মনে হচ্ছে কেন ? আয়েশা (রা) বললেন, না তো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আমাকে সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক পরিজ্ঞাত সত্তা জানিয়ে দিবেনই। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ঘটনাটি খুলে বললাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তুমিই যে কাল (ছায়া) যা আমি আমার আগে আগে ছিলে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ঘুষি মারলেন, যা আমাকে ব্যাথা দিয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর জুলুম করবেন ? হযরত আয়েশা (রা) লোক যতই গোপন করুক না কেন আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিবে। তুমি যখন আমাকে দেখছিলে তখন জিবরাঈল (আ) আমার কাছে আসছিল, তুমি শুয়ে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেলেছ। এতে জিবরাঈল (আ) প্রবেশ করেনি। তোমার থেকে গোপন করে আমাকে ডাকছে আমি ও তুমি না শুন মত করে উত্তর দিয়েছি। আমি ধারণা করলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ এবং শংকিত ছিলাম যে, (তোমাকে জাগিয়ে দিলে একাকীত্ব অনুভব করার কারণে) তুমি ভীতি অনুভব করবে। জিবরাঈল (আ) আমাকে বকী'তে অবস্থানকারী (মৃত ব্যক্তিদের) কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন যেন তাদের জন্য ক্ষমা চাই। আসিম হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবন আমির-এর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে অন্য শব্দ দিয়ে বর্ণনা করেন।

٣٩٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৩৯৭০. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমির ইবন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিছানায় পেলাম না। এ হাদীসটি এইভাবে পূর্ণ বর্ণনা দেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ تَحْرِيْمُ الدَّمِ

অধ্যায় ঃ হত্যা বৈধ হওয়া

اَلْقَتْلُ الْحَرَامُ فِي الْمُسْلِمِ

মুসলিমকে হত্যা করা হারাম

٣٩٧١. أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِذَا شَهِدُوا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَاَكَلُوا ذَبَائِحَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا *

৩৯৭১. হারুন ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আর যখন তারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় আমাদের ন্যায় নামায পড়বে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে, আমাদের যবাহ্কৃত পশু আহার করবে ; তখন আমাদের জন্য তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে, তবে কোন হক ব্যতীত।

٣٩٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ

بْنِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُ اللهِ فَإِذَا شَهِدُوْا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُ اللهِ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ *

৩৯৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। যখন তারা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবাহ্‌কৃত পশু ভক্ষণ করে, আমাদের ন্যায় নামায পড়ে তখন তাদের রক্ত এবং মাল আমাদের জন্য হারাম হবে, তবে এসবের হক ব্যতীত। মুসলমানদের জন্য যা রয়েছে, তাদের জন্য তা-ই রয়েছে। আর মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা তাদের উপরও রয়েছে।

٣٩٧٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُوْنُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَصَلّٰى صَلاَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِمٌ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ *

৩৯৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - মায়মুন ইব্‌ন সিয়াহ্ হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবু হামযা ! কোন বস্তু মুসলমানের রক্ত হারাম করে ? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আর আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের যবাহ্‌কৃত পশু ভক্ষণ করে, তবে সে মুসলমান। মুসলমানদের যে হক তারও সেই হক, আর তার উপর ঐ সকল দায়িত্ব বর্তাবে যা মুসলমানদের উপর বর্তায়।

٣٩٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَاللّٰه لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا مِمَّا كَانُوْا يُعْطُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْىَ اَبِى بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ ٭

৩৯৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর আরবের কোন কোন গোত্র মুরতাদ হয়ে গেল। তখন উমর ফারুক (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি আরবের সাথে কিরূপে যুদ্ধ করবেন? তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি একটি বকরীর বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় দিত, তবে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করবো। উমর (রা) বলেন ঃ যখন আমি দেখলাম, আবূ বকরের মত পরিষ্কার, তখন আমি মনে করিলাম, এটাই হক।

٣٩٧٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ ٭

৩৯৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর যখন আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন। তখন আরবের কোন কোন গোত্র কাফির হয়ে গেল। এ সময় উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন ঃ আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তারা যতক্ষণ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" না বলে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে আমাকে যুদ্ধ করার আদেশ করা হয়েছে। আর যখন তারা তা বললো, তখন তারা তাদের জানমাল আমার থেকে রক্ষা করলো, তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, যারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র কসম! তারা যদি একটি রশিও দিতে

অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত। তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য যুদ্ধ করবো। আল্লাহ্র শপথ ! আমি দেখলাম, আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবূ বকর (রা)-এর অন্তর খুলে দিয়েছেন এবং আমি বুঝতে পারলাম, এটাই যথার্থ।

٣٩٧٦. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَلأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رَشَدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُفْيَانُ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ *

৩৯৭৬. যিয়াদ ইবন আইউব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ না তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে। যখন তারা তা বলবে ঃ তখন তারা আমার থেকে তাদের জান ও মাল রক্ষা করবে, তবে কোন হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র কাছে। যখন আরবের কিছু লোক মুরতাদ হলো। তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন ঃ আপনি কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! আমি নামায এবং যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবো না এবং যারা এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। পরে আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করি এবং বুঝতে পারি যে, এটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।

٣٩٧٧. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَمَعَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا *

৩৯৭৭. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললো, সে আমার থেকে তার জানমাল রক্ষা করলো। তবে অন্য কোন হক ব্যতীত। আর তার হিসাব তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে।

٣٩٧٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ فَوَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

৩৯৭৮. আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুগীরা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর যখন আবূ বকর (রা) খলীফা হন, তখন আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। উমর (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি এ সকল লোকের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত আমাকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললো, সে আমার থেকে তার জান-মাল রক্ষা করলো, তবে ইসলামের অন্য কোন হক ব্যতীত ; আর তার হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায়। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহ্র শপথ! যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে এ কারণে যুদ্ধ করবো। উমর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি দেখলাম, আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের জন্য আবূ বকরের অন্তর খুলে দিয়েছেন। আর তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক।

٣٩٧٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ابْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَأَجْمَعَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

৩৯৭৯. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা) লোক লস্কর একত্র করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে অন্যের হক ব্যতীত। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ যে নামায ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আল্লাহ্র শপথ! যদি তারা একটি উটের বাচ্চাও আমাকে দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় দিত, তবে তা না দেওয়ার জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উমর (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি দেখলাম ঃ মহান আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আবূ বকরের অন্তর খুলে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

٣٩٨٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩৯৮০. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক ও আহমদ ও হারব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। যখন তারা এরূপ বলবে, তখন তারা তাদের জান-মাল আমার থেকে রক্ষা করবে, তবে হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায়।

٣٩٨١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ *

৩৯৮১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)- - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত আমরা লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যদি তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, তবে আমাদের জন্য তাদের জান এবং মাল হারাম হয়ে যাবে, কিন্তু এর হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায়।

٣٩٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ

فَسَارَّهُ فَقَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ قَالَ أَيَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّذًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ‏*

৩৯৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)- - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। এসময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে চুপিচুপি কিছু বললে, তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা কর। এরপর তিনি বললেন ঃ সেকি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ? সে বললো ঃ হ্যাঁ, কিন্তু সে তা বলে স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে। তিনি বললেন ঃ তাকে হত্যা করো না। কেননা, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ঐ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে। যদি তারা তা বলে, তবে তারা আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে, কিন্তু এক হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায়।

٣٩٨٣- قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ فِيهِ إِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ نَحْوَهُ ‏*

৩৯৮৩. উবায়দুল্লাহ্ (র) - - - - নু'মান ইব্ন সালিম (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন ঃ আমরা মদীনায় মসজিদের একটি কুব্বায় ছিলাম, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট প্রবেশ করে বললেন ঃ আমার নিকট এ মর্মে ওহী এসেছে যে, আপনি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, যতক্ষণ তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলে। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের জান-মালকে রক্ষা করবে, তবে কোন হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র যিম্মায়।

٣٩٨٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسًا يَقُولُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي قُبَّةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسًا يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَكُنْتُ مَعَهُ فِي قُبَّةٍ فَنَامَ مَنْ كَانَ فِي الْقُبَّةِ غَيْرِي وَغَيْرُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَشْهَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَرْهُ ثُمَّ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى

يَقُوْلُوا لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ اَلَيْسَ فِى الْحَدِيْثِ اَلَيْسَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَظُنُّهَا مَعَهَا وَلاَ اَدْرِى *

৩৯৮৪. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন, তখন আমরা একটি কুব্বায় ছিলাম। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। নু'মান ইব্‌ন সালিম (রা) বলেন ঃ আমি আউস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করলাম সকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে একটি কুব্বায় ছিলাম। আমি এবং তিনি ব্যতীত কুব্বায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার সংগে গোপনে কিছু বললে, তিনি আমাকে বললেন ঃ যাও, তাকে হত্যা কর। এরপর তিনি বললেন ঃ সেকি একথার সাক্ষ্য দান করে না যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। সে ব্যক্তি বললো ঃ সে এরূপ বলে। তখন তিনি বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি বললেন ঃ আমাকে লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দান করা হয়েছে। যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে। যখন তারা এরূপ বলবে, তখন তাদের জান-মাল আমার থেকে নিরাপদ হবে, তবে এর হক ব্যতীত। রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি শু'বা (র)-কে বললাম ঃ "তারা কি এই সাক্ষ্য দেয় না যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল"। এই কথাটি কি এই হাদীসের অংশ নয় ? তিনি বললেন ঃ আমি মনে করি এটিও এই হাদীসের অংশ, কিন্তু আমার জানা নেই।

٣٩٨٥. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اَبِى صَغِيْرَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَوْسًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا *

৩৯৮৫. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকের সাথে যুদ্ধ করতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয়– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর। এরপর তাদের জান-মাল আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে, তবে এর হক ব্যতীত।

٣٩٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى عَوْنٍ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ وَكَانَ قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَخْطُبُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَغْفِرَهُ اِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا اَوِ الرَّجُلُ يَمُوْتُ كَافِرًا *

৩৯৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবু ইদরীস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা)-কে খুৎবা দিতে শুনেছি, আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অতি অল্পই হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুৎবায় তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক গুনাহ্ আশা করা যায় আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন, তবে ঐ ব্যক্তির গুনাহ্ ব্যতীত, যে ইচ্ছা করে কোন মুসলমানকে হত্যা করে অথবা কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

٣٩٨٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذٰلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ *

৩৯৮৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অন্যায়ভাবে যে হত্যাই করা হোক না কেন, এর একাংশ আদম (আ)-এর প্রথম পুত্র কাবিলের উপর বর্তায়। কেননা, সে-ই সর্বপ্রথম তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে রক্ত প্রবাহের রীতি প্রবর্তন করেছে।

تَعْظِيمُ الدَّمِ

হত্যা করা কঠিন অপরাধ

٣٩٨٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالَجٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ *

৩৯৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার শপথ ! যার হাতে আমার প্রাণ, কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা আল্লাহর কাছে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা কঠোর পাপ।

٣٩٨٩. أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ حَكِيمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ *

৩৯৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাকীম বসরী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট কোন মুসলমান ব্যক্তির অন্যায়ভাবে হত্যা হওয়া অপেক্ষা অধিক তুচ্ছ।

٣٩٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا *

৩৯৯০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা কঠিন।

٣٩٩١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا *

৩৯৯১. আমর ইবন হিশাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মু'মিন ব্যক্তির হত্যা আল্লাহর নিকট পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা অধিক কঠোর।

٣٩٩٢. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَقَ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا *

৩৯৯২. হাসান ইবন ইসহাক মারওয়াযী (র) - - - - বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মু'মিনকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট পৃথিবী ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা কঠোরতর।

٣٩٩٣. أَخْبَرَنَا سَرِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الْخَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৩. সারী' ইবন আব্দুল্লাহ্ ওয়াসেতী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বান্দার থেকে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। আর সর্বাগ্রে মানুষের হত্যার বিচার হবে।

٣٩٩٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে লোকের মধ্যে অন্যায় হত্যার বিচার করা হবে।

٣٩٩٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু ওয়াযিল (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে মানুষের মধ্যে খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৬. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকের মধ্যে সর্বাগ্রে খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيْهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৭. আহমদ ইবন হরব (র) - - - - আমর ইবন শুরাহ্‌বীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকের মাঝে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ *

৩৯৯৮. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে লোকের মাঝে খুনের বিচার করা হবে।

٣٩٩٩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيْءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ هٰذَا قَتَلَنِيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُوْلُ قَتَلْتُهُ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُوْلُ فَإِنَّهَا لِيْ وَيَجِيْءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ إِنَّ هٰذَا قَتَلَنِيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُوْلُ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ فَيَقُوْلُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَبُوْءُ بِإِثْمِهِ *

৩৯৯৯. ইবরাহীম ইব্ন মুস্তামির (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে এসে বলবে ঃ হে আমার রব ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি কেন এই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে ? সে ব্যক্তি বলবে ঃ আমি তাকে হত্যা করেছিলাম আপনার নামকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ নিশ্চয় ইয্যত আমার জন্য। এরপর অন্য ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে এসে বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি এই ব্যক্তিকে কেন হত্যা করেছিলে ? সে ব্যক্তি বলবে ঃ অমুক ব্যক্তির কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ ঐ ব্যক্তির জন্য ইয্যত নেই। এরপর সে ব্যক্তি তার হত্যার গুনাহ্ বহন করবে।

٤٠٠٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ قَالَ قَالَ جُنْدَبٌ حَدَّثَنِيْ فُلاَنٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِيْ فَيَقُوْلُ قَتَلْتُهُ عَلٰى مُلْكِ فُلاَنٍ قَالَ جُنْدَبٌ فَاتَّقِهَا *

৪০০০. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তামীম (র) - - - - জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অমুক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে আসবে এবং বলবে ঃ হে আল্লাহ্ ! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল। সে বলবে ঃ আমি তাকে হত্যা করেছিলাম অমুক ব্যক্তির রাজত্বের জন্য। জুনদুব (রা) বলেন ঃ তা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা, তা ক্ষমা করা হবে না।

٤٠٠١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ يَجِيْءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ اَوْدَاجُهُ دَمًا فَيَقُوْلُ اَيْ رَبِّ سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِيْ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا *

৪০০১. কুতায়বা (র) - - - - সালিম ইব্ন আবুল জা'দ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে, এরপর সে তাওবা করলো এবং ঈমান আনলো এবং নেক আমল করলো এবং হিদায়ত কবূল করলো। তার তাওবা কি কবূল হবে ? তিনি বললেন ঃ মুসলমানের হত্যাকারীর তাওবা কিরূপে কবূল হতে পারে ? আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীর হাত ধরে নিয়ে আসবে, তখন তার শিরা

হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কি কারণে হত্যা করেছিল ? ইবন আব্বাস (রা) বলেন : তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : . . . . . وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا অর্থ : কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (৪ : ৯৩)

٤٠٠٢. قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ *

৪০০২. আযহার ইবন জামিল বসরী (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কূফাবাসীগণ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا আয়াত সম্পর্কে মতবিরোধ করলে এটি রহিত হয়েছে কিনা, তা জানার জন্য ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্যতম, কোন আয়াত একে রহিত করেনি।

٤٠٠٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ *

৪০০৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে তার তাওবা কবুল হবে কী ? তিনি বললেন : না। আমি তার নিকট সূরা ফুরকানের وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . এ আয়াত তিলাওয়াত করলে তিনি বলেন, এই আয়াতটি মক্কী আয়াত। অর্থ : আর তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীরেকে তাকে হত্যা করে না। (২৫ : ৬৮) এই আয়াতকে মাদানী আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ রহিত করেছে।

٤٠٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ

الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتْ فِي اَهْلِ الشِّرْكِ ٭

৪০০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা আমাকে আদেশ করলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এই দুই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে। আমি তাঁকে وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ কোন আয়াত একে রহিত করেনি। আর এ আয়াত وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ - সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ এই আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

٤٠٠٥. اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ قَوْمًا كَانُوْا قَتَلُوْا فَاَكْثَرُوْا وَزَنَوْا فَاَكْثَرُوْا وَانْتَهَكُوْا فَاَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا يَامُحَمَّدُ اِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْا اِلَيْهِ الْحَسَنُ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِلَى فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ قَالَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ شِرْكَهُمْ اِيْمَانًا وَزِنَاهُمْ اِحْصَانًا وَنَزَلَتْ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ الْآيَةَ ٭

৪০০৫. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আরবের এক দল লোক বহু হত্যা করে, বহু হারাম কাজ করে, ব্যাপকভাবে যিনা করে, তারা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনি যা বলেন এবং যেদিকে আমাদের আহ্বান করেন, তা অতি উত্তম। তবুও বলুন, আমরা যা করেছি তার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে ? তখন আল্লাহ্‌পাক নাযিল করলেন ঃ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ - اِلَى - فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ - অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদকে না ডাকে, তবে তাদের গুনাহসমূহকে আল্লাহ্ নেকীতে রূপান্তরিত করবেন, আর যিনাকে পবিত্রতায় রূপান্তরিত করবেন। এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন ঃ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى الخ অর্থ ঃ তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না (৪০ ঃ ৫৩)।

٤٠٠٦. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ اَتَوْا مُحَمَّدًا

فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْ اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ وَنَزَلَتْ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ◦

৪০০৬. হাসান ইবন মুহাম্মদ জা'ফরানী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কয়েকজন মুশরিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এসে বললো : আপনি যা বলেন এবং যেদিকে আহ্বান করেন তা অতি উত্তম। وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا أٰخَرَ আচ্ছা বলুন তো আমরা যা করেছি তার কাফ্ফারা আছে কি ? তখন আল্লাহ্পাক নাযিল করেন : وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا أٰخَرَ এ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ -

٤٠٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِيْ يَدِهِ وَاَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُوْلُ يَارَبِّ قَتَلَنِيْ حَتّٰى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكَرُوْا لاِبْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا قَالَ مَانُسِخَتْ مُنْذُ نَزَلَتْ وَاَنّٰى لَهُ التَّوْبَةُ ◦

৪০০৭. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে উপস্থিত হবে, তখন তার ললাট ও মাথা তার হাতে থাকবে, আর তার শিরা হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। আর সে বলবে : হে আমার রব ! এই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। সে তাকে আল্লাহ্র আরশের নিকট নিয়ে যাবে। রাবী বলেন : তখন লোক ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট তাওবার উল্লেখ করলে তিনি তিলাওয়াত করলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا . . তিনি আরও বললেন : এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়নি ; কাজেই তার তাওবার সুযোগ কোথায় ?

٤٠٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا الْآيَةَ كُلُّهَا بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِيْ نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ اَشْهُرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِي الزِّنَادِ ◦

৪০০৮. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا . . . আয়াতটি সূরা ফুরকানের আয়াত নাযিল হওয়ার ছয় মাস পর নাযিল হয়।

٤٠٠٩. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُوْسٰى

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَ الَّتِي فِي تَبَارَكَ الْفُرْقَانِ بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ أَبُو الزِّنَادِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَارِجَةَ مُجَالِدَ بْنَ عَوْفٍ *

৪০০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - যায়দ (রা) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ আয়াতটি সূরা ফুরকানের وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ এ আয়াতের আট মাস পর নাযিল হয়।

٤٠١٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أَشْفَقْنَا مِنْهَا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ *

৪০১০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। যখন وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ আয়াত নাযিল হলো, তখন আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম। তখন সূরা ফুরকানের এ আয়াত ঃ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ - নাযিল হয়।

ذِكْرُ الْكَبَائِرِ

কবীরা গুনাহর বর্ণনা

٤٠١١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَا رُهْمٍ السَّمَعِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ *

৪০১১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে, আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করে না, নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং কবীরা গুনাহ্ হতে নিজকে রক্ষা করে, তার জন্য বেহেশ্ত রয়েছে। তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ কবীরা গুনাহ্ কি কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মুসলমানদেরকে হত্যা করা, আর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করা।

٤٠١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ *

৪০১২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্ হলো ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

٤٠١٣. أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ *

৪০১৩. আবদা ইবন আব্দুর রহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্ হলো ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।

٤٠١٤. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ سَبْعٌ أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ مُخْتَصَرٌ *

৪০১৪. আব্বাস ইবন আব্দুল আজীম (র) - - - - উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কবীরা গুনাহ্ কি কি ? তিনি বললেন ঃ তা সাত প্রকারের পাপ। এর মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট হলো– আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার সময় পলায়ন করা। (সংক্ষিপ্ত)

ذِكْرُ أَعْظَمُ الذَّنْبِ وَاخْتِلاَفِ يَحْيَى وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى سُفْيَانَ فِي حَدِيْثِ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْهِ

সবচাইতে বড় পাপ সম্পর্কে আলোচনা

٤٠١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ *

৪০১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সবচাইত বড় পাপ কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌পাকের সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা। আমি বললাম : এরপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাদ্যে শরীক হবে। আমি বললাম : তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

٤٠١٦. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ *

৪০১৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন পাপ অধিক গুরুতর? তিনি বললেন : রব আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম : এরপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাওয়ায় শরীক হবে। আমি বললাম : তারপর কোনটি? তিনি বললেন : প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যিনা করা।

٤٠١٧. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ الشِّرْكُ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَأَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ وَحَدِيْثُ يَزِيْدَ هٰذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ وَاصِلٌ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪০১৭. আবদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন্ পাপ অধিক গুরুতর ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা। তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এবং দারিদ্রের আশংকায় তোমার সন্তানে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে খাদ্যে শরীক হবে। এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) তিলাওয়াত করেন ঃ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

ذِكْرُ مَايَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

যে কারণে মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ

٤٠١١٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ لاَاِلٰهَ غَيْرُهُ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ التَّارِكُ لِلْاِسْلاَمِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْاَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ *

৪০১৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌পাকের শপথ ! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, ঐ মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিন ব্যক্তি ব্যতীত ঃ ১ম, যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে মুসলমানদের দল হতে পৃথক হয়ে যায়। ২য়, বিবাহ করার পরও যে যিনা করে; ৩য় কিসাসে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।

٤٠١٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانِهِ اَوْ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ اَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَقَفَهُ زُهَيْرٌ *

৪০১৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে যে বিবাহের পরেও যিনা করে, অথবা মুসলমান হওয়ার পর যে কাফির হয়ে যায়, বা প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।

٤٠٢٠. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةً النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৪০২০. হিলাল ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আমর ইব্‌ন গালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলেন ঃ হে আম্মার ! তুমি কি জান না যে, কোন মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়, তবে তিন ব্যক্তি ব্যতীত ঃ ১. প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ; ২. বিবাহ করার পরও যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ; এভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠٢١. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَا كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلًا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالْقَتْلِ قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ قَالَ فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي اللّٰهُ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي *

৪০২১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসমান (রা)-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি গৃহবন্দী ছিলেন, আমরা যখন কোন স্থানে প্রবেশ করতাম, তখন বালাত নামক স্থানের লোকের কথা শুনতাম। একদিন উসমান (রা) ভিতরে প্রবেশ করলেন, এরপর তিনি বের হলেন এবং বললেন ঃ তারা আমাকে হত্যা করতে চায়। আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ তারা আমাকে কেন হত্যা করতে চায় ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলমান ব্যক্তিকে তিন কারণ ব্যতীত হত্যা করা বৈধ নয়। ১. কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার কাফির হলে, অথবা ২. বিবাহ করার ব্যভিচার করলে, অথবা ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। আর আল্লাহর কসম ! না আমি জাহিলী যুগে ব্যভিচার করেছি, না ইসলাম গ্রহণের পর। আর যেদিন আল্লাহ্ আমাকে হিদায়ত দান করেছেন তখন হতে আমি কোন সময় ধর্ম ত্যাগের ইচ্ছাও করিনি। আর আমি কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যাও করিনি, তবুও তারা কেন আমাকে হত্যা করবে ?

قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيْهِ

কেউ মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তাকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

٤٠٢٢. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانُبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيْدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوْهُ فَاِنَّ يَدَ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ *

৪০২২. আহমদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া সুফী (র) - - - - আরফাযা ইবন শুরায়হ্ আশ্‌জাঈ (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে মিম্বরের উপর লোকদের জন্য খুৎবা দিতে দেখেছি, আর তিনি বলছিলেন ঃ আমার পরে অনেক ফিতনা দেখা দেবে, এসময় তোমরা যাকে মুসলমানদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হতে দেখবে, অথবা উম্মতে মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে ফাটল ধরাতে দেখবে ; সে যে-ই হোক না কেন, তাকে হত্যা করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের হাত মুসলমানদের দলের উপর থাকবে। আর যে ব্যক্তি জামা'আত হতে পৃথক হয়ে যায়, শয়তান তার সাথী হয় এবং তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়।

٤٠٢٣. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يُرِيْدُ تَفْرِيْقَ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاقْتُلُوْهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ *

৪০২৩. আবূ আলী মুহাম্মদ ইবন আলী মারওয়াযী (র) - - - - আরফাযা ইবন শুরায়হ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে নিশ্চয়ই অনেক ফিতনা-ফাসাদ হবে। এরপর তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে বললেন ঃ এসময় তোমরা যাকে দেখবে যে, সে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ফাটল সৃষ্টির ইচ্ছা করছে, অথচ মুসলমানরা একতাবদ্ধ ; তখন তোমরা তাকে হত্যা করবে, সে যে-ই হোক না কেন।

٤٠٢٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتَكُوْنُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمْ جَمْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ *

৪০২৪. আমর ইবন আলী (র) - - - - আরফাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার পরে অনেক ফিৎনা দেখা দেবে । এ সময় যে কেউ মুহাম্মদের উম্মতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবে, অথচ তারা একতাবদ্ধ, তখন তোমরা তাকে তরবারী দিয়ে হত্যা করবে।

٤٠٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اُمَّتِيْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ٭

৪০২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - উসামা ইব্‌ন শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে, তার গর্দান উড়িয়ে দাও। ঐ আয়াতের তাফসীর ঃ ....অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে- তাদের হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, বিপরীত দিক থেকে, তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।

تَاْوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ وَفِيْمَنْ نَزَلَتْ وَذِكْرُ اِخْتِلاَفُ اَلْفَاظُ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْهِ

ঐ আয়াতের তাফসীর ঃ .... অর্থ ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে- তাদের হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, বিপরীত দিক থেকে, তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে

٤٠٢٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلَى اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ وَسَقِمَتْ اَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِىْ اِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا قَالُوْا بَلَى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ فَاَخَذُوْهُمْ فَاُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ وَنَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ حَتّٰى مَاتُوْا ٭

৪০২৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের উক্‌ল গোত্রের আট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাদের কাছে মদীনার আবহাওয়া প্রতিকূল মনে হলো, ফলে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাদের উটের রাখালের সাথে বাহিরে যাবে এবং নিজেদের রোগের জন্য উটের মূত্র এবং দুধ পান করবে। তারা বললো ঃ হ্যাঁ, পরে তারা গিয়ে উটের দুধ এবং পেশাব পান করলো এবং সুস্থ হয়ে গেল। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের পেছনে লোক পাঠালেন তারা তাদের ধরে আনলো। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেললেন এবং গরম শলাকা দিয়ে তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন। এরপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখলেন। ফলে এভাবে তারা মারা গেল।

٤٠٢٧. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ قَالَ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ وَتَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ .

৪০২৭. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উকল গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সাদকার উটের কাছে যাওয়ার জন্য এবং উটের দুধ এবং পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। তারা ঐরূপ করলো। পরে তারা রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে চলে গেল। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। রাবী বলেন ঃ তাদের আনার পর তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হলো, এরপর তাদের চোখে গরম শলাকা দিয়ে অন্ধ করে দেয়া হলো। তাদের যখমের রক্ত বন্ধ করার জন্য পট্টিও লাগান হয়নি। বরং তাদের এভাবে ফেলে রাখার ফলে তারা মৃত্যুবরণ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

٤٠٢٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَقَالَ قَتَلُوا الرَّاعِيَ .

৪০২৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্‌ল গোত্রের আট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আগমন করলো। এরপর আগের হাদীসের মত বর্ণনার পর রাবী বলেন ঃ তারা রাখালকে হত্যা করলো।

٤٠٢٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ وَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ بِزَوْدٍ أَوْ لِقَاحٍ يَشْرَبُونَ أَلْبَانَهَا وَأَبْوَالَهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ‏.‏

৪০২৯. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরায়না বা উক্‌ল গোত্র হতে একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আসলে, তিনি তাদেরকে কয়েকটি উট বেং উটনীর আদেশ করলেন, কারণ মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল ছিল না। তিনি তাদেরকে উটের দুধ এবং পেশাব পান করতে বললেন। তারা ঐ সকল উট নিয়ে গেল এবং রাখালকে হত্যা করলো। নবী ﷺ তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য লোক পাঠালেন। পরে তিনি তাদের হাত-পা কাটিয়ে চোখ অন্ধ করে দিলেন।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ

হুমায়দ ও আনাস ইব্‌ন মালিকের বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

٤٠٣٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى ذَوْدٍ لَهُ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ ‏.‏

৪০৩০. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তিনি তাদের জন্য উট এবং উটনীর আদেশ দিলেন, যেন তারা তাদের দুধ এবং পেশাব পান করে। তারা সুস্থ হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গেল এবং মু'মিন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে গেল। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য তিনি লোক পাঠালেন। তাদেব ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে চোখ অন্ধ করে তাদের শূলীবিদ্ধ করেন।

٤٠٣١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا

فَكُنْتُمْ فِيهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّارًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৩১. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হওয়ায় তিনি তাদের জন্য কয়েকটি উট আর উটনীর আদেশ করলেন, যেন তারা তাদের দুধ এবং পেশাব পান করে। তারা সুস্থ হয়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং রাখালকে হত্যা করে। নবী ﷺ-এর উটগুলো নিয়ে গেল। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠালেন। ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে চোখ অন্ধ করে দিলেন, লোহার গরম শলাকা দিলেন।

٤٠٣٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ وَقَالَ قَتَادَةُ وَأَبْوَالِهَا فَخَرَجُوا إِلَى ذَوْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে, তবে ভাল হতো। তারা সেখানে গেল এবং সুস্থ হওয়ার পর, মুরতাদ হয়ে গেল। আর তারা নবী ﷺ-এর মু'মিন রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে গেল। তারা বিদ্রোহীরূপে ফিরে গেল। তখন নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তাদের ধরে আনার পর নবী ﷺ তাদের হাত-পা কেটে চোখ অন্ধ করে দেন। তিনি তাদের হাররা নামক স্থানে ফেলে রাখেন এবং সেখানে এভাবেই তারা মারা যায়।

٤٠٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَسْلَمَ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ

الله ﷺ وهربوا محاربين فأرسل رسول الله ﷺ من أتى بهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا *

৪০৩৩. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে, তবে ভাল হতো। তারা সেখানে গেল এবং সুস্থ হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে গেল। আর তারা নবী ﷺ-এর মু'মিন রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে গেল। তারা বিদ্রোহীরূপে ফিরে গেল। তখন নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তাদের ধরে আনার পর নবী ﷺ তাদের হাত-পা কেটে চোখ অন্ধ করে দেন। তিনি তাদের হাররা নামক স্থানে ফেলে রাখেন এবং সেখানে এভাবেই তারা মারা যায়।

٤٠٣٤. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا الذود فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا *

৪০৩৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না বা উকল গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা পশুর মালিক, ক্ষেত-খামারের মালিক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তিনি তাদেরকে কয়েকটি উটনী ও একজন রাখাল সেথায় জন্য আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে সেখানে যেতে বললেন এবং এগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন। যখন তারা সুস্থ হলো, তখন তারা হাররা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। পরে মুরতাদ হয়ে গেল। তারা নবী ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটনী নিয়ে পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তাদের ধরে আনার পর, তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দেন এবং হাত-পা কেটে হাররা নামক স্থানে ফেলে রাখেন। এমনকি তারা সেখানেই মারা যায়।

٤٠٣٥. أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى نحوه *

৪০৩৫. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ---- আব্দুল আ'লা (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٠٣٦. أخبرنا محمد ابن رافع أبو بكر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا

قَتَادَةُ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوا فِي الْحَرَّةِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ فِي الْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُّمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا ‎*

৪০৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' আবূ বকর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না গোত্রের কিছু লোক হাররা নামক স্থানে অবতরণ করে। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিকট আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে সাদকার উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। পরে তারা রাখালকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং উট নিয়ে পালিয়ে যায়। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং চক্ষু অন্ধ করে দেন এবং হাররায় তাদের ফেলে রাখেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি তাদের একজনকে দেখেছি, সে পিপাসার কারণে নিজের মুখ মাটিতে ঘষছে, এভাবে তারা মারা যায়।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ ও মুআবিয়ার মধ্যে এই হাদীসের মতপার্থক্যের বর্ণনা

٤٠٣٧. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفْرٍ ‎*

৪০৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উরায়নার কয়েকজন গ্রাম্য লোক নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তাদের রং হলদে হয়ে গেল এবং পেট ফুলে গেল। নবী ﷺ তাদেরকে

দুধওয়ালা উটের নিকট পাঠান এবং সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দেন। এভাবে তারা সুস্থ হয়ে যায়। এরপর তারা রাখালকে হত্যা করে উট নিয়ে পালিয়ে যায়। নবী ﷺ তাদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। ধরে আনার পর তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং চক্ষু অন্ধ করে দেন। আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তিনি তাঁর কাছে এই হাদীস বর্ণনা করছিলেন– নবী ﷺ তাদেরকে এই শাস্তি তাদের কুফরীর কারণে বা অন্য কোন অপরাধের কারণে দিয়েছিলেন ? তিনি বললেন ঃ কুফরীর কারণে।

٤٠٣٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَرِضُوا فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لِقَاحٍ لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيهَا ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الرَّاعِي غُلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ عَطِّشْ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتَاقُوا إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ *

৪০৩৮. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আরবের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে মুসলমান হলো, পরে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে দুগ্ধবতী উটনীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তারা দুধ পান করতে পারে। তারা সেখানে অবস্থান করতে লাগলো। পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোলাম রাখালকে হত্যা করে উটগুলোকে নিয়ে চলে গেল। লোকেরা বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ খবর শুনে বললেন ঃ আল্লাহ্! ঐ ব্যক্তিকে পিপাসায় কাতর রাখ, যে মুহাম্মদ ﷺ -এর গোলামকে সারা রাত পিপাসায় কাতর রেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরে তাদের তালাশে লোক পাঠান। তারা ধৃত হলো। নবী ﷺ তাদের হাত-পা কাটান, তাদের চোখ শলাকা দিয়ে অন্ধ করে দেন। কোন কোন বর্ণনাকারী আরও অধিক বর্ণনা করেছেন যে, মুয়াবিয়া (রা) এই হাদীসে বলেন ঃ তারা উটগুলোকে হাঁকিয়ে মুশরিকদের দেশে নিয়ে যায়।

٤٠٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খালনাজী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী লুট করলো। তিনি তাদের ধরে আনেন, তাদের হাত-পা কাটান এবং তাদের চোখ অন্ধ করে দেন।

٤٠٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ اللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى *

৪০৪০. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উটনী লুট করে নিয়ে গেল। তিনি তাদের ধরে আনেন এবং তাদের হাত-পা কেটে চোখ অন্ধ করে দেন।

٤٠٤١. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৪১. ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) ---- হিশাম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উট লুট করে নিয়ে গেল। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলেন এবং তাদের চোখ অন্ধ করে দেন।

٤٠٤٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَاقُوهَا وَقَتَلُوا غُلاَمًا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ *

৪০৪২. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) ---- উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনী লুট করে নিয়ে যায় এবং তার গোলামকে হত্যা করে। তিনি তাদেরকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠান। তারা ধৃত হলে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখ শলাকা দিয়ে অন্ধ করা হয়।

٤٠٤٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

الْحَارِثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلَتْ فِيْهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ *

৪০৪৩. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এরূপই বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ এ-আয়াত ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে নাযিল হয়।

٤٠٤٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيَ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِيْنَ سَرَقُوا اللِّقَاحَ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فِي ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الْآيَةَ كُلَّهَا *

৪০৪৪. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ---- আবু যিনাদ (রা) বর্ণনা করেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের অর্থাৎ চোরদের হাত-পা কাটেন এবং চক্ষু অন্ধ করে দেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেন ঃ এতো কঠিন শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ

٤٠٤٥. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولٰئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ *

৪০৪৫. ফযল ইব্‌ন সাহল আ'রাজ (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল লোকের চোখ অন্ধ করে দেন। কেননা, তারা রাখালদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি কিসাস হিসাবে এরূপ করেন।

٤٠٤٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلٰى حُلِيٍّ لَهَا وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتّٰى يَمُوْتَ *

৪০৪৬. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)

থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী এক আনসারীর কন্যাকে অলঙ্কারের লোভে হত্যা করে কূপে নিক্ষেপ করে পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করলো। এরপর সে ধৃত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাথর মারার নির্দেশ দেন।

٤٠٤٧. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ *

৪০৪৭. ইয়ূসুফ ইবন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি এক আনসারীর কন্যাকে তার অলঙ্কারের লোভে হত্যা করে তার মাথা চূর্ণ করে দিল। পরে সে ধরা পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে মৃত্যু পর্যন্ত রজম করার নির্দেশ দেন।

٤٠٤٨. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآيَةَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ *

৪০৪৮. যাকারিয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন এ আয়াতটি إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ধৃত হওয়ার পূর্বে তাওবা করে, তার শাস্তি হবে না। এই আয়াত মুসলমানদের জন্য নয়। যদি কেউ হত্যা করে অথবা যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ধৃত হওয়ার পূর্বে কাফিরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়, তা হলে এই শাস্তি তার উপর হতে রহিত হবে না, যখনই মুসলমান তাকে পাবে, তার এই শাস্তি হবে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْمُثْلَةِ

নাক, কান বা অন্য অঙ্গ কাটার নিষেধাজ্ঞা

٤٠٤٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ *

৪০৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর খুৎবায় সাদকা দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং মুসলা করা থেকে নিষেধ করতেন।

اَلصَّلْبُ

শূলি দেওয়া সম্পর্কে

٤٠٥٠. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ بِاِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ اَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ اَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلاَمِ يُحَارِبُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ فَيُقْتَلُ اَوْ يُصْلَبُ اَوْ يُنْفَى مِنَ الْاَرْضِ *

৪০৫০. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ দূরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন অবস্থা ব্যতীত মুসলমানকে হত্যা করা অবৈধ : ১ম, যদি কোন মুসলমান বিবাহ করার পরও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, ২য়, ঐ ব্যক্তি যে কাউকে ইচ্ছা করে হত্যা করে তাকে হত্যা করা হবে এবং ৩য়, ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তখন তাকে হত্যা করা হবে। অথবা শূলি দেওয়া হবে বা দেশান্তর করা হবে।

اَلْعَبْدُ يَاْبِقُ اِلَى اَرْضِ الشِّرْكِ وَذِكْرُ اِخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ جَرِيْرٍ فِى ذٰلِكَ الْاِخْتِلاَفُ عَلَى الشَّعْبِىِّ

মুসলমানের দাস পালিয়ে মুশরিকদের নিকট গেলে

٤٠٥١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى مَوَالِيْهِ *

৪০৫১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - জারির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দাস যখন পালিয়ে যায়, তখন তার নামায ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল হবে না, যতক্ষণ না সে স্বীয় মনিবের নিকট ফিরে আসে।

٤٠٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرٌ يُحَدِّثُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَأَبَقَ غُلاَمٌ لِجَرِيْرٍ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ٭

৪০৫২. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতেন, তিনি বলতেন ঃ গোলাম যখন পালিয়ে যায়, তখন তার নামায কবূল হয় না। যদি সে এভাবে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কাফির হয়ে মরবে। জারির (রা)-এর এক গোলাম পালিয়ে গিয়েছিল তিনি তাকে গ্রেফতার করার পর তার গর্দান উড়িয়ে দেন।

٤٠٥٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ ٭

৪০৫৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - জারীর ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন গোলাম মুশরিকদের এলাকায় পালিয়ে যায়, তখন তার জন্য আর কোন যিম্মাদারী থাকে না।

اَلْاِخْتِلاَفُ عَلَى أَبِي إِسْحٰقَ

আবূ ইসহাক (রা)-এর মতপার্থক্য

٤٠٥٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ٭

৪০৫৪. কুতায়বা (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন গোলাম মুশরিকদের দেশে পালিয়ে যায়, তখন তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ٭

৪০৫৫. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - জারীর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে গোলাম মুশরিকদের দেশে পালিয়ে যায়, তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٦. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ٭

৪০৫৬. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে গোলাম মুশরিকদের দেশে পালিয়ে যায়, তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٧. أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ‏*

৪০৫৭. সাফওয়ান ইব্‌ন আমর (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে গোলাম পালিয়ে মুশরিকদের দেশে চলে যায়, তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।

٤٠٥٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ ‏*

৪০৫৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে গোলাম তার মনিব হতে পালিয়ে যায়, এবং শত্রুর সাথে মিলিত হয়, সে তার নিজের রক্ত হালাল করে দেয়।

اَلْحُكْمُ فِي الْمُرْتَدِّ

মুরতাদ সম্পর্কে

٤٠٥٩. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ‏*

৪০৫৯. আবূ আযহার আহমদ ইব্‌ন আযহার নিশাপুরী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তিন কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় ঃ ১. যে ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করে, তাকে রজম করা হবে ; ২. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যকে হত্যা করে, তার কিসাস নেয়া হবে, ৩. যে ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়, তাকে হত্যা করা হবে।

٤٠٦٠. أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ ‏*

৪০৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইহাব (র) - - - - উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্ত বৈধ হয় না ঃ যদি সে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, বা যদি কোন লোককে হত্যা করে তবে বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে, অথবা যদি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তখন তাকে হত্যা করা হবে।

٤٠٦١. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬১. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে তার ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّارِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدًا وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু লোক ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তখন আলী (রা) তাদের আগুনে জ্বালিয়ে দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি আমি তাঁর স্থলে হতাম, তবে তাদেরকে কখনও জ্বালাতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব দ্বারা আযাব দিও না। আমি হলে তাদেরকে হত্যা করতাম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٣. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٤. أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ *

৪০৬৪. হিলাল ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٥. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهٰذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادٍ *

৪০৬৫. মূসা ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٦. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬৬. হুসায়ন ইবন ঈসা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।

٤٠٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُوْنَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ *

৪০৬৭. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা)-এর নিকট 'যুত্ত' পাহাড়ের কিছু লোক আনা হলো, যারা মূর্তি-পূজা করতো। তিনি তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।

٤٠٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْكُمْ فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا فَأُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ *

৪০৬৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে ইয়ামনে সুবেদার করে পাঠান। পরে তিনি মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে পাঠান। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন ঃ হে জনগণ ! আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত হিসেবে

এসেছি। আবূ মূসা আশআরী (রা) তাঁর বসার জন্য একটি বালিশ স্থাপন করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে প্রথমে ইয়াহূদী ছিল, পরে মুসলমান হওয়ার পর কাফির হয়ে যায়। মু'আয (রা) বললেন ঃ এই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসবো না। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। এরপর যখন তাঁকে হত্যা করা হয়, তখন তিনি বসেন।

٤٠٦٩. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَأَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ وَأَمَّا مَقِيسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِي السُّوقِ فَقَتَلُوهُ وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ أَخْلِصُوا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لاَتُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هٰهُنَا فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَاللّٰهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إِلاَّ الإِخْلاَصُ لاَيُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ اللّٰهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ أَنْ آتِيَ مُحَمَّدًا ﷺ حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ فَلأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا فَجَاءَ فَأَسْلَمَ وَأَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هٰذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلَهُ فَقَالُوا وَمَا يُدْرِينَا يَارَسُولَ اللّٰهِ مَافِي نَفْسِكَ هَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لاَيَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ *

৪০৬৯. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলকে নিরাপত্তা দান করেন, কিন্তু তিনি চারজন পুরুষ এবং দু'জন নারী সম্পর্কে বলেন ঃ তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে ; যদিও তারা কা'বার পর্দা ধরে থাকে। তারা

হলো ঃ ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খতল, মিকইয়াস ইব্‌ন সুবাবা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারহ্। আবদুল্লাহ ইব্‌ন খতলকে কা'বার গিলাফের সাথে লাগা অবস্থায় পাওয়া গেল এবং তাকে হত্যা করার জন্য দুই ব্যক্তি ছুটে গেল। একজন হলো, সাঈদ ইব্‌ন হুরায়স অন্যজন হলেন, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)। সাঈদ ছিলেন জওয়ান, তিনি আগে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। আর মিকইয়াস ইব্‌ন সুবাবাকে লোকেরা বাজারে পেল এবং তারা তাকে হত্যা করলো। আর ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল জাহাজে আরোহণ করে সমুদ্র পার হতে গেলে জাহাজ তুফানের কবলে পড়লো। জাহাজের লোক বললো, এখন তোমার একনিষ্ঠ ভাই আল্লাহকে ডাক। কেননা, তোমরা যে মূর্তির পূজা কর তারা তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। ইকরামা বললো ঃ আল্লাহর কসম ! যদি সমুদ্রে তিনি ব্যতীত আমাকে আর কেউ রক্ষা করতে না পারেন ; তবে স্থলভাগেও তিনি ছাড়া আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট ওয়াদা করছি, যদি আপনি আমাকে এই মুসীবত হতে নাজাত দেন তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হবো এবং আমি তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবো। আমার ধারণা, তিনি আমায় ক্ষমা করবেন এবং রহম করবেন। পরে তিনি এসে মুসলমান হয়ে যান। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সারাহ্ উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের বায়'আত এর জন্য আহ্বান করলেন, তখন উসমান (রা) তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাজির করে দিলেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আব্দুল্লাহর বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি মাথা উঠিয়ে তিনবার আবদুল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি করলেন। তিন বারের পর তিনি তার বায়'আত গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোন বুদ্ধিমান লোক কি ছিল না যে, যখন আমি তার বায়'আত গ্রহণ করছিলাম না, তখন এসে তাকে হত্যা করতো ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার মনের কথা আমরা কি করে জানবো ? আপনি চক্ষু দ্বারা কেন ইশারা করলেন না ? তিনি বললেন, নবীর মর্যাদার অনুকূল নয় যে, বাহ্যত চুপ থেকে চোখে ইঙ্গিত করবে।

تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

মুরতাদ-এর তাওবা

٤٠٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَأَنَا دَاوُدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَاَرْسَلَ اِلَى قَوْمِهِ سَلُوْلِي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَجَاءَ قَوْمُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَاِنَّهُ اَمَرَنَا اَنْ نَسْاَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَنَزَلَتْ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ اِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَاَسْلَمَ *

৪০৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক আনসারী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গেল এবং মুশরিকদের সাথে মিলিত হলো। পরে

সে লজ্জিত হয়ে নিজের কওমকে বলে পাঠালো ঃ তোমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা কর, আমার কি তাওবা করার সুযোগ আছে ? তার কওমের লোক নবী ﷺ-কে বললো ঃ অমুক ব্যক্তি লজ্জিত হয়েছে, এখন কি তার তাওবা কবুল হয়েছে ? তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ - اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ অর্থ ঃ ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর ....আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (৩ ঃ ৮৬-৮৯)

٤٠٧١. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ إِلٰى قَوْلِهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَنُسِخَ وَاسْتَثْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ سَرْحٍ الَّذِيْ كَانَ عَلٰى مِصْرَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَجَارَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৪০৭১. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নাহলের এ আয়াত ঃ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ إِلٰى قَوْلِهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ মনসূখ হয়ে গেছে।[১] এদের মধ্যের কিছু লোককে বাদ দেয়া হয়েছে, যাদের কথা পরের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। সে আয়াত হলো ঃ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.[২] এই আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারহ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়, যিনি মিসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুহরী ছিলেন। পরে তিনি শয়তানের প্ররোচনায় কাফিরদের সাথে মিলিত হন। মক্কা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। এ সময় উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তার নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْحُكْمُ فِيْمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ -

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মন্দ বলার শাস্তি

٤٠٧٢. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ قَالَ كُنْتُ أَقُوْدُ رَجُلاً أَعْمٰى فَانْتَهَيْتُ

১. ১৬ ঃ ১০৬ আয়াত। ২. ১৬ ঃ ১১০ আয়াত।

إلى عِكْرِمَةَ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَسُبُّهُ فَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيهِ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَأَصْبَحَتْ قَتِيلاً فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلاَّ قَامَ فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ‏.‏

৪০৭২. উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় এক অন্ধ লোক ছিল। তার এক দাসী ছিল, যার গর্ভে তার দুই ছেলে জন্মে। সে দাসী সর্বদাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথা উল্লেখ করে তাঁকে মন্দ বলতো। অন্ধ ব্যক্তিটি তাকে এজন্য তিরস্কার করতো, কিন্তু সে একরাত্রে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে তাঁকে মন্দ বললো : অন্ধ ব্যক্তিটি বলেন : আমার তা সহ্য না হওয়ায় আমি একটি হাতিয়ার নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলে, সে মারা গেল। ভোরে লোক তাকে মৃতাবস্থায় দেখে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে জানালে তিনি সকল লোককে একত্রিত করে বললেন : আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বলছি, যে এমন কাজ করেছে সে আসুক। একথা শুনে ঐ অন্ধ ব্যক্তি ভয়ে উঠে এসে হাযির হলো এবং বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই কাজ করেছি। সে আমার বাঁদী ছিল, আমার অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিল, সঙ্গিনী ছিল। তার গর্ভের আমার দুটি ছেলে রয়েছে। যারা মুক্তাসদৃশ কিন্তু সে প্রায় আপনাকে মন্দ বলতো, গালি দিত। আমি নিষেধ করলেও সে কর্ণপাত করতো না। তিরস্কার করলেও সে নিবৃত্ত হতো না। অবশেষে গত রাতে সে আপনার উল্লেখ করে আপনাকে মন্দ বলতে আরম্ভ করলে আমি একটি অস্ত্র উঠিয়ে তার পেটে রেখে চেপে ধরি, তাতে সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক, ঐ দাসীর খুনের রক্তের কোন বিনিময় নেই।

٤٠٧٣ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُدَامَةَ ابْنِ عَنَزَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُلْتُ أَقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَذَا لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ‏.‏

৪০৭৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আবূ বরযা আস্‌লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কে মন্দ বললে, আমি বললাম ঃ আমি কি তাকে হত্যা করবো ? তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ এই মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত আর কারো জন্য নেই।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الْاَعْمَشِ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীস সম্পর্কে আ'মাশের মতপার্থক্য

٤٠٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ قَالَ تَغَيَّظَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِاَضْرِبَ عُنُقَهُ اِنْ اَمَرْتَنِى بِذٰلِكَ قَالَ اَفَكُنْتَ فَاعِلاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لاَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِى الَّتِى قُلْتُ غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَاكَانَ لِاَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ *

৪০৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) ---- আবূ বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) কারো উপর রাগান্বিত হলে, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! এ ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ কেন ? আমি বললাম ঃ আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব, যদি আপনি আমাকে একাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি বললেন ঃ যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তোমাকে আদেশ করতাম। আল্লাহ্‌র কসম ! একথায় তার ক্রোধ দমিত হলো ; পরে তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ -এর পর কারো জন্য এই মর্যাদা নেই।

٤٠٧٥. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ تَغَيَّظُ عَلَيْهِ قَالَ وَلِمَ تَسْأَلُ قُلْتُ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ لاَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِى غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَاكَانَتْ لِاَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ *

৪০৭৫. আবূ দাঊদ (র) ---- আবূ বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট দিয়ে গেলাম, সে সময় এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত ছিলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! এই ব্যক্তি কে ? যার উপর রাগান্বিত হয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি কেন তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছো ? আমি বললাম ঃ কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আমার কথা শুনে তাঁর রাগ প্রশমিত হলো। এরপর তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ -এরপর ইহা কারো জন্য নয়।

٤٠٧٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ لَوْ أَمَرْتَنِي لَفَعَلْتُ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَاكَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ *

৪০৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- আবূ বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা) এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হলেন, তখন আবূ বরযা (রা) বললেন ঃ যদি আপনি আমাকে আদেশ করেন, তবে অবশ্যই আমি তাকে হত্যা করবো। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর কারো জন্য মর্যাদা নেই।

٤٠٧٧. أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ غَضِبَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَغَيَّرَ لَوْنُهُ قُلْتُ يَاخَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَئِنْ أَمَرْتَنِي لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَكَأَنَّمَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا بَرْزَةَ وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَبُو نَصْرٍ وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ خَالَفَهُ شُعْبَةُ *

৪০৭৭. মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ আশ'আরী (র) ---- আবূ বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) এক ব্যক্তির উপর প্রচণ্ড রাগান্বিত হলে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন আমি বলি ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা ! আল্লাহ্‌র কসম ! আপনি যদি আমাকে আদেশ দেন, তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আমার একথায় যেন তাঁর উপর ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো এবং সে ব্যক্তির উপর থেকে তাঁর রাগ চলে গেল। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ হে আবূ বরযা ! তোমার মাতা তোমার উপর ক্রন্দন করুক ! বস্তুত এ মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর আর কারো জন্য নেই।

٤٠٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو نَصْرٍ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَأَسْنَدَهُ *

৪০৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- আবূ বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি এক ব্যক্তিকে তিরস্কার করছেন। আর ঐ লোকটিও তার কথার উত্তর কঠোর ভাষায় দিতেছিল। আমি বললাম ঃ আমি কি ঐ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেব না ? এতে তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর এটা আর কারো জন্য বৈধ নয়।

٤٠٧٩. أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ قُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ أَضْرَبَ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ مَا قُلْتَ وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ قُلْتُ ذَكِّرْنِيهِ قَالَ أَمَا تَذْكُرُ مَا قُلْتَ قُلْتُ لَا وَاللّٰهِ قَالَ أَرَأَيْتَ حِينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَمَا تَذْكُرُ ذٰلِكَ أَوَ كُنْتَ فَاعِلًا ذٰلِكَ قُلْتُ نَعَمْ وَاللّٰهِ وَالْآنَ إِنْ أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ قَالَ وَاللّٰهِ مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ الْأَحَادِيثِ وَأَجْوَدُهَا وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ۔

৪০৭৯. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ বরযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমরা আবূ বকর (রা)-এর নিকট ছিলাম। এ সময় তিনি একজন মুসলমান লোকের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। এ অবস্থা দেখে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব? আমার হত্যা করার কথার পর, তিনি একথা ছেড়ে অন্য কথা আরম্ভ করলেন, আমরা সেখান হতে ফিরে আসলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ হে আবূ বরযা! তুমি কি বলেছিলে? তিনি বললেন ঃ তুমি যা বলেছিলে, তা কি তোমার স্মরণ নেই? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্র কসম! না। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমাকে এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হতে দেখেছিলে, তখন তুমি বলেছিলে ঃ হে রাসূলের খলীফা! আমি কি ঐ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেব কি না? তুমি কি ঐরূপ করতে চাও? আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই। এখনও যদি আপনি আদেশ করেন, তবে আমি তাকে হত্যা করবো। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পর এ মর্যাদা আর কারো জন্য নেই।

* * *

اَلسِّحْرُ

যাদুর বর্ণনা

٤٠٨٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلِمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هٰذَا النَّبِيِّ ﷺ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

وَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَلاَ تَسْحَرُوا وَلاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلاَ تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلاَ تَوَلُّوا يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بِأَنْ لاَ يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ *

৪০৮০. মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) - - - - সফওয়ান ইবন আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী নিজ সাথীকে বললো : চল এই নবীর কাছে যাই। সাথী ইয়াহুদী বললো : তাকে নবী বলো না, যদি সে তোমার কথা শুনতে পায়, তবে সে খুশীতে আত্মহারা হবে। এরপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে দান করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন : আল্লাহ্র সাথে কারো শরীক করো না, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, আর যে জীবন আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, আর অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়ার জন্য কাউকে হাকিমের কাছে নিও না, যাদু করো না, সুদ খাবে না, পবিত্রা নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ দেবে না, জিহাদের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। এই নয়টি আদেশ, আর একটি আদেশ তো তোমরা ইয়াহুদীদের সাথে সম্পর্কিত, তা এই যে, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করবে না। একথা শুনে ঐ ইয়াহুদীদ্বয় তাঁর হস্ত ও পদদ্বয়ে চুমু খেল। আর তারা বললো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি একজন নবী। তিনি বললেন : তাহলে আমার অনুসরণে তোমাদের বাধা কোথায়? তারা বললো : দাউদ (আ) দু'আ করেছিলেন যে, তার বংশে সর্বদা একজন নবী হবেন। তাই আমরা ভয় করছি যদি আমরা আপনার অনুসরণ করি, তাহলে ইয়াহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

الْحُكْمُ فِي السَّحَرَةِ

যাদুকর সম্পর্কে হুকুম

٤٠٨١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ *

৪০৮১. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গিরা দিয়ে তাতে ফুঁক দেয়, সে যাদু করলো, আর যে যাদু করলো, সে মুশরিক হলো। আর যে ব্যক্তি গলায় কিছু ঝুলায়, সে তার জিম্মায় থাকে।

سِحْرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

কিতাবী যাদুকরদের বর্ণনা

٤٠٨٢. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ يَعْنِي يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَاشْتَكَى لِذَٰلِكَ أَيَّامًا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَخْرَجُوهَا فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِذَٰلِكَ الْيَهُودِيِّ وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ ‌•

৪০৮২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাদু করেছিল, যে কারণে কয়েকদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর নিকট এসে বললেন : এক ইয়াহুদী আপনার উপর যাদু করেছে। গিরা দিয়ে তা অমুক কূপের মধ্যে রেখেছে। তিনি সেখানে লোক পাঠালে, তারা ঐ গিরাযুক্ত বস্তু নিয়ে আসলো। তখন নবী ﷺ এমনভাবে দাঁড়ালেন, যেন তিনি বন্ধনমুক্ত। তিনি ঐ ইয়াহুদীর নিকট এ ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসা করলেন না, আর ঐ ইয়াহুদীও তাঁর চেহারায় এর চিহ্ন দেখতে পেল না।

مَا يَفْعَلُ مَنْ تُعُرِّضَ لِمَالِهِ

কেউ মাল ছিনিয়ে নিতে চাইলে কি করবে ?

٤٠٨٣. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يَأْتِينِي فَيُرِيدُ مَالِي قَالَ ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ ‌•

৪০৮৩. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - কাবুস ইব্‌ন আবুল মুখারিক (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো যে, যদি কেউ আমার মাল লুট করতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাও। সে ব্যক্তি বললো ঃ যদি সে আল্লাহ্‌কে ভয় না করে ? তিনি বললেন ঃ তবে তুমি তোমার অন্যান্য মুসলিম পড়শীর সাহায্য গ্রহণ কর। সে বললো ঃ যদি ঐরূপ কোন মুসলিম প্রতিবেশী আমার না থাকে, তবে ? তিনি বললেন ঃ তবে তুমি শাসকের আশ্রয় গ্রহণ করবে। সে বললো ঃ যদি শাসকও দূরে থাকে ? তিনি বললেন ঃ তবে তুমি তোমার মালের রক্ষার্থে জিহাদ করবে ; কেননা যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি শহীদ হবে, আর না হয় স্বীয় মাল রক্ষা করতে পারবে।

٤٠٨٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ *

৪০৮৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি কোন ব্যক্তি জোরপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে আল্লাহ্‌র কসম দিবে। সে বললো ঃ যদি সে তা না মানে ? এভাবে তিনি তিনবার বললেন, তা হলে তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি বেহেশতে যাবে, আর যদি সে মারা যায়, তবে সে দোযখে যাবে।

٤٠٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَانْشُدْ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ *

৪০৮৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্বক আমার মাল ছিনিয়ে নিতে আসে, তখন আমি কি করবো ? তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে আল্লাহ্‌র কসম দিবে। সে বললো ঃ যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে আল্লাহ্‌র কসম দিবে। সে বললো ঃ যদি সে তা না মানে ? তিনি বললেন ঃ তখন তুমি তার সাথে যুদ্ধ করবে। যদি তুমি নিহত হও, তবে তুমি জান্নাতে যাবে, আর যদি ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষার্থে মারা যায়

٤٠٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٨٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي يُوْنُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে শহীদ হয়, সে শহীদ।

٤٠٨٨. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ الْجَنَّةُ *

৪০৮৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাযালা ইব্‌ন ইবরাহীম নিশাপুরী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।

٤٠٨٩. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৮৯. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হুযায়ল (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মাল-সম্পদ রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

٤٠٩٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ *

৪০৯০. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যার মাল কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিতে চায়, আর সে যুদ্ধ করে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٩١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯১. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

٤٠٩٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لِإِسْحٰقَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٩٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ মাল রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।

٤٠٩٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ *

৪০৯৪. আহমদ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার্থে মারা যায়, সে শহীদ।

٤٠٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِيْثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ‌*

৪০৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবু জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুলুমের কারণে মারা যায়, সে শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ أَهْلِهِ

পরিবার-পরিজনের রক্ষার্থে যুদ্ধ

٤٠٩٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ‌*

৪০৯৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সেও শহীদ এবং যে নিজ পরিবারের লোকের জন্য যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ دِيْنِهِ

যে ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করে

٤٠٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ‌*

৪০৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে' (র) ---- সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ মাল রক্ষার্থে যুদ্ধ করে মারা যায়, সে শহীদ। আরব যে ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ আর যে ব্যক্তি তার ধর্ম ইসলাম রক্ষা করার জন্য নিহত হয়, সেও শহীদ। এমনিভাবে যে নিজ প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সেও শহীদ।

مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ

যে ব্যক্তি অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যায়

٤٠٩٨. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ ابْنِ مُقَرِّنٍ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *

৪০৯৮. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) ---- আবূ জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুকাররেন-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, সে সময় তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুলুম-এর প্রতিরোধ করতে গিয়ে মরা যায়, সে শহীদ।

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ

যে ব্যক্তি তলোয়ার চালাতে থাকে

٤٠٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ *

৪০৯৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তলোয়ার বের করে লোকের উপর তা চালায়, তার রক্ত বৃথা যাবে।

٤١٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ *

৪১০০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- ইব্‌ন যুবায়র (রা) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইহা মারফু' হাদীস নয়।

٤١٠١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ *

৪১০১. আবূ দাউদ (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অস্ত্র উঠিয়ে চালাবে, তার রক্ত বৃথা যাবে।

٤١٠٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ‏.‏

৪১০২. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে আমাদের উপর অস্ত্র চালায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٤١٠٣. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْوَجْنَتَيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ‏.‏

৪১০৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইয়ামন থেকে কিছু মাটি মিশ্রিত সোনা পাঠান, তিনি তা আকারা ইব্‌ন হাবিস হানযালী (রা) মুজাশি গোত্রের এক ব্যক্তি, উয়ায়না ইব্‌ন বাদর আল ফাযারী আকলামা ইব্‌ন উলাছা আমিরী এবং বনু কিলাবের এক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেন। এরপর তিনি যায়দ খাইলতায়ী এবং নাবহান গোত্রের এক ব্যক্তিকে দেন। এতে কুরায়শ এবং আনসারী লোক ক্রোধান্বিত হয়। তারা বলে : আপনি নজদের নেতাদের দিলেন, আমাদের দিলেন না। তিনি বললেন : যেহেতু তারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের মন রক্ষার্থে তাদেরকে দিলাম। আর তোমরা তো পূর্বে মুসলমান হয়েছ। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো যার চক্ষু কোটরাগত এবং গলা ফুলা ছিল এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট মাথা মুড়ানো ছিল। সে বললো : হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তিনি বললেন : যদি আমিই আল্লাহ্‌র নাফরমানী করি, তবে আর কে তাঁর অনুসরণ করবে? আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জগতবাসীদের মধ্যে আমীনরূপে সৃষ্টি করেছেন, আর

তোমরা আমার মর্যাদা রক্ষা কর না। এমন সময় লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলে তিনি নিষেধ করেন। যখন সে ব্যক্তি চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তার বংশে এমন কিছু লোক জন্ম নিবে, তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলার নীচে নামবে না, তারা ধর্ম থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর জন্তুর শরীর ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দেবে। আমি যদি তাদেরকে পাই, তবে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো, যেমন আদ বংশের লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

٤١٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَايُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٭

৪১০৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ শেষ যুগে এমন কিছু লোক জন্ম নেবে যারা হবে অল্পবয়স্ক এবং জ্ঞানহীন। প্রকাশ্যে তারা ভাল কথা বলবে, কিন্তু ঈমান তাদের গলার নীচে যাবে না। তারা ধর্ম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যস্থল ভেদ করে যায়। তোমরা তাদেরকে দেখতে পেলে হত্যা করবে। কেননা, তাদের হত্যা করা হলে কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান পাওয়া যাবে।

٤١٠٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيْتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ مَاعَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُوْمُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ وَاللّٰهِ لَاتَجِدُوْنَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هٰذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ لَايَزَالُوْنَ يَخْرُجُوْنَ

حَتّٰى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ شَرِيْكُ ابْنُ شِهَابٍ لَيْسَ بِذَالِكَ الْمَشْهُوْرِ *

৪১০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - শরীক ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার আকাঙ্খা ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন সাহাবীর সাথে মিলিত হবো এবং খারিজীদের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। ঘটনাক্রমে ঈদের দিন আবূ বরযা আসলামী (রা)-কে তাঁর কয়েকজন সাথীর সাথে দেখলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি খারেজীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু শুনেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি নিজের কানে শুনেছি, চক্ষে দেখেছি। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু মাল আসে। তা তাঁর ডান দিকের এবং বামদিকের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং যারা তাঁর পিছনে ছিল, তিনি তাদেরকে কিছুই দিলেন না। তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি ইনসাফের সাথে বণ্টন করেন নি। সে ছিল কাল রংবিশিষ্ট। মুড়ানো মাথা এবং সাদা কাপড় পরিহিত। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতিশয় রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমরা কাউকে আমার পরে আমার থেকে অধিক ইনসাফকারী দেখতে পাবে না। পরে তিনি বললেন ঃ শেষ যুগে এমন কতক লোকের আবির্ভাব হবে, মনে হয় এই ব্যক্তিও ঐ সকল লোকের মধ্য হবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলার নীচে ঢুকবে না। তারা ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার হতে বের হয়ে যায়। তাদের চিহ্ন হলো তাদের মাথা মুড়ানো থাকবে। তারা এভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে এবং তাদের শেষ দলটি দজ্জালের সাথে বের হবে। যদি তোমরা তাদের পাও, তবে তাদের হত্যা করবে। কেননা, তারা সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে মন্দ।

قِتَالُ الْمُسْلِمِ

মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করা

٤١٠٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ *

৪১০৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা কুফরী এবং তাদের গালি দেয়া পাপ।

٤١٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১০৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।

٤١٠٨. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ يَا أَبَا إِسْحٰقَ أَمَا سَمِعْتَهُ إِلَّا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْأَسْوَدِ وَهُبَيْرَةَ *

৪১০৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন হাকিম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।

٤١٠٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১০৯. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।

٤١١٠. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১১০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।

٤١١١. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِحَمَّادٍ سَمِعْتُ مَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ وَزُبَيْدًا يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مَنْ تَتَّهِمُ أَتَتَّهِمُ مَنْصُورًا أَتَتَّهِمُ زُبَيْدًا أَتَتَّهِمُ سُلَيْمَانَ قَالَ لَا وَلٰكِنِّي أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلٍ *

৪১১১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - শু'বা (রা) বলেন ঃ আমি হাম্মাদকে বললাম ঃ আমি মনসুর, সুলায়মান এবং যুবায়দ হতে শুনেছি। তারা আবূ ওয়ায়েল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। আর তুমি কার উপর অপবাদ দিতেছ ? মনসুর, যুবায়দ না সুলায়মানের উপর ? তিনি বললেন ঃ না, আমি আবূ ওয়ায়েলের উপর অপবাদ দিচ্ছি।

٤١١٢. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ قُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ *

৪১১২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - যুবায়দ (র) আবূ ওয়ায়েল (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। আমি আবূ ওয়ায়েলকে বললাম ঃ আপনি কি আবদুল্লাহ্ (রা) হতে শুনেছেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٤١١٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১১৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।

٤١١٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *

৪১১৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী।

٤١١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ *

৪১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের সাথে যুদ্ধ করা কুফরী এবং তাকে গালি দেয়া পাপ।

اَلتَّغْلِيْظُ فِيْمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ

অন্ধ বা বিদ্রোহীদের পতাকার নীচে যে যুদ্ধ করে তার সম্পর্কে

٤١١٦. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ غَيْلاَنَ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلٰى اُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَيَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُوا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ اَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ *

৪১১৬. বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য হতে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দল ত্যাগ করে, আর এই অবস্থায় মারা যায়, সে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। যে ব্যক্তি আমার উম্মত হতে বের হয়ে ভাল-মন্দ

লোকদেরকে হত্যা করে এবং মুসলমানকেও ছাড়ে না। আর যার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তার সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে না, তার সাথে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা এবং বিদ্রোহীতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে, আর লোকদেরকে ব্যক্তি স্বার্থের দিকে আহ্বান করে এবং তার ক্রোধ আত্ম স্বার্থের জন্যই হয়, পরে সে নিহত হয়; তবে তার মৃত্যু জাহিলীয়তের মৃত্যু হবে।

٤١١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ ◆ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ◆

৪১১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার পতাকার নীচে যুদ্ধ করে বা নিজের কওমের স্বার্থে যুদ্ধ করে, আর এর জন্যই তার ক্রোধ জন্মে; তবে তার মৃত্যু হবে জাহিলীয়তের মৃত্যু।

تَحْرِيْمُ الْقَتْلِ

মুসলমানকে হত্যা করা হারাম

٤١١٨. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا ◆

৪১১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন গায়লান (র) ---- আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের উপর হাতিয়ার উত্তোলন করে, তবে তারা উভয়েই জাহান্নামের প্রান্তে পৌঁছে যায়। এরপর যদি হত্যা করে, তবে তারা উভয়েই দোযখে প্রবেশ করবে।

٤١١٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلاَنِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ ◆

৪১১৯. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দুই মুসলমান ব্যক্তি একে অন্যের উপর অস্ত্র উঠায়, তবে তারা উভয়ে দোযখের নিকট পৌঁছে যায়। আর যখন তারা একে অন্যকে হত্যা করে তখন তারা উভয়ে দোযখে যাবে।

٤١٢٠. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ‎*

৪১২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দুই মুসলমান তরবারী নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তবে তারা উভয়ে দোযখে যাবে। কেউ বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হত্যাকারী তো দোযখে যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন দোযখে যাবে? তিনি বললেন ঃ সে তার সাথীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল।

٤١٢١. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ مِثْلَهُ سَوَاءً ‎*

৪১২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ মূসা আশআরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তবে তারা উভয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। কেউ বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হত্যাকারী তো দোযখে যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন যাবে? তিনি বললেন ঃ তার নিয়ত ছিল, সে তার সাথীকে হত্যা করবে।

٤١٢٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ أَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ‎*

৪১২২. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী মিস্‌সিসী (র) ---- আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং তাদের প্রত্যেকেই অন্যকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তারা উভয়ে দোযখে যাবে। কেউ বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হত্যাকারী তো যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন যাবে? তিনি বললেন ঃ সেও তার সাথীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।

٤١٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْتَقَى

الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ *

৪১২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একজন অন্যজনকে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

٤١٢٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *

৪১২৪. আহমদ ইব্‌ন ফাযালা (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখে যাবে।

٤١٢٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ *

৪১২৫. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একজন অন্যজনকে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

٤١٢٥ (الف). أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *

৪১২৫(ক). মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন দুইজন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং একে অন্যকে হত্যা করে, তখন উভয়েই দোযখী। এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হত্যাকারীর অবস্থা তো এই, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন দোযখে যাবে? তিনি বললেন ঃ সেও তার সাথীকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল।

٤١٢٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১২৬. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না এবং একে অন্যের গর্দান উড়াবে না।

٤١٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلاَجِنَايَةِ أَخِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ *

৪১২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না এবং একে অন্যের গলা কাটিবে না। আর কোন ব্যক্তিকে তার পিতা বা ভাই-এর অপরাধে অভিযুক্ত করা যাবে না।

٤١٢٨. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَلاَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ *

৪১২৮. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না এবং একে অন্যের গলা কাটিবে না। আর কোন ব্যক্তিকে তার পিতা বা ভাই-এর অপরাধে পাকড়াও করা যাবে না।

٤١٢٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ لاَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ هٰذَا الصَّوَابُ *

৪১২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র) - - - - মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না যে, একে অন্যের গলা কাটিতে আরম্ভ করবে। আর কোন ব্যক্তিকে তার পিতা ও ভাইয়ের অপরাধে পাকড়াও করা যাবে না।

٤١٣٠. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا مُرْسَلٌ *

৪১৩০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) ---- মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না।

٤١٣١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১৩১. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) ---- আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট হয়ো না এবং একে অপরের গর্দান উড়াবে না।

٤١٣٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ قَالَ لاَتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- জরীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের দিন লোকদেরকে চুপ করান। এরপর তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার পরে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, একে অন্যের গর্দান উড়িয়ে দিতে উদ্যত হবে।

٤١٣٣. أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ أُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *

৪১৩৩. আবূ উবায়দা (র) ---- জরীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তিনি লোকদেরকে চুপ করান, এরপর বলেন ঃ আমি যেন তোমাদেরকে আমার পরে কাফির হয়ে যেতে না দেখি যে, তোমরা একে অন্যের গর্দান উড়াতে উদ্যত হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ

অধ্যায় ঃ যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন সম্পর্কে

٤١٣٤ - أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ حِيْنَ خَرَجَ فِيْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى لِمَنْ تُرَاهُ قَالَ هُوَ لَنَا لِقُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُوْنَ حَقِّنَا فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ وَكَانَ الَّذِيْ عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيْنَ نَاكِحَهُمْ وَيَقْضِيَ عَنْ غَارِمِهِمْ وَيُعْطِيَ فَقِيْرَهُمْ وَأَبٰى أَنْ يَزِيْدَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ ●

৪১৩৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ---- ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত যে, খারেজী নেতা নাজদা হারুরী যখন আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা)-এর ফিতনার সময়ে আবির্ভূত হয়, তখন সে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের নিকট বলে পাঠায় যে, নিকট আত্মীয়দের অংশ কে কে পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন ? তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটাত্মীয় আমরাই পাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্যেই তা বণ্টন করেছেন। উমর (রা) আমাদেরকে কিছু দিতে চাইলে আমরা দেখলাম যে, তা আমাদের প্রাপ্য অপেক্ষা কম। তখন আমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। তিনি তা দ্বারা তাদের বিবাহের ব্যাপারে সাহায্য এবং করয আদায় করার ব্যাপারে এবং তাদের মধ্যে যে অভাবগ্রস্ত তাদের দিতে চেয়েছিলেন, আর এর অধিক দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

٤١٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَيُحْذِيَ مِنْهُ عَائِلَنَا وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا وَأَبَى ذَلِكَ فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ ‏.‏

৪১৩৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাজদা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে লিখেন যে, নিকট আত্মীয়দের অংশ কারা পাবে ? ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয (রা) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পক্ষ হতে নাজদাকে জবাবে লিখলাম ঃ তুমি আমার কাছে নিকট আত্মীয়দের অংশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ, তা আহ্‌লে বায়তের জন্য। উমর (রা) আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি এর দ্বারা আমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেবেন, আমাদের মাঝে যারা গরীব, তাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের মাঝে যারা ঋণী, তাদের ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। আমরা তা অস্বীকার করি। একথার উপর যে, তা আমাদেরকে দিতে হবে। আর তিনি তা দিতে অস্বীকার করলে- আমরা তা তাঁর উপর ছেড়ে দেই।

٤١٣٦ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ حَقُّ الرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الإِسْلاَمِ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوءِ ‏.‏

৪১৩৬. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - আওযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা) উমর ইব্‌ন ওয়ালীদকে লিখলেন ঃ তোমার পিতার খুমুসের অংশে সম্পূর্ণই তোমার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার পিতার অংশ মুসলমানদের এক ব্যক্তির অংশের সমান ছিল। আর তাতে আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের, নিকট আত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের হক ছিল, আর কিয়ামতের দিন তোমার পিতার কাছে কত দাবীদার হবে। আর যার বিরুদ্ধে এত অধিক দাবীদার হবে, তার নিস্তার কিভাবে হবে ? আর তুমি যে বাদ্যযন্ত্র ও সেতার বের করেছ, তা তো ইসলামে বিদআত। আর আমি স্থির করেছি যে, তোমার নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব, যে তোমার মাথার চুল ধরে টানবে।

٤١٣٧ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ

الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حُنَيْنٍ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فَقَالاَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا
مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا قَالَ
جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ
الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ •

৪১৩৭. আব্দুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আব্দুল হাকাম (র) - - - - জুবায়র ইবন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে হুনায়নের মালের ব্যাপারে বললেন, যা তিনি বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। তারা দু'জন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাদের ভাই বনূ আবদুল মুত্তালিবকে দান করলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরাও আপনার ঐরূপ আত্মীয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ আমি তো বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। জুবায়র ইবন মুতয়িম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আবদ শামস ও বনূ নওফলকে তা থেকে কিছুই দিলেন না। যেমন তিনি বনূ হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবকে দিলেন।

٤١٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ
بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ
وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ •

৪১৩৮. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে হুনায়নের মালের ব্যাপারে বললেন, যা তিনি বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। তারা দু'জন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাদের ভাই বনূ আবদুল মুত্তালিবকে দান করলেন এবং আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরাও আপনার ঐরূপ আত্মীয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তারা জাহেলিয়াতে

এবং ইসলামে আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমি তো বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবকে একই মনে করি। জুবায়র ইব্ন মুতয়িম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আবদ শামস ও বনূ নওফলকে তা থেকে কিছুই দিলেন না। যেমন তিনি বনূ হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবকে দিলেন।

٤١٣٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيْرٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَايَحِلُّ لِيْ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هٰذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اسْمُ أَبِيْ سَلَّامٍ مَمْطُوْرٌ وَهُوَ حَبَشِيٌّ وَاسْمُ أَبِيْ أُمَامَةَ صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪১৩৯. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ---- উবাদা ইব্ন ছামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়নের দিন একটি উটের কিছু পশম নিলেন। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল ! আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত এটুকুও নেয়াও আমার জন্য হালাল নয়, খুমুস ছাড়া। আর আমার খুমুস তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

٤١٤٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَى بَعِيْرًا فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هٰذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ *

৪১৪০. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) ---- আমর ইব্ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি উটের নিকট গিয়ে তার কুঁজ হতে একটি পশম তার দুই আঙ্গুলের মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ যুদ্ধলব্ধ মালের পঞ্চমাংশ ব্যতীত আমার জন্য এতটুকুও নেই। আর আমার পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

٤١٤١. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ

عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ *

৪১৪১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নযীরের সম্পদ তাঁর রাসূল-কে গনীমতের মাল হিসেবে দান করেছেন। মুসলমানগণ তা পেতে ঘোড়াও দৌড়ায়নি এবং উটও না। তিনি তা থেকে এক বছরের খরচ নিজের জন্য নিতেন এবং অবশিষ্ট মাল যুদ্ধের জন্য ঘোড়া, হাতিয়ার এবং জিহাদের উপকরণ ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতেন।

٤١٤٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسٰى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُورَثُ *

৪১৪২. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হারিছ (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট তাঁর মীরাস চাওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠান, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদকা এবং খায়বরের খুমুস থেকে রেখে যান। আবূ বকর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাদের কোন ওয়ারিস নেই, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকা।

٤١٤٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى قَالَ خُمُسُ اللّٰهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَيَصْنَعُ بِهِ مَاشَاءَ *

৪১৪৩. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ---- আতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : জেনে রাখ যে, তোমরা যুদ্ধে যা লাভ কর, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র রাসূলের, আর তাঁর আত্মীয়দের। এখানে আল্লাহ্‌র পঞ্চমাংশ এবং রাসূলের পঞ্চমাংশ একই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে লোকদের সওয়ারীর ব্যবস্থা করতেন, লোকদের দান করতেন। যেখানে ইচ্ছা খরচ করতেন এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করতেন।

٤١٤٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسٰى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ قَالَ هٰذَا مَفَاتِحُ كَلاَمِ اللّٰهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لِلّٰهِ قَالَ اخْتَلَفُوا فِي هٰذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ

سَهْمُ الرَّسُوْلِ وَسَهْمُ ذِى الْقُرْبٰى فَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِى الْقُرْبٰى لِقَرَابَةِ الْخَلِيْفَةِ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلٰى اَنْ جَعَلُوْا هٰذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِى الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَكَانَا فِى ذٰلِكَ خِلاَفَةَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ *

৪১৪৪. আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - কায়স ইবন মুসলিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইবন মুহাম্মদকে وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ এই আয়াতটি আল্লাহ্‌র কালামের প্রারম্ভ, যেমন ঃ বলা হয়ে থাকে দুনিয়া এবং আখিরাত আল্লাহ্‌রই। এতদসত্ত্বেও লোক রাসূলের এবং রাসূলের নিকটাত্মীয়ের অংশের ব্যাপারে মতবিরোধ করলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পরে। কেউ কেউ বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশ তাঁর পরে খলীফার প্রাপ্য। কেউ কেউ বললো ঃ নিকট আত্মীয়দের অংশ খলীফার নিকট-আত্মীয়দের জন্য। অবশেষে সকলে একথায় একমত হলো যে, এই অংশদ্বয় ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করার জন্য ব্যয় হওয়া উচিত। আবূ বকর এবং উমর (রা)-এর সময় এই দুই অংশ এভাবেই ব্যয় হতো।

٤١٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ قَالَ سَاَلْتُ يَحْيٰى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ خُمُسُ الْخُمُسِ *

৪১৪৫. আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন হারিছ (র) - - - - মূসা ইবন আবূ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবন জায্যারকে ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ এ আয়াতে নবী ﷺ -এর জন্য খুমুসে কত অংশ ছিল, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ খুমুসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশে ছিল পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

٤١٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سُئِلَ الشَّعْبِىُّ عَنْ سَهْمِ النَّبِىِّ ﷺ وَصَفِيِّهٖ فَقَالَ اَمَّا سَهْمُ النَّبِىِّ ﷺ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَّا سَهْمُ الصَّفِىِّ فَغُرَّةٌ تُخْتَارُ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ شَاءَ *

৪১৪৬. আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন হারিছ (র) - - - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বী (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশ এবং তাঁর ছফী [১] সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর অংশ তো ছিল একজন মুসলমান এর অংশের সমান। আর 'ছফী'র অংশ হিসেবে তাঁর যা ইচ্ছা তা নেবার ইখতিয়ার ছিল।

---

১. মালে গনীমত বণ্টনের আগে নিজের জন্য ইমাম যা বেছে নেন, তাকে ছফী বলে।

٤١٤٧ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدَمٍ قَالَ كَتَبَ لِي هٰذِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ وَسَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَفِيِّهِ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ●

৪১৪৭. আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইয়াযীদ ইবন শিখখীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিরবাদ নামক স্থানে মুতাররিফের সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি চামড়ার এক টুকরা নিয়ে উপস্থিত হলো এবং বললো ঃ এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে লিখে দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ তা পড়তে পারবে ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমি পড়তে পারবো। তাতে লেখা ছিল ঃ "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-এর পক্ষ হতে বনী যুহায়র ইবন উকাইশ এর প্রতি, তাদের জানা উচিত যদি তারা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল এবং তারা মুশরিক হতে পৃথক হয়ে যায়। আর তারা একথা স্বীকার করে যে, গনীমতের পঞ্চমাংশ নবীর অংশ এবং ছফীও তাঁর, তবে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নিরাপত্তায় থাকবে।

٤١٤٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْخُمُسُ الَّذِي لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَرَابَتِهِ لاَ يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاِبْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذٰلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اللّٰهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلّٰهِ ابْتِدَاءُ كَلاَمٍ لأَنَّ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلاَمَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ وَلَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ لأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الإِمَامِ يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلاَحَ وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً وَمَنْفَعَةً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ

وَالْقُرْآنِ وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ بَيْنَهُمُ الْغَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ كَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ وَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْآمِرُ بِهِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمَ مِسْكِينٍ وَسَهْمَ ابْنِ السَّبِيلِ وَقِيلَ لَهُ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَالْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ يَقْسِمُهَا الْإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ ‎*

৪১৪৮. আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন হারিছ (র) - - - - মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মজীদে যে বলা হয়েছে। খুমুস বা পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্য, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর নিকট আত্মীয়দের জন্য, কারণ তাঁদের জন্য সদকা গ্রহণ করা বৈধ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন আর তাঁর আত্মীয়দের জন্য ছিল পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ। আর ইয়াতীমদের জন্যও ছিল অনুরূপ। আর মুসাফিদের জন্য অনুরূপ এবং নিকট আত্মীয়দের জন্য অনুরূপ অংশ ছিল।

ইমাম নাসাঈ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে নিজের নাম নিয়ে শুরু করে فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ বলেছেন : এটা বাক্যের সূচনা বিশেষ। কারন, সমুদয় বস্তু আল্লাহ্রই। এবং 'ফায়' ও 'খুমুস'-এর ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে নিজের নাম নিয়ে শুরু করেছেন। এর কারণ এই যে, এ দু'টো উত্তম অর্জন। আর সাদাকার ক্ষেত্রে নিজের নাম নিয়ে আরম্ভ করেন নি। বরং বলেছেন : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الآية। অর্থাৎ সাদাকা ফকীরদের জন্য ....। কারণ, সাদাকা মানুষের ময়লা-স্বরূপ। কেউ কেউ বলেন : গনীমতের মালের কিছু অংশ নিয়ে কা'বার মধ্যে রেখে দেওয়া হতো এবং মনে করা হতো, এটাই আল্লাহ্র অংশ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অংশ ইমাম বা শাসক পাবেন। তিনি তা দিয়ে ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করবেন, যাকে দেওয়া ভাল মনে করবেন, দেবেন, যে কাজে সাধারণ মুসলমানের কারীগণকে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আত্মীয়দের অংশ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব পাবেন ; চাই তাঁরা ধনী হন বা দরিদ্র। কেউ কেউ বলেন : তাঁদের মধ্যে যাঁরা দরিদ্র কেবল তাঁরাই পাবেন, ধনীরা পাবেন না। যেমন, ইয়াতীম ও মুসাফিরদের মধ্যে যারা দরিদ্র, তারাই পাবে।

এ মতই আমার কাছে অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু পাওয়ার ক্ষেত্রে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই সমান। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পদ তাদের দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের

মধ্যে বন্টন করেছেন। আর হাদীসে উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে বেশি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কতককে কম।

এই মাসআলায় ইমামগণের কোন মতভেদ আমাদের জানা নেই। যদি কেউ কারো সন্তানদের জন্য নিজের এক-তৃতীয়াংশ মাল প্রদানের ওসীয়ত করে, তাহলে সকল সন্তানই সমান হারে পাবে ; চাই তারা ছেলে হোক বা মেয়ে। এমনিভাবে যদি কোন জিনিস কারো সন্তানদের দেওয়ার জন্য বলা হয়, তাহলে ঐ জিনিস সকল সন্তানই সমান হারে পাবে। অবশ্য যে ব্যক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়, সে যদি পরিষ্কার বলে দেয় যে, অমুক এতটুকু পাবে, আর অমুক এতটুকু পাবে। তাহলে তার কথানুযায়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর ইয়াতীমদের অংশ মুসলমান ইয়াতীমদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এমনিভাবে মুসলমান মিসকীন ও মুসাফিরকে দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর কাউকে দুই অংশ দেওয়া হবে না অর্থাৎ মিসকীন ও মুসাফিরকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে ; তারা মিসকীনের অংশ কিংবা মুসাফিরের অংশ গ্রহণ করবে। গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট চারভাগ ইমাম ঐ মুসলমানদের দেবেন, যারা বালেগ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

٤١٤٩. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن
عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر
يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا فقال الناس افصل بينهما فقال عمر
لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله ﷺ قال لا نورث ما تركنا صدقة قال فقال
الزهري وليها رسول الله ﷺ فأخذ منها قوت أهله وجعل سائره سبيله سبيل المال
ثم وليها أبو بكر بعده ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع ثم
أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله ﷺ
والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما ثم
أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من
امرأتي وإن شاءا أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله ﷺ
والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما وإن أبيا كفيا ذلك ثم قال
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه لهؤلاء وما أفاء

اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ هٰذِهِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً قُرًى عَرَبِيَّةٌ فَدَكُ كَذَا وَكَذَا فَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعَبَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا لَهُ فِىْ هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ اَوْ قَالَ حَظٌّ اِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُوْنَ مِنْ اَرِقَّائِكُمْ وَلَئِنْ عِشْتُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ اَوْ قَالَ حَظُّهُ *

৪১৪৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - - মালিক ইবন আউস উমর (রা)-এর নিকট হাদসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আব্বাস এবং আলী (রা) ঝগড়া করা অবস্থায় উমর (রা)-এর কাছে আসেন। এরপর আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমার এবং এর মধ্যে ফয়সালা করে দিন। লোকেরাও বললো ঃ এদের মধ্যে বন্টন করে দিন। তখন উমর (রা) বললেন ঃ আমি তাদের মধ্যে বন্টন করবো না। তারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আমাদের কোন ওয়ারিছ নেই। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদকা। রাবী বলেন ঃ এরপর যুহরী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি তা হতে তার পরিবারের খরচ পরিমাণমত গ্রহণ করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকতো তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতেন, তাঁর পরে এই মালের মুতাওয়াল্লী ছিলেন আবূ বকর (রা)। আবূ বকরের পর আমি এর মুতাওয়াল্লী হয়েছি। আমিও ঐরূপই করেছি। যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। এখন এঁরা দু'জন আমার নিকট এসে এই মাল তাঁদেরকে দেয়ার জন্য বলছেন, যেন তাঁরা এর ওলী হতে পারেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা) মুতাওয়াল্লী ছিলেন এবং আমি এর মুতাওয়াল্লী হয়েছি। উমর (রা) বলেন ঃ আমি ঐ মাল তাদেরকে দিয়ে দিলাম এবং তাদের হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম। পরে তারা আবার এসে একজন বললেন ঃ আমার অংশ আমার স্ত্রীর পক্ষ হতে দিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যদি তাঁরা সম্মত হন তাহলে আমি এই মাল তাদেরকে দিয়ে দেব এই শর্তে যে, তারা মালের ব্যাপারে ঐরূপ কাজ করবেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন এবং তাঁর পরে আবূ বকর (রা) করতেন এবং তাঁর পরে আমি করেছি। যদি তাঁরা দু'জন এতে সম্মত না হন তাহলে তাঁরা যেন তাদের ঘরে বসে থাকেন, আর মাল আমি আমার তত্ত্বাবধানে রাখবো। এরপর উমর (রা) বললেন ঃ মালের গনীমত সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমার লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তা'আলার, এক রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের। আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ আর সাদকা ফকীর, মিসকীন, তৎসহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য। যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থ ও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। যে মাল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে দান করেছেন। তোমরা তাতে নিজেদের ঘোড়া বা উট দৌড়াও নি। যুহরী (র) বলেন ঃ এই মাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট, আর তা হলো ঃ কয়েকটি আরব গ্রাম, ফিদক এবং অন্যান্য গ্রাম। এই মালের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ গ্রাম্য লোকদের হতে যে মাল

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে দান করলেন, তা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফিরদের। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ এ সম্পদ ঐ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ এই মালে ঐ সকল লোকের হক রয়েছে। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে এসে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে। আর ঐ সকল লোকেরও হক রয়েছে, যারা এদের পরে এসেছে। এই আয়াতে প্রত্যেক মুসলমান শামিল রয়েছেন, কোন মুসলমানই অবশিষ্ট নেই যার এ মালে হক নেই। তবে তোমাদের মাঝে কিছু দাস-দাসী রয়েছে, যাদের এ মালে হক নেই। এরপর উমর (রা) বলেন ঃ যদি আমি জীবিত থাকি, তবে ইন্‌শা আল্লাহ্ এতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হক থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبَيْعَةِ

অধ্যায় ঃ বায়'আত

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আনুগত্যের শপথ আদেশ পালন এবং অনুগত থাকার শপথ

٤١٥٠. أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَ نَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ •

৪১৫০. কুতায়বা ইবন সায়ীদ (র) ---- উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনুগত্যের শপথ করলাম, তাঁর কথা শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করার উপর প্রত্যেক অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থায় এবং সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায়। আর আমাদের উপর যাকে নেতা নির্বাচিত করা হবে আমরা তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না। আর যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো এবং আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবো না।

٤١٥١. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ •

৪১৫১. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে আনুগত্যের শপথ করলাম প্রত্যেক অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থায়। আর আমাদের উপর যাকে নেতা নির্বাচিত করা হবে, আমরা তাঁর সাথে ঝগড়া করবো না। যেখানেই আমরা থাকবো হকের উপর থাকবো, আর কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করবো না।

بَابُ الْبَيْعَةُ عَلَى اَنْ لاَ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের বিরোধিতা না করার শপথ

٤١٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَنُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْلَ اَوْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَنَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ *

৪১৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনুগত্যের শপথ করলাম অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় এবং সুখে-দুঃখে। আর আমরা নেতার বিরোধিতা করবো না এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন কথায় এবং কাজে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো। আর আমরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবো না।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সত্য কথা বলার উপর বায়'আত

٤١٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَنُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا *

৪১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শ্রবণের এবং মান্য করার উপর বায়'আত করলাম অনুকূল-প্রতিকূল এবং সুখে-দুঃখে আর যিনি আমাদের মধ্যে শাসক নিযুক্ত হবেন তার সাথে ঝগড়া না করার এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সদা সত্য কথা বলার।

اَلْبَيْعَةِ الْقَوْلُ بِالْعَدْلِ

ইন্সাফের সাথে কথা বলার বায়'আত

٤١٥٤. أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى أَنْ لاَنُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ أَوْ نَقُومَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا لاَنَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ *

৪১৫৪. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনুকূল-প্রতিকূল এবং সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করলাম, আর একথার যে, আমরা আমাদের শাসকের সাথে ঝগড়া করবো না, এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ইনসাফের সাথে কথা বলবো। আর আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الأَثَرَةِ

কাউকে প্রাধান্য দেয়া হলে তাতে ধৈর্যধারণের বায়'আত

٤١٥٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ وَأَمَّا يَحْيَى فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَنُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ لاَنَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ قَالَ شُعْبَةُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَذَكَرَهُ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ أَوْ عَنْ يَحْيَى *

৪১৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ওলীদ (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনুকূল-প্রতিকূল এবং দুঃখ-সুখ সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শ্রবণ ও মান্য করার বায়'আত করলাম। আর আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ইনসাফের সাথে কথা বলবো এবং তিনি

আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দান করলে আমরা তাতে নারায হবো না। আর আমরা শাসকের সাথে ঝগড়া করবো না এবং আমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভয় করবো না।

٤١٥٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ‌•

৪১৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমান হাকিমের কথা মান্য করা তোমার উপর অত্যাবশ্যক, তোমার সুখে-দুঃখে এবং অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় তোমার উপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও।

اَلْبَيْعَةِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার উপরও বায়'আত

٤١٥٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ‌•

৪১৫৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রত্যেক মুসলমানের শুভ কামনার বায়'আত গ্রহণ করি।

٤١٥٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ جَرِيرٌ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ‌•

৪১৫৮. ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - জারীর (রা) বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁর কথা মান্য করার এবং তাঁর আনুগত্য করার এবং প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী থাকার উপর বায়'আত গ্রহণ করি।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ

যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত

٤١٥٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ ‌•

৪১৫৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপর মৃত্যুর বায়'আত গ্রহণ করিনি, বরং আমরা যুদ্ধ হতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত গ্রহণ করি।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْمَوْتِ

মৃত্যুর উপর বায়'আত

٤١٦٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ *

৪১৬০. কুতায়বা (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালামা ইব্ন আকওয়া (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ; আপনারা হুদায়বিয়ার দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কোন্ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বলেন ঃ মৃত্যুর উপর।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْجِهَادِ

জিহাদ করার উপর বায়'আত

٤١٦١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ أَخِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ *

৪১৬১. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ (র) - - - - ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আমি আমার পিতা উমাইয়াকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা থেকে হিজরত করার উপর বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তার থেকে জিহাদ করার বায়'আত নেব। কারণ, হিজরত শেষ হয়ে গেছে।

٤١٦٢. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَتُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَتَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ

أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ٭

৪১৬২. উবায়দুল্লাহ ইবন সায়ীদ (র) ---- উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবা বেষ্টিত অবস্থায় বলেন : তোমরা আমার নিকট এ কথার উপর বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না ব্যভিচার করবে না, স্বীয় সন্তানদের হত্যা করবে না। আর তোমরা কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং শরীআতের কাজে আমার অবাধ্যতা প্রকাশ করবে না; যে ব্যক্তি এরূপ বায়'আত পূর্ণ করবে, তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিম্মায়, আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোন গুনাহ করবে, এবং শাস্তি ভোগ করবে, তা তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আর কেউ যদি কোন গুনাহ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তা ঢেকে রাখেন, তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ। যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তবে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।

٤١٦٣. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلاَ تُبَايِعُونِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا فَنَالَتْهُ عُقُوبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ تَنَلْهُ عُقُوبَةٌ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ٭

৪১৬৩. আহমদ ইবন সায়ীদ (র) ---- উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমরা কি আমার নিকট এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করবে না, যে কথার উপর নারীরা বায়'আত গ্রহণ করেছে ; অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, স্বীয় সন্তানদের হত্যা করবে না, আর কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না, এবং শরী'আতের ব্যাপারে আমার অবাধ্যতা করবে না। আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন নয়, অবশ্যই করবো। এরপর আমরা উপরোক্ত বিষয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। তিনি বললেন : এখন যে ব্যক্তি ঐ সকল পাপ হতে কোনটি করবে এবং পৃথিবীতে এর জন্য শাস্তি ভোগ করবে, তবে তা তার গুনাহর কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আর যে শাস্তি পাবে না, তার ব্যাপার আল্লাহর নিকট, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন এবং ক্ষমাও করতে পারেন।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ

হিজরতের উপর বায়'আত

٤١٦٤. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَىَّ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا *

৪১৬৪. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে,এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট হিজরতের উপর বায়'আত গ্রহণ করছি আর আমি আমার মাতা-পিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন : তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে এমনভাবে হাসাও যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ।

شَأْنُ الْهِجْرَةِ

হিজরতের গুরুত্ব

٤١٦٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا *

৪১৬৫. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হিজরতের গুরুত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : হিজরত বড় কঠিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা, তোমার কি উট আছে ? সে বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি কি তার যাকাত আদায় কর ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : যাও গ্রামে গিয়ে পরিশ্রম করতে থাক। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কোন কাজ বৃথা যেতে দেবেন না।

هِجْرَةُ الْبَادِي

গ্রাম্য লোকের হিজরত

٤١٦٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِى فَاَمَّا الْبَادِى فَيُجِيْبُ اِذَا دُعِىَ وَيُطِيْعُ اِذَا اُمِرَ وَاَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ اَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَاَعْظَمُهُمَا اَجْرًا *

৪১৬৬. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ হিজরত সর্বোত্তম ? তিনি বললেন ঃ তোমার ঐ বস্তু ত্যাগ করা, যা আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয়। তিনি আরও বললেন ঃ হিজরত দুই প্রকার ঃ এক প্রকার ঐ লোকের হিজরত, যে সেখানে উপস্থিত থাকে, দ্বিতীয় গ্রাম্য লোকের হিজরত তবুও যখন তাকে প্রয়োজনবশত ডাকা হয়, তখন সে চলে আসে; আর কোন আদেশ দিলে তা পালন করে, উপস্থিত ব্যক্তির উপর বিপদ অনেক এবং সর্বাধিক সওয়াব তারই।

تَفْسِيْرُ الْهِجْرَةِ

হিজরতের পূর্ণ ব্যাখ্যা

٤١٦٧. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لِاَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ مِنَ الْاَنْصَارِ مُهَاجِرُوْنَ لِاَنَّ الْمَدِيْنَةَ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ فَجَاؤُا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ *

৪১৬৭. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর, উমর (রা)-ও মুহাজির ছিলেন ; কেননা, তাঁরা মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আর কোন কোন আনসারও মুহাজির ছিলেন, কেননা মদীনা ছিল মুশরিকদের আবাসস্থল, পরে তাঁরা আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন।

اَلْحَثُّ عَلَى الْهِجْرَةِ

হিজরতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٤١٦٨. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عِيْسَى بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ اَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنِىْ بِعَمَلٍ اَسْتَقِيْمُ عَلَيْهِ وَاَعْمَلُهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَاِنَّهُ لَامِثْلَ لَهَا *

৪১৬৮. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আবূ ফাতিমা (রা) - - - - বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা, আমি সদা সর্বদা করতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি হিজরত করাকে অবধারিত করে নাও। কেননা, কোন কাজই এর মত নেই।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ فِىْ اِنْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ

হিজরত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য

٤١٦٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلٰى قَالَ جِئْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِىْ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْ اَبِىْ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ *

৪১৬৯. আব্দুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব (র)- - - - ইয়া'লা (রা) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতা হতে হিজরতের বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তার থেকে জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করবো। কেননা, হিজরত শেষ হয়ে গেছে।

٤١٧٠. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الْجَنَّةَ لاَيَدْخُلُهَا اِلاَّ مُهَاجِرٌ قَالَ لاَهِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا *

৪১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! লোকেরা বলে, বেহেশতে শুধু ঐ সকল লোক প্রবেশ করবে, যারা হিজরত করেছে। তিনি বললেন ঃ মক্কা বিজিত হওয়ার সাথে সাথে হিজরত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জিহাদ ও বিশুদ্ধ নিয়ত এখনও অবশিষ্ট আছে। অতএব, তোমাদেরকে যখন জিহাদের জন্য বের হতে বলা হবে, তখন তোমরা জিহাদের জন্য বের হবে।

٤١٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَهِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا *

৪১৭১. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন ঃ এখন আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ এবং বিশুদ্ধ নিয়ত এখনও অবশিষ্ট আছে। অতএব যখন তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাকা হবে, তখন তোমরা বের হবে।

٤١٧٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لاَهِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ *

৪১৭২. আমর ইবন আলী (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর হিজরত অবশিষ্ট নেই।

٤١٧٣. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ وَاقِدٍ السَّعْدِيِّ قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَفْدٍ كُلُّنَا يَطْلُبُ حَاجَةً وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ قَالَ لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَاقُوتِلَ الْكُفَّارُ *

৪১৭৩. ঈসা ইবন মুসাবির (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াকিদ সা'দী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমরা প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কোন কোন প্রয়োজন প্রকাশ করতে থাকে। আমি সকলের শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন লোক রেখে এসেছি যারা মনে করে যে, হিজরত শেষ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যতদিন কাফিরদের সাথে জিহাদ জারী থাকবে, ততদিন হিজরত শেষ হবে না।

٤١٧٤. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ أَصْحَابِي فَقَضَى حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولاً فَقَالَ حَاجَتُكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَتَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَاقُوتِلَ الْكُفَّارُ *

৪১৭৪. মাহমূদ ইবন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দী (রা) বলেন ঃ আমরা প্রতিনিধি হিসাবে রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই, আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদের

প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আমি সকলের শেষে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কি প্রয়োজন ? আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! হিজরত কখন শেষ হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ যতদিন চলতে থাকবে, ততদিন হিজরত শেষ হবে না।

اَلْبَيْعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ

যা পছন্দনীয় এবং যা অপছন্দনীয় সকল বিষয়ের বায়'আত

٤١٧٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ قَالَ جَرِيْرٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْمَا أَحْبَبْتُ وَفِيْمَا كَرِهْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ يَاجَرِيْرُ أَوْتُطِيْقُ ذٰلِكَ قَالَ قُلْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ فَبَايَعَنِي وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৭৫. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় সকল প্রকার কাজের ব্যাপারে আপনার কথা শ্রবণের এবং আপনার অনুসরণ করার বায়'আত গ্রহণ করছি। তিনি বললেন ঃ হে জারীর ! তোমার কি এই ক্ষমতা আছে যে, তুমি সক্ষম হবে? তিনি বললেন ঃ বরং তুমি বল, আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব; এরপর আমার নিকট বায়'আত কর যে, তুমি প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী থাকবে।

اَلْبَيْعَةُ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ

মুশরিক হতে পৃথক থাকার বায়'আত

٤١٧٦. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ *

৪১৭৬. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বায়'আত করলাম সালাত আদায় করার জন্য, যাকাত প্রদান করার, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শুভ কামনার এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক থাকার।

٤١٧٧. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ نُخَيْلَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৪১৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤١٧٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُبَايِعُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ ٭

৪১৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তখন উপস্থিত হই, যখন তিনি বায়'আত গ্রহণ করছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, যাতে আমিও আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করতে পারি। আর আপনি যাহা ইচ্ছা আমার উপর শর্ত করুন এবং এ সম্পর্কে আপনি ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আমি এই শর্তে তোমার বায়'আত গ্রহণ করছি যে, তুমি এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী থাকবে এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক থাকবে।

٤١٧٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ فَقَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِيهِ فَهُوَ طَهُورُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ٭

৪১৭৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ কয়েকজন লোকের সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের থেকে এ ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে কারো শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না, ভাল কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার সওয়াব আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এই কার্যাবলীর কোন একটি করে ফেলবে এবং পৃথিবীতে এর শাস্তি ভোগ করবে, তবে সে পবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ গোপন রাখেন তবে তা আল্লাহ্‌র মরযী, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন।

بَيْعَةُ النِّسَاءِ

মহিলাদের বায়'আত

٤١٨٠. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَذْهَبُ فَأُسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيئُكَ فَأُبَايِعُكَ قَالَ اذْهَبِي فَأَسْعِدِيهَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ فَسَاعَدْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ *

৪১৮০. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করার ইচ্ছা করি, তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। জাহিলী যুগে এক মহিলা মৃত্যুর উপর ক্রন্দনে আমাকে সাহায্য করেছিল। এখন তার সাহায্যেও আমাকে যেতে হয়। আমি সেখানে গিয়ে, এরপর এসে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করবো। তিনি বললেন ঃ যাও এবং তাকে সাহায্য কর। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ আমি গিয়ে সে মহিলাকে সাহায্য করি এবং ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করি।

٤١٨١. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَةَ عَلَى أَنْ لَا تَنُوحَ *

৪১৮১. হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে বায়'আত নেন যে, আমরা যেন কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনে শরীক না হই।

٤١٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ *

৪১৮২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উমায়মা বিনতে রুকায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

আমি কয়েকজন আনসারী নারীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই বায়'আত হওয়ার জন্য। আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আপনার নিকট এ কথার উপর বায়'আত করছি যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কারো শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, আমরা কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেব না, ভাল কাজে আপনার নাফরমানী করবো না। তিনি বললেন ঃ তোমরা এও বল যে, আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব। উমায়মা (রা) বলেন, আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের প্রতি কত মেহেরবান। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অগ্রসর হন। আমরা আপনার হাতে বায়'আত করবো। তখন রাসূল ﷺ বললেন ঃ আমি রমণীদের হাতে হাত মিলাই না। একজন রমণীকে আমার বলে দেয়া এরূপ, যেন একশত জনকে বলা।

بَيْعَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ

রুগ্ন ব্যক্তি থেকে বায়'আত

٤١٨٢. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْتُكَ *

৪১৮৩. আব্দুর রহমান (র) - - - - শরীদের বংশের আমর নামক এক ব্যক্তি তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, বনূ সকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি চলে যাও, আমি তোমার বায়'আত গ্রহণ করেছি।

بَيْعَةُ الْغُلَامِ

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের বায়'আত

٤١٨٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَدَدْتُ يَدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ لِيُبَايِعَنِي فَلَمْ يُبَايِعْنِي *

৪১৮৪. আব্দুর রহমান (র) - - - - হিরমাস ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়'আত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দেই, আর আমি ছিলাম তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। তিনি আমাকে বায়'আত করা নি।

بَيْعَةُ الْمَمَالِيكِ

ক্রীতদাসদের বায়'আত

٤١٨٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ *

৪১৮৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন দাস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বায়'আত করে হিজরতের উপর। নবী ﷺ জানতেন না যে, সে একজন ক্রীতদাস, পরে যখন তার মালিক তাকে নিতে আসলো, তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি একে আমার নিকট বিক্রি কর। এরপর তিনি তাকে দু'টি কালো দাসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। তারপর তিনি দাস কিনা তা জিজ্ঞাসা না করে কাউকে বায়'আত করতেন না।

اِسْتِقَالَةُ الْبَيْعَةِ

বায়'আত প্রত্যাহার করা

٤١٨٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا *

৪১৮৬. কুতায়বা (র) - - - জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করে ইসলামের উপর, পরে সে মদীনায় জ্বরে আক্রান্ত হলে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বায়'আত প্রত্যাহার করুন। তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু সে পুনরায় এসে ঐরূপ বললে রাসূল ﷺ অস্বীকার করেন। এরপর সে চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনা আগুনের ভাট্টির ন্যায়– যে এর ময়লা দূর করে একে পরিষ্কার নিখুঁত রেখে দেয়।

اَلْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ

হিজরতের পর নিজের গ্রামে অবস্থান

٤١٨٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَبَدَوْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ *

৪১৮৭. কুতায়বা (র) - - - - সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হলে হাজ্জাজ বললেন ঃ হে ইবনে আকওয়া! তুমি কি মুরতাদ হয়ে গেছ যে, মদীনা ত্যাগ করেছ ? সে কিছু বললো, যার অর্থ হলো, তুমি গ্রামে থাক। সে বললো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে গ্রামে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

اَلْبَيْعَةُ فِيْمَا يَسْتَطِيْعُ الاِنْسَانُ

মানুষের শক্তি অনুযায়ী বায়'আত করা

٤١٨٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ فِيْمَا اُسْتَطَعْتَ وَقَالَ عَلِيٌّ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ *

৪১৮৮. কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম। এরপর তিনি বলতেন ঃ যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়। অন্য বর্ণনায় আলী (রা) বলেন ঃ তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী।

٤١٨٩. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا حِيْنَ نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اَسْتَطَعْتُمْ *

৪১৮৯. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম, তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন ঃ তোমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে।

٤١٩٠. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيْمَا اَسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ *

৪১৯০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করলাম- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট। তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন- যতটুকু তোমার শক্তি আছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উপকার করতে।

٤١٩١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اَسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ *

৪১৯১. কুতায়বা (র) - - - - উমাইয়া বিন্‌ত রুকায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কতিপয় মহিলার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করি। এরপর তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ তোমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব এবং তোমাদের যতটুকু শক্তি আছে।

ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الْإِمَامَ وَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ

যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে হাত দিয়ে নিষ্ঠার সাথে বায়'আত করে

٤١٩٢. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرَتِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا تَجِيءُ فِتَنٌ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فَيَقُولُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ *

৪১৯২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবনে আব্‌দে রাব্বিল কা'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি কা'বার ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, এবং তাঁর চতুর্দিকে লোক একত্রিত ছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক মন্‌যিলে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাদের কেউ তাঁবু খাটাচ্ছিল কেউ তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় ছিল, কেউ পশু চারণে ছিল, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হতে আহ্বানকারী আহ্বান করল ঃ সালাতের জন্য একত্রিত হও। আমরা সকলে একত্রিত হলে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর দায়িত্ব ছিল, তাঁর উম্মতের জন্য যা ভাল মনে করতেন, তাদেরকে তা শিক্ষা দিতেন। আর যা তাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করতেন, তা হতে

তাদেরকে সতর্ক করা। আর তোমাদের এই উম্মতের প্রথম দিকে কল্যাণ আছে কিন্তু শেষের দিকে মুসিবত এবং এমন কিছু রয়েছে যা তারা অনিষ্টকর মনে করবে, ফিৎনা আসবে, তখন মু'মিন বলবে ঃ আমরা ধ্বংস হতে যাচ্ছি। পরে তা দূর হয়ে যাবে। তা দূর হতে না হতে আর এক মুছীবত এসে পড়বে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে নিস্তার পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রেখে মারা যায়। আর সে লোকের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করবে, যেরূপ ব্যবহার সে তাদের নিকট প্রত্যাশা করে। আর যে ইমামের হাতে হাত রেখে বায়'আত করবে, সে যেন নিষ্ঠার সাথে সাধ্যমত তার আনুগত্য করে। পরে যদি কোন ব্যক্তি ঐ ইমামের সঙ্গে ঝগড়া কলহে লিপ্ত হতে চায়। তবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে, তখন আমি তার নিকটবর্তী হয়ে বললাম ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

اَلْحَضُّ عَلٰى طَاعَةِ الْاِمَامِ

ইমামের আনুগত্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করা

٤١٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَوِاسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاَطِيْعُوْا *

৪১৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আমার দাদীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিদায় হজ্জের সময় বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের উপর কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে নিয়ে যান তখন তোমরা তার কথা শুনবে। তার আনুগত্য করবে।

اَلتَّرْغِيْبُ فِيْ طَاعَةِ الْاِمَامِ

ইমামের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤١٩٤. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي *

৪১৯৪. য়ূসুফ ইব্‌ন সা'য়ীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে যেন, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করলো; আর যে আমার আনুগত্য করলো না, সে আল্লাহরও আনুগত্য করলো না। আর যে আমার নির্বাচিত শাসকের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো, আর যে আমার নির্বাচিত শাসকের অমান্য করলো, সে যেন আমাকে অমান্য করলো।

قَوْلِهِ تَعَالَى وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

উলুল আমরের ব্যাখ্যা

٤١٩٥. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ *

৪১৯৫. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ আয়াতটি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।[১] যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন যুদ্ধের অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিলেন।

اَلتَّشْدِيْدُ فِيْ عِصْيَانِ الْإِمَامِ

ইমামকে অমান্য করার পরিণতি

٤١٩٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللّٰهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ *

৪১৯৬. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : জিহাদ দুই প্রকার : ১. ঐ ব্যক্তির জিহাদ, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং ইমামের আনুগত্য করে আর উত্তম মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে এবং ফিতনা-ফাসাদ পরিহার করে। তার নিদ্রা ও জাগরণ সবই ইবাদতরূপে গণ্য হয়। ২. আর ঐ ব্যক্তি, যে লোককে দেখানোর জন্য, প্রসিদ্ধি লাভ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে এবং ইমামের অবাধ্য হয়, পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করে, সে কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে না, অর্থাৎ তার কোন সওয়াব হবে না।

---

১. অর্থ : হে মু'মিনগণ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র। আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী (৪:৫৯)।

ذِكْرُ مَايَجِبُ لِلْإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ

ইমামের দায়িত্ব ও প্রাপ্য

٤١٩٧ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا *

৪১৯৭. ইমরান ইব্‌ন বাক্‌কার (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : ইমাম ঢাল সদৃশ। যার আড়ালে লোক যুদ্ধ করে এবং তার দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করে। যদি ইমাম আল্লাহ্‌র ভয়ের আদেশ করে এবং ইনসাফের সাথে আদেশ করে, তবে এর জন্য তার ছওয়াব রয়েছে আর যদি এর অন্যথা করে, তবে তার উপর এর পরিণতি বর্তাবে

اَلنَّصِيحَةُ لِلْإِمَامِ

ইমামের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া

٤١٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَأَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَ أَبِي حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪১৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুভ কামনা করার নামই দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কার জন্য ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, আর মুসলমানদের নেতাদের এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

٤١٩٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪১৯৯. ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্রাহীম (র) - - - তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শুভ কামনার নামই দীন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কার সাথে? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, তাঁর মুসলমানদের ইমামদের এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

٤٢٠٠. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪২০০. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত, দীন হলো নসীহত। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : কার জন্য, ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের এবং তাঁর রাসূলের ও মুসলমানের ইমামদের এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।

٤٢٠١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ وَعَنْ سُمَىٍّ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ *

৪২০১. আব্দুল কুদ্দুস (র) - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শুভ আচরণ হলো দীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কার জন্য? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের ও মুসলমানদের ইমামদের এবং সাধারণ মুসলমাদের জন্য।

بِطَانَةُ الإِمَامِ

ইমামের একান্ত পরামর্শদাতা

٤٢٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ وَالٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا *

৪২০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক ইমামের দু'জন পরামর্শদাতা থাকে। ১. পরামর্শদাতা হলো যে তাকে নেকী ও উত্তম কাজের আদেশ করে এবং তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। ২. আর এক পরামর্শদাতা হলো যে মন্দ কাজ হতে তাকে বিরত রাখে না এবং তারা কাজে ফাসাদ সৃষ্টিতে ত্রুটি করে না। অতএব, যে ব্যক্তি এর মন্দ থেকে রক্ষা পায়, সে রক্ষা পেল। আর সেই শক্তি তার উপর প্রাধান্য লাভ করে, সে সেই পরামর্শদাতার অনুগামী ও দলভুক্ত হয়।

٤٢٠٣ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৪২০৩. ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবী বা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেননি, তার সাথে দুটি পরামর্শ দাতা ব্যতীত। এক. পরমর্শদাতা হলো যে ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। দুই. আর এক পরামর্শ দাতা হলো যা মন্দ কাজের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে রক্ষা করেন তিনিই রক্ষা পান।

٤٢٠٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ *

৪২০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়াতে কোন নবী প্রেরিত হননি আর না তাঁর কোন খলীফা, যাকে দুটি বাতেনী পরামর্শদাতা দেয়া হয়নি। এক. বাতেনী পরামর্শদাতা হলো, যে ভাল কাজের প্রতি নির্দেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। ২. আর এক বাতেনী পরামর্শদাতা হলো যে মন্দ কাজের প্রেরণা দেয়। অতএব, যে ব্যক্তি মন্দ স্বভাব হতে রক্ষা পেল সেই রক্ষা পেল।

وَزِيرُ الإِمَامِ

শাসকের মন্ত্রী

٤٢٠٥ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرًا صَالِحًا اِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَاِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ٭

৪২০৫. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) বলেন, আমি আমার ফুফুকে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার শুভ কামনা করেন, তবে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য একজন পূর্ণবান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যদি ভুলে যান তবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। আর যদি তাঁর স্মরণ থাকে, তবে তাঁকে সাহায্য করেন।

جَزَاءُ مَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَأَطَاعَ

যদি কেউ কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে বলে এবং সে তা করে এর বিনিময়

٤٢٠٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْاَيَامِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ اُدْخُلُوْهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوْهَا وَقَالَ الْآخَرُوْنَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلْتُمُوْهَا لَمْ تَزَالُوْا فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِيْنَ خَيْرًا وَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى فِي حَدِيْثِهِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لاَطَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ ٭

৪২০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাদের জন্য এক ব্যক্তিকে অধিনায়ক নিযুক্ত করেন ; তিনি আগুন জ্বালিয়ে লোকদেরকে তাতে প্রবেশ করতে বললেন। কেউ কেউ তো তাতে প্রবেশের ইচ্ছা করে; আর অন্যরা বলে : আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাব। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ বিষয়টি অবহিত করলে, তিনি তাদেরকে বলেন, যারা আগুনে প্রবেশ করতে মনস্থ করেছিল, যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে, তবে তোমরা তাতে কিয়ামত পর্যন্ত থাকতে। আর যারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন নি, তিনি তাদের কাজকে উত্তম বলে অভিহিত করেন। আবূ মূসা (র) তার হাদীসে উত্তম কথা বলেছেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য করা যাবে না; আনুগত্য শুধু ভাল কাজে করতে হবে।

٤٢٠٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ٭

৪২০৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলমানেরই শাসকের আদেশ পালন করা, এর শ্রবণ করা আবশ্যক; সে পছন্দ করুক আর নাই করুক। কিন্তু তিনি যদি গুনাহর কাজের আদেশ করেন, তবে তা শ্রবণ করার এবং মানার প্রয়োজন নেই।

ذِكْرُ الْوَعِيْدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيْرًا عَلَى الظُّلْمِ

অত্যাচারে শাসককে সাহায্য করা

٤٢٠٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ سَتَكُوْنُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَىَّ الْحَوْضَ ‎*

৪২০৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - কা'ব ইবনে উজরা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন, তখন আমরা ছিলাম নয়জন। তিনি বললেন : দেখ, অচিরেই আমার পর শাসক হবে, যে ব্যক্তি তাদের মিথ্যাকে স্বীকার করবে, আর অত্যাচারে তাদের সাহায্য করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিয়ামতের দিন সে আমার হাওযে আসবে না, আর যারা এ সকল শাসকের মিথ্যাকে সত্য বলবে না, আর জুলুমেও তাদের সাহায্য করবে না; সে আমার সাথী এবং আমিও তার সাথী আর এ ব্যক্তি আমার হাওযে আগমন করবে।

مَنْ لَمْ يُعِنْ أَمِيْرًا عَلَى الظُّلْمِ

যে শাসকের অত্যাচারে সাহায্য করবে না

٤٢٠٩. أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ اسْمَعُوْا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَتَكُوْنُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ ‎*

৪২০৯. হারূন ইবন ইসহাক (র) ---- কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নয় ব্যক্তি ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমাদের পাঁচ ব্যক্তি আরবী, আর চার ব্যক্তি ছিল অনারব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ শুন, তোমরা শুনে থাকবে যে, আমার পরে শাসক হবে যারা তাদের নিকট গিয়ে তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপাদন করবে, আর অত্যাচারে তাদের সাহায্য করবে, আমি তার নই, আর সেও আমার নয়। সে আমার হাওযে আসতে পারবে না। আর যারা তাদের নিকট যাবে না তাদের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপাদন করবে না এবং তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে না, সে হবে আমার সাথী এবং আমিও হবো তার সাথী, আর সে আমার হাওযে আগমন করবে।

فَضْلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ

অত্যাচারী শাসকের সামনে যে সত্য কথা বলে তার ফযীলত

٤٢١٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ اَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِىَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ اَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ *

৪২১০. ইসহাক ইবন মানসূর (র)- - - - তারিক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন তিনি তার পদদ্বয় ঘোড়ার পাদানীতে রেখেছিলেন, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম ? তিনি বললেন ঃ অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।

ثَوَابُ مَنْ وَفَى بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ

বায়'আত পূর্ণকারীর সওয়াব

٤٢١١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُوْنِى عَلَى اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَتَزْنُوْا وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْاٰيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ *

৪২১১. কুতায়বা (র) ---- উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা এক মজলিসে নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা এই কথার উপর আমার হাতে বায়'আত কর যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, এরপর তিনি পূর্ণ আয়াত পড়ে শুনান। পরে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার বায়'আত পূর্ণ

করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে, আর যে ব্যক্তি ঐ সকলের মধ্যে কোন একটা করবে, তবে যদি আল্লাহ্ তার এই কাজকে গোপন রাখেন, তা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন, আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।

مَايُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

শাসন কাজের লোভ করা অপছন্দনীয়

٤٢١٢. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ ●

৪২১২. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা শাসক হওয়ার লোভ করছো অথচ তার শেষ ফল লজ্জাকর ও অনুতাপের হয়। কেননা, যখন তা লাভ হয়, তখন তো খুবই উত্তম মনে হয়, আর যখন তা চলে যায়, তখন খুবই বেদনাদায়ক হয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْعَقِيقَةُ

অধ্যায় ঃ আকীকা

اَلْعَقِيْقَةُ

আকীকা

٤٢١٣ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لاَيُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوْقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُوْلَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيْعًا ‌*

৪২১৩, আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র)- - - - আমর ইবন শুআইব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে আকীকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মাতা-পিতার অবাধ্যতাকে পছন্দ করেন না, যেন তিনি এই নামকে অপছন্দ করলেন, ঐ ব্যক্তি আরয করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করছি। কারো সন্তান হলে সন্তানের পক্ষ হতে যা যবাহ্‌ করা হয় সেই বিষয় ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় সন্তানের পক্ষ হতে কুরবানী করতে ইচ্ছে করে, সে যেন ছেলে সন্তানের পক্ষ হতে দু'টি বকরী যবাহ্‌ করে একই ধরনের এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে একটি বকরী যবাহ্‌ করে। রাবী দাউদ (র) বলেন ঃ আমি যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এক প্রকার সম্বন্ধে ? তিনি বললেন ঃ দেখতে যেন এক প্রকার হয়, একত্রে যবাহ্‌ করা হয়।

٤٢١٤. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ *

৪২১৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) ---- বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইমাম হাসান এবং হুসাইনের পক্ষে আকীকা করেন।

اَلْعَقِيْقَةُ عَنِ الْغُلاَمِ

পুত্র সন্তানের আকীকা

٤٢١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى *

৪২১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) ---- সালমান ইব্‌ন আমের যাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুত্র সন্তানের আকীকা এই যে, তার জন্য যবাহ্ করবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করবে।

٤٢١٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ شَاةٌ *

৪২১৬. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি বকরী যা একই প্রকার হয় এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী যবাহ্ করতে হবে।

اَلْعَقِيْقَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ

কন্যা সন্তানের আকীকা

٤٢١٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *

৪২১৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) ---- উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ছেলে সন্তানের আকীকায় দু'টি বকরী একই রকমের, কন্যা সন্তানের আকীকায় একটি বকরী যবাহ করতে হবে।

كَمْ يَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ

কন্যা সন্তানের পক্ষ হতে কয়টি বকরী কুরবানী করতে হবে?

٤٢١٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا ‏.‏

৪২১৮. কুতায়বা (র) ---- উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই কুরবানীর জন্তুর গোশ্‌ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনি ঃ পুত্র সন্তানের পক্ষ হতে আকীকার জন্য দু'টি বকরী, আর কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী তা নর হোক বা মাদী, যবাহ করতে হবে।

٤٢١٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا ‏.‏

৪২১৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- উম্মে কুরয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি বকরী যবাহ করতে হবে, তা নর হোক বা মাদী।

٤٢٢٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ ‏.‏

৪২২০. আহমদ ইব্‌ন হাফস (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান এবং হুসাইনের আকীকায় দু'টি বকরী যবাহ করেন।

مَتَى يَعُقُّ

আকীকা কখন করতে হবে?

٤٢٢١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ٭

৪২২১. আমর ইবন আলী (র) - - - - সামুরাহ্ ইবন জুনদুব (রা) ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক প্রসূত সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের সপ্তম দিনে পশু যবাহ্ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে।

٤٢٢٢. أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ ٭

৪২২২. হারূন ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - হাবীব ইবন শাহীদ (র) বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) বলেন ঃ তিনি হাসান (রা)-এর নিকট আকীকার হাদীস জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আকীকার হাদীস তার নিকট শুনেছেন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ আমি তা সামুরা (রা) থেকে শুনেছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ

অধ্যায় ঃ ফারা' এবং 'আতীরা

٤٢٢٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ فَرَعَ وَلاَعَتِيْرَةَ *

৪২২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এখন ফারা'[১] এবং 'আতীরা নেই।

٤٢٢٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحٰقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيْرَةِ وَقَالَ الْآخَرُ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ *

৪২২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাদের একজন বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফারা' এবং আতীরা করতে নিষেধ করেছেন। অন্যজন বললেন ঃ এখন আর ফারা' ও 'আতীরার [২] যুগ নেই।

٤٢٢٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَمْلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ وُقُوْفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلٰى أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيْرَةً قَالَ مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِيْ فِيْ رَجَبٍ *

---

১. উষ্ট্রী প্রথমবার সেই বাচ্চা প্রসব করে তা মূর্তির নামে যবাহ করা হতো, একে, ফারা' বলা হয়।
২. রজব মাসে যে বকরী যবাহ করা হয় তাকে 'আতীরা বলা হতো।

৪২২৫. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - মিহনাফ ইবন সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আরাফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বসেছিলাম, তখন তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল ! প্রতি বৎসর প্রত্যেক পরিবারে একটি কুরবানি করা ওয়াজিব এবং একটি 'আতীরা। মু'আয (রা) বলেন ঃ ইবন আউন রজবে 'আতীয়া করতেন, আমি তাদের স্বচক্ষে দেখেছি।

٤٢٢٦. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ الْفَرَعُ قَالَ حَقٌّ فَإِنْ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكُوْنَ بَكْرًا تَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْتُعْطِيهِ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ وَتُوْلِهُ نَاقَتَكَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ فَالْعَتِيرَةُ قَالَ الْعَتِيرَةُ حَقٌّ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِشْرٌ وَشَرِيكٌ وَآخَرُ *

৪২২৬. ইবরাহীম ইবন ইয়াকূব (র) - - - - শু'আয়ব ইবন মুহাম্মদ এবং যায়দ ইবন আসলাম (রা) বলেন, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফারা' কী ? তিনি বললেন ঃ তা যথার্থ। যদি তোমরা ফারা'র জন্তু ছেড়ে দাও তার জওয়ান হওয়া পর্যন্ত এবং তোমরা তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দাও অথবা মিসকীন, বিধবাকে দান কর, তবে তা দান করা উত্তম তাকে যবাহ্ করার চাইতে যদ্দরুন তার মা দুঃখে দুর্বল হয়ে যাবে। তার দুধ শুকিয়ে যাবে, এবং উটনী দুঃখে পাগল হয়ে যাবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! 'আতীরার কি হুকুম ? তিনি বললেন ঃ 'আতীরা বৈধ।

٤٢٢٧. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحٰرِثَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي اسْتَغْفِرْلِي فَقَالَ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ أَرْجُوْ أَنْ يَخُصَّنِي دُوْنَهُمْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرْلِي فَقَالَ بِيَدِهِ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَارَسُوْلَ اللهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ قَالَ مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ فِي الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّا وَاحِدَةً *

৪২২৭. সুওয়াদ ইবন নাসর (র) - - - - হারিস ইবন আমর (রা) বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি তাঁর আযবা নামক উটনীর উপর বসেছিলেন। আমি তাঁর একদিকে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। এরপর আমি বিশেষভাবে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় উদ্দেশ্যে অন্য দিক দিয়ে তাঁর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তখন উপস্থিত লোকদের এক ব্যক্তি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'আতীরা এবং ফারা'র ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা সে 'আতীরা করতে পারে, আর যে ইচ্ছা করে না, সে তা করবে না আর যার ইচ্ছা ফারা করবে, যার ইচ্ছা করবে না, কিন্তু বকরীর কুরবানী ওয়াজিব। তখন তিনি তাঁর একটি আঙ্গুল ব্যতীত সবগুলো আঙ্গুল গুটিয়ে নেন।

٤٢٢٨. أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَرْثِ ابْنِ عَمْرٍو ح وَأَنْبَأَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَرْثِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَأُمِّي اسْتَغْفِرْلِي فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৪২২৮. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হারিস ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মিলিত হই, তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তখন তিনি তাঁর আযবা নামক উটনীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর আমি অন্য দিক দিয়ে গিয়ে ...... হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

تَفْسِيرُ الْعَتِيرَةِ

'আতীরার ব্যাখ্যা

٤٢٢٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمِيلٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَاكَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاطْعِمُوا *

৪২২৯. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - নুবায়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকে রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-এর নিকট বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহেলীয়া যুগে 'আতীরা করতাম। তিনি বললেন ঃ যে কোন মাসে আল্লাহ্র জন্য যবাহ্ করো, নেকী করো, অভাবগ্রস্তকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে খাওয়াও।

٤٢٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ اَبِي الْمَلِيحِ وَرُبَّمَا ذَكَرَ اَبَا قِلاَبَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنًى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِيْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اذْبَحُوْا فِى اَىِّ شَهْرٍ مَاكَانَ وَبَرُّوْا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَطْعِمُوْا قَالَ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتّٰى اِذَا اُسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ *

৪২৩০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - নুবায়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি মিনায় উচ্চস্বরে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে 'আতীরা করতাম, এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন ঃ যে কোন মাসেই আল্লাহ্র নামে যবাহ্ করতে পার, আল্লাহ্র জন্য নেক কাজ কর এবং খাদ্য দান কর। সে ব্যক্তি বললো ঃ আমরা তো ফারা'ও করতাম ঃ এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ করেন? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক জন্তু, যারা চরে বেড়ায়, তাদের মধ্যে ফারা' রয়েছে। কিন্তু তুমি তার মাকে তারে খাওয়া দাও, যখন তা বড় হবে, তখন তাকে যবাহ্ করে গোশত সদকা করে দিবে।

٤٢٣١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمَلِيحِ وَاَحْسَبُنِيْ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الاَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلاَثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا وَاِنَّ هٰذِهِ الاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى اَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوْا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاَطْعِمُوْا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ غَنَمُكَ حَتّٰى اِذَا اُسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ *

৪২৩১. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)- - - - হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তি নুবায়শা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে

বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন আল্লাহ্ খায়র ও বরকত নাযিল করেছেন। অতএব এখন তোমরা খাও, দান কর এবং জমা করে রাখতে পার। আর এ সকল দিন হলো খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করার দিন। এক ব্যক্তি বললো : আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে 'আতীরা করতাম। এখন আপনি কি আদেশ করেন ? তিনি বললেন : আল্লাহ্র জন্য যবাহ্ কর, তা যে মাসেই হোক। আল্লাহ্র জন্য নেকী কর এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দান কর। আর এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে ফারা' করতাম : এখন আপনি আমাদেরকে কী বলেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বকরীতে ফারা' রয়েছে। কিন্তু তোমরা তার মাকে খাওয়াতে দাও। যখন তা উপযুক্ত হয়, তখন তাকে যবাহ্ করবে এবং গোশ্ত দান করবে মুসাফিরদেরকে। তা-ই উত্তম।

تَفْسِيْرُ الْفَرَعِ

ফারা'-এর ব্যাখ্যা

٤٢٢٢- أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوْهَا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوْا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوْا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتّٰى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ ●

৪২৩২. আবুল আশআছ আহমদ ইব্ন মিকদাম (র)- - - - নুবায়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন : আমরা জাহিলী যুগে 'আতীরা করতাম। এখন আপনি আমাদের কি আদেশ করেন ? তিনি বললেন : তা যবাহ্ কর, যে মাসেই হোক না কেন। আর আল্লাহ্র জন্য নেক কাজ কর, লোকদেরকে খাওয়াও। সে বললো : আমরা জাহিলী যুগে ফারা' করতাম, তিনি বললেন : প্রত্যেক জন্তু যা চরে বেড়ায় তাতে ফারা' রয়েছে। যখন তা উপযুক্ত হয়, তখন তাকে যবাহ্ করবে এবং গোশত সাদকা করবে, এটাই উত্তম।

٤٢٢٣- أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ فَلَقِيْتُ أَبَا الْمَلِيْحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوْا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوْا ●

৪২৩৩. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - নুবায়শা হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে 'আতীরা করতাম, এখন আপনি আমাদেরকে কী আদেশ

করেন ? তিনি বললেন : যে মাসেই হোক আল্লাহ্‌র জন্য যবাহ্ কর এবং আল্লাহ্‌র জন্য নেক কাজ কর এবং এবং লোকদেরকে খাদ্য দান কর।

٤٢٣٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنٍ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَابَأْسَ بِهِ قَالَ وَكِيْعُ ابْنُ عُدُسٍ فَلَا أَدَعُهُ *

৪২৩৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবু রাযীন লাকীত ইব্ন আমির উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে পশু যবাহ্ করতাম এবং আমরা খেতাম এবং যে আমাদের নিকট আসতো তাকে খাওয়াতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। ওকী ইব্ন উদুস বলেন : আমি তা পরিত্যাগ করবো না।

جُلُوْدُ الْمَيْتَةِ

মৃত জন্তুর চামড়া

٤٢٣٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ فَقَالَ لِمَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا لِمَيْمُوْنَةَ فَقَالَ مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَهَا *

৪২৩৫. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি মৃত পড়ে থাকা বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : এটি কার ? লোকেরা বললো : এটি মায়মূনা (রা)-এর বকরী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি সে এর চামড়া দ্বারা উপকৃত হতো, তবে কোন পাপ ছিল না। লোকেরা বললো, এটি তো মৃত। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা একে খাওয়া হারাম করেছেন।

٤٢٣٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا *

৪২৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তিনি মায়মূনা (রা)-এর আযাদ মৃত দাসীকে দান করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এর চামড়া দ্বারা উপকৃত হলে না কেন ? উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটি তো মৃত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একে খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

٤٢٣٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى عَنِ ابْنِ أَبِى حَبِيبٍ يَعْنِى يَزِيدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا *

৪২৩৭. আব্দুল মালিক ইব্ন শুআয়ব (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা (রা)-এর আযাদ দাসীর একটি মৃত বকরী দেখতে পান আর তা ছিল সাদকার বকরী। তিনি বলেন ঃ যদি সে এর চামড়া খুলে নিয়ে তা কাজে লাগাতো তবে ভাল হতো লোকজন বললো ঃ এটি তো মৃত। তিনি বললেন ঃ হারাম তো হলো এর গোশত খাওয়া।

٤٢٣٨. أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَتْنِى مَيْمُونَةُ أَنَّ شَاةً مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَلَا دَفَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ *

৪২৩৮. আব্দুর রহমান ইব্ন খালিদ কাত্তান (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি বকরী মারা গেলে নবী ﷺ বললেন ঃ যদি তোমরা এ চামড়া দাবাগত[১] করে তা কাজে লাগাতে।

٤٢٣٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ *

৪২৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-এর একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন ঃ তোমরা এর চামড়া দাবাগাত করে তা কাজে লাগালে না কেন ?

٤٢٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

১. লবণ ইত্যাদি দিয়ে চামড়াকে পরিচ্ছন্ন করা।

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا *

৪২৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : নবী ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বলেন : তোমরা এর চামড়া দাবাগত করে রেখে কেন তা দ্বারা উপকৃত হলে না ?

٤٢٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا *

৪২৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) - - - - নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাওদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরী মারা গেল আমরা তার চামড়া দাবাগত করে রং করে তাতে নাবীয তৈরী করতাম। পরে তা পুরাতন হয়ে যায়।

٤٢٤٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ *

৪২৪২. কুতায়বা ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন চামড়া দাবাগাত করা হলে, তা পাক হয়ে যায়।

٤٢٤٣. أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنَّا نَغْزُوا هَذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدِّبَاغُ طَهُورٌ قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأْيِكَ أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪২৪৩. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন ওয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন : আমরা মাগরিবী মুলুকে জিহাদে গমন করি এবং সেখানকার লোক ছিল প্রতিমাপূজক। তাদের নিকট পানি এবং দুধের মশক থাকে। ইব্‌ন আব্বাস বললেন : কোন চামড়া দাবাগত করলে তা পাক হয়ে যায়। ইব্‌ন ওয়ালা বললেন : এটি কি আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, না আপনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন : আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শুনেছি।

٤٢٤٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ

تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا ‏.‏

৪২৪৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'য়ীদ (র) - - - - সালামা ইব্ন মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবুক যুদ্ধে এক মহিলার নিকট পানি চেয়ে পাঠান। সেই মহিলা বলে পাঠালো যে, আমার নিকট পানি তো আছে, কিন্তু তা মৃত জন্তুর মশকে ভরা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তার দাবাগত করেছিলে? সেই মহিলা বললো : হাঁ! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে তা দাবাগত দ্বারা পাক হয়ে গেছে।

٤٢٤٥. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ دِبَاغُهَا طَهُورُهَا ‏.‏

৪২৪৫. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মৃত জন্তুর চামড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তা দাবাগত দ্বারা পাক হয়ে যায়।

٤٢٤٦. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا ‏.‏

৪২৪৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে মৃত জন্তুর চামড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : এর চামড়া দাবাগত দ্বারা পাক হয়ে যায়।

٤٢٤٧. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ‏.‏

৪২৪৭. আইয়ূব ইব্ন মুহাম্মদ ওয়্যান (র) - - - - আয়েশা (রা) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মৃত পশুর চামড়া পবিত্র হয় দাবাগত দ্বারা।

٤٢٤٨. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ‏.‏

৪২৪৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন্ ইয়াকূব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত পশুর চামড়া দাবাগত দ্বারা পাক হয়ে যায়।

مَا يُدْبَغُ بِهِ جُلُوْدُ الْمَيْتَةِ

মৃত জন্তুর চামড়া কি দিয়ে দাবাগত করা হবে ?

٤٢٤٩. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا قَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ *

৪২৪৯. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দিয়ে কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন লোক বের হলো। তারা একটি বকরীকে গাধার ন্যায় হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তোমরা তার চামড়া খুলে নিতে তবে ভালই হতো। তারা বললো ঃ এটা তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে পানি এবং কারাজ[১] পবিত্র করে দেয়।

٤٢٥٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ *

৪২৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চিঠি আমাদের সামনে পাঠ করা হয় আর তখন আমি ছিলাম যুবক। তা এই যে, "তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া এবং হাড় দ্বারা উপকার গ্রহণ করবে না।"

٤٢٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ *

---

১. কারাজ এক প্রকারের পাতা।

৪২৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে লিখে জানালেন যে, তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও হাড় কাজে লাগাবে না।

٤٢٥٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلاَلٍ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جُهَيْنَةَ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَصَحُّ مَا فِي هٰذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ●

৪২৫২. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উকায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুহায়না গোত্রের লোকদেরকে লিখেন যে, তোমরা মৃত জন্তুর চামড়া ও হাড় দ্বারা উপকৃত হবে না। আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন ঃ মৃত পশুর চামড়া দাবাগত করা হলে তা পাক হয়ে যায়।

اَلرُّخْصَةُ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

দাবাগতকৃত মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহারের অনুমতি

٤٢٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ●

৪২৫৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত জন্তুর দাবাগতকৃত চামড়া ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ السِّبَاعِ

হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা

٤٢٥٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ●

৪২৫৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ (র) - - - - আবুল মালীহ্ তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٢٥٥. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُوْرِ ‎•

৪২৫৫. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - মিকদাম ইব্‌ন মাদী কারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশম বস্ত্র, স্বর্ণ এবং চিতা বাঘের চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٢٥٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبُوْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ ‎•

৪২৫৬. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - খালিদ (রা) বলেন, মিকদাম ইব্‌ন মাদী কারিব (রা) মুআবিয়া (রা)-এর নিকট এসে বললেন : আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِشُحُوْمِ الْمَيْتَةِ

মৃত জন্তুর চর্বি ব্যবহার না করা প্রসঙ্গে

٤٢٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ ‎•

৪২৫৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কাতে বলতে শোনেন : আল্লাহ্ তা'আলা, মাদকদ্রব্য, মৃত জন্তু, শূকর এবং মূর্তি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন প্রশ্ন করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি মৃত জন্তুর চর্বি সম্বন্ধে কি বলেন ? তা তো নৌকায় লাগানো হয়, চামড়ায় লাগানো হয়, লোকেরা তা দিয়ে আলো জ্বালায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, তা হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে এবং এর মূল্য ভক্ষণ করলো।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

হারাম বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

٤٢٥٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُبْلِغَ عُمَرُ اَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُرَةَ اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِىْ اَذَابُوْهَا ‎*

৪২৫৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, সামুরা (রা) মাদকদ্রব্য বিক্রি করেন। তিনি বললেন ঃ সামুরার জন্য সর্বনাশ! সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুন; যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হলো, তখন তারা তা গলিয়ে নিল। সুফিয়ান (র) বলেন ঃ অর্থাৎ গলানো।

اَلْفَارَةُ تَقَعُ فِى السَّمَنِ

ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে

٤٢٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ ‎*

৪২৫৯. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি ইঁদুর ঘি-এর মধ্যে পড়ে মারা যায়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ ইঁদুরকে বের করে এর চারপাশের ঘিও ফেলে দাও, এরপর তা খাও।

٤٢٦٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ جَامِدٍ فَقَالَ خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاَلْقُوْهُ ‎*

৪২৬০. ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া নিশাপুরী (র) - - - - মায়মূনা

(রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট ঐ ইঁদুরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যে জমাট ঘিয়ের মধ্যে পড়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ ঐ ইঁদুরটা তা থেকে বের করে ফেল এবং এর চারপাশের ঘিও ফেলে দাও।

٤٢٦١. اَخْبَرَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بُوْذَوِيَةَ اَنَّ مَعْمَرًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَارَةِ تَقَعُ فِى السَّمْنِ فَقَالَ اَنْ كَانَ جَامِدًا فَاَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَاِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ *

৪২৬১. খুশায়শ ইব্ন আসরাম (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো ঘিতে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে তিনি বললেন ঃ যদি ঘি জমাট হয়, তবে ঐ ইঁদুর এবং এর চতুর্দিকের ঘি ফেলে দাও। আর যদি ঘি তরল হয়, তবে এর কাছেও যাবে না।

٤٢٦٢. اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ سَلِيْمِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَوْزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّى الْخَطَّابُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى اَهْلِ هٰذِهِ الشَّاةِ لَوِ انْتَفَعُوْا بِاِهَابِهَا *

৪২৬২. সালামা ইব্ন আমদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট ফিরে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এই বকরীর মালিক যদি এর চামড়া ছাড়িয়ে তা কাজে লাগাতো তবে তা কত উত্তম হতো !

اَلذُّبَابُ يَقَعُ فِى الْاِنَاءِ

পাত্রে মাছি পড়লে

٤٢٦٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ *

৪২৬৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সে যেন তাকে ডুবিয়ে দেয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

অধ্যায় ঃ শিকার ও যবাহকৃত জন্তু

اَلْاَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ

শিকার করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলার নির্দেশ

٤٢٦٤. اَخْبَرَنَا الْاِمَامُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِىُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاِنْ اَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنْ اَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَاْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ اَمْسَكَهُ عَلَيْكَ فَاِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ اَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَ كَلْبَكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَاْكُلْنَ فَلَا تَاْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّكَ لَاتَدْرِىْ اَيُّهَا قَتَلَ ٭

৪২৬৪. ইমাম আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ যখন তুমি শিকারের জন্য তোমার কুকুরকে ছাড়বে, তখন বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ছাড়বে। যখন তুমি শিকারকে জীবিত পাবে, তবে তাকে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে যবাহ্ করবে, আর যদি ঐ শিকারকে কুকুর মেরে ফেলে এবং তা থেকে না খায় তবে তুমি তা খাবে। কেননা সে তা তোমার জন্যই নিয়ে এসেছে। আর যদি কুকুর তা থেকে খায়, তা হলে তুমি তা খাবে না, কেননা, তাকে সে নিজের জন্য মেরেছে। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর পাও এবং শিকার

মেরে আনে, আর তারা তা না খায়, তবে তুমি তা থেকে কিছু খাবে না। কেননা, তুমি জান না, ওদের মধ্যের কোন কুকুরটি শিকার মেরেছে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَكْلِ مَالَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা না খাওয়ার নির্দেশ

٤٢٦٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاَخَذَ وَلَمْ يَاْكُلْ فَكُلْ فَاِنَّ اَخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَاِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ اٰخَرُ فَخَشِيْتَ اَنْ يَكُوْنَ اَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهِ *

৪২৬৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নসর (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট মি'রায বা লৌহ বিহীন তীর [১] দ্বারা শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যদি ঐ শিকারের উপর তার ধারাল অংশ লাগে, তবে তা খাবে। আর যদি ঐ কাঠের আড়াআড়ি আঘাত লাগে, তবে তা ওয়াকীজ [২]। এরপর আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যখন তুমি তোমার কুকুর ছেড়ে দেবে, আর তা শিকার ধরে এনে নিজে না খাবে, তবে তুমি তা খেতে পার। কেননা, তার ধরে আনাই তার যবাহ করা। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর থাকে এবং তোমার সন্দেহ হয় যে, হয়তো অন্য কুকুরও শিকার করতে পারে, তখন তা খাবে না। কেননা, তুমি তো তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়েছো, অন্য কুকুর ছাড়ার সময় তা পড়া হয়নি।

صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার

٤٢٦٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَاْخُذُ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَاَخَذَ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلَ قَالَ وَاِنْ قَتَلَ قُلْتُ اَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَاْكُلْ *

---

১. ভারী কাঠ কিংবা লাঠি যার মাথায় লোহা থাকে।
২. ওয়াকীজ- সে জন্তুকে ধারাল অস্ত্র ছাড়া মারা হয়েছে।

৪২৬৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি শিকার কুকুর ছাড়ি এবং সেই কুকুর কোন প্রাণী ধরে আনে? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দেবে, আর ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে ছাড়বে, এবং সে শিকার ধরে আনবে, তবে তুমি তা খেতে পারবে। আমি বললাম ঃ যদি সে তাকে মেরেও ফেলে? তিনি বললেন ঃ যদি সে তা মেরেও ফেলে, তবুও খেতে পারবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমি অনেক সময় লৌহ বিহীন তীর বা লাঠি নিক্ষেপ করি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তীরের ধারাল অংশ লাগে, তবে তা খেতে পারবে। আর যদি আড়াআড়িভাবে তীর লেগে থাকে, তবে তা খাবে না।

صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ

অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার

٤٢٦٧. اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوْفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اَنْبَانَا اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ صَيْدٍ بِقَوْسِىْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِىَ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِىَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ مَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ‏.‏

৪২৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবু ছা'লাবা খুশনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন স্থানে থাকি, যেখানে অনেক শিকার পাওয়া যায়, তখন আমি আমার তীর দ্বারা শিকার করি এবং শিকারী এবং অশিকারী উভয় কুকুর দ্বারা শিকার করি। তিনি বললেন ঃ যে তীর নিক্ষেপের সময় তুমি আল্লাহ্‌র নাম নেবে ঐ তীরের শিকার তুমি খাবে। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহ্‌র নামে ছাড়বে তার শিকারও খাবে। আর অশিকারী কুকুর কোন শিকার ধরে আনলে যদি তা যবাহ্ করতে পার, তবে তা খাবে।

اِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ

যদি কুকুর শিকার মেরে ফেলে

٤٢٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُوْرٍ اَبُوْ صَالِحٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُرْسِلُ كِلَابِىَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَىَّ فَاٰكُلُ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَاَمْسَكْنَ

عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ مَالَمْ يَشْرَكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ قَالَ إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ *

৪২৬৮. মুহাম্মদ ইবন মানসুর আবূ সালিহ মক্কী (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার শিকারী কুকুর ছাড়ি, আর সে আমার জন্য শিকার ধরে আনে, আর আমি তা খাই। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তোমার শিকারী কুকুর ছাড়, আর তা তোমার জন্য শিকার ধরে আনে, তখন তুমি তা খাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সে কুকুর শিকার মেরে ফেলে তবুও? তিনি বললেন ঃ যদিও সে মেরে ফেলে ; কিন্তু শর্ত হলো তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর যেন না থাকে। আমি আরয করলাম ঃ আমি লোহা বিহীন তীর নিক্ষেপ করি, আর তা শিকারের গায়ে গেঁথে যায়? তিনি বললেন ঃ যদি তা গায়ে গেঁথে যায় তবে খাবে, আর যদি আড়াআড়িভাবে লাগে, তবে খাবে না।

إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ

যদি স্বীয় কুকুরের সাথে অন্য কুকুর থাকে যাকে ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়া হয়নি

٤٢٦٩. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ *

৪২৬৯. আমর ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন ঃ তোমার কুকুর ছেড়ে দেয়ার পর যদি ঐ কুকুরের সাথে অন্য এমন কুকুর থাকে, যাকে ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া হয়নি। তবে ঐ শিকার খাবে না। কেননা, তুমি জান না তাদের কোনটি শিকার মেরেছে।

إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ

যদি স্বীয় কুকুরের সাথে অন্যের কুকুর পায়

٤٢٧٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ كَلْبِكَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - -আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কুকুরের শিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন ঃ যখন তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে কুকুর ছাড়বে তখন ঐ শিকার খাবে, আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কোন কুকুর দেখতে পাও তবে ঐ শিকার খাবে না। কেননা, তোমরা নিজের কুকুর ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যের কুকুরের উপর পড়নি।

٤٢٧١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلاً وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلاً وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭১. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, আমাদের একজন পড়শী ছিল, সে আমাদের নিকট আসা-যাওয়া করতো। সে ছিল সংসারত্যাগী, সে নাহরাইন শহরে নির্জনতা অবলম্বন করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি আমার কুকুরকে শিকারের জন্য ছেড়ে দেই; পরে ঐ কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাই, আমি বুঝতে পারি না কোন্ কুকুর শিকার মেরেছে ? তিনি বললেন ঃ তা খাবে না। কেননা, তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যের কুকুরের উপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়নি।

٤٢٧٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ *

৪২৭২. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র)- - - -আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٧٣. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْغَيْلاَنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭৩. সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তোমার কুকুর ছাড়, তবে ঐ শিকার খাবে। যদি কুকুর তার কিছু অংশ খায়, তবে তুমি তা খাবে না। কেননা, সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর যদি তোমার কুকুর ছাড়ার পর তার

সাথে অন্য কুকুর পাও, তবে তা খাবে না। কেননা, তুমি তোমার কুকুর ছাড়ার সময় তার উপর তো বিসমিল্লাহ্ পড়েছ, অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

٤٢٧٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - -আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমি আমার কুকুর ছাড়ার পর, আমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাই, ফলে আমি বুঝতে পারি না, কোন্ কুকুর শিকার মেরেছে ? তিনি বললেন ঃ তুমি ঐ শিকার খাবে না। কেননা, তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিস্মিল্লাহ্ পড়েছ; অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ

যদি কুকুর শিকারের কিছু অংশ খায়

٤٢٧٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَرُونَ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ *

৪২৭৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লৌহ বিহীন তীর দ্বারা শিকার করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ যদি ঐ তীরের ধারাল অংশ লাগে, তবে তুমি তা খাবে। আর যদি আড়াআড়িভাবে লাগে, তবে তা হারাম। তিনি বলেন, এরপর আমি শিকার কুকুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ যদি তুমি বিস্মিল্লাহ্ বলে কুকুর ছেড়ে থাক, তবে তা খাবে। আমি বললাম ঃ যদি সে শিকার মেরে ফেলে? তিনি বললেন ঃ যদি তা হতে কিছু অংশ খায়, তবে তুমি খাবে না, আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কোন কুকুর দেখ আর দেখ যে, সে ই তাকে মেরেছে। তবে তুমি ঐ শিকার খাবে না। কেননা, তুমি তোমার কুকুরের উপর বিস্মিল্লাহ্ পড়েছে, অন্য কুকুরের উপর পড়নি।

٤٢٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَاْكُلْ فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ *

৪২৭৬. আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আদী ইবন হাতিম তায়ী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যদি তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তোমার কুকুর ছেড়ে থাক এবং সে শিকার মেরে আনে, অথচ সে কিছুই তা থেকে খায়নি, তবে তুমি তা খাবে। আর যদি তা থেকে খায়, তবে তুমি তা খাবে না। কেননা, সে তা নিজের জন্য ধরেছে, তোমার জন্য শিকার করেনি।

اَلْاَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

কুকুর হত্যার নির্দেশ

٤٢٧٧. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ السَّبَّاقِ قَالَ اَخْبَرَتْنِى مَيْمُوْنَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَاَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيْرِ *

৪২৭৭. কাছীর ইবন উবায়দ (র) - - - - মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেন : আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকাল বেলা কুকুর মারার নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি ছোট ছোট কুকুরও মারার নির্দেশ দেন।

٤٢٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى مِنْهَا *

৪২৭৮. কুতায়বা ইবন সা'ঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর মারার নির্দেশ দেন, যেগুলো বাদ দিয়েছেন, তা ব্যতীত।

٤٢٧٩. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ اِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ *

৪২৭৯. ওহাব ইব্‌ন বায়ান (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উচ্চস্বরে কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতে শুনেছি। এরপর কুকুর হত্যা শুরু হয়। তবে শিকারী কুকুর এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত কুকুর ব্যতীত।

٤٢٨٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ اِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ *

৪২৮০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন; তবে শিকারী কুকুর এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত কুকুর ব্যতীত।

صِفَةُ الْكِلاَبِ الَّتِىْ أَمَرَ بِقَتْلِهَا

যে সব কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٤٢٨١. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيْمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوْا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ *

৪২৮১. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কুকুর অন্যান্য জীবের ন্যায় এক প্রকার জীব হতো, তাহলে আমি সেগুলো হত্যার নির্দেশ দিতাম। তোমরা তাদের সেগুলোর মধ্যকার কালো কুকুরকে হত্যা করবে। যে সকল লোক তাদের কৃষিকর্ম ও শিকার করা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর এবং পশু-পাখি পালন করে, তাদের আমল হতে প্রতি দিন এক কীরাত[১] সওয়াব কমে যায়।

اِمْتِنَاعُ الْمَلاَئِكَةِ مِنْ دُخُوْلِ بَيْتٍ فِيْهِ كَلْبٌ

যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না

٤٢٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ *

৪২৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে

১. এর পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত।

বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ঘরে কুকুর, ছবি এবং জুনুব[১] ব্যক্তি থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না।

٤٢٨٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَاصُورَةٌ *

৪২৮৩. কুতায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - -আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না।

٤٢٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ أَيْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللّٰهِ مَا أَخْلَفَنِي قَالَ فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذٰلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسٰى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ قَالَ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ *

৪২৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) বলেন, একদা ভোরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ ভোর হতে আপনাকে চিন্তিত দেখছি ? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল (আ) আজ রাতে আমার সাথে সাক্ষাতের ওয়াদা করেন, কিন্তু তিনি আসেন নি। আল্লাহ্র শপথ ! তিনি কখনও আমার সাথে ওয়াদা খেলাফ করেন নি। তিনি সারা দিন এভাবেই অতিবাহিত করলেন। এরপর তাঁর স্মরণ হলো যে, একটা কুকুর ছানা আমাদের খাটের নীচে রয়েছে; তিনি আদেশ করলে, তাকে বের করা হয়, পরে তিনি নিজ হাতে পানি নিয়ে ঐ স্থানে ছিটিয়ে দেন। সন্ধ্যায় জিবরাঈল (আ) আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ আপনি তো গত রাতে আমার সাথে দেখা করার ওয়াদা করেছিলেন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ ; কিন্তু আমি ঐ ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে। সেই সকাল হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন।

১. যার শরীর নাপাক– যার উপর গোসল ফরয হয়েছে।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ اِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ

গৃহপালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি

٤٢٨٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ اِلاَّ ضَارِيًا اَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ ٭

৪২৮৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার আমল হতে দুই কীরাত সওয়াব কম করা হয়, তবে শিকারী কুকুর অথবা গৃহপালিত জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ব্যতীত।

٤٢٨٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ اِيَاسِ ابْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ السَّعْدِيُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ اَبِىْ زُهَيْرٍ الشَّنَائِىُّ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قُلْتُ يَاسُفْيَانُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ ٭

৪২৮৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - সুফিয়ান ইব্‌ন আবূ যুহায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুকুর পালে কৃষি কাজের হিফাজত এবং গৃহপালিত পশুর হিফাজতের কুকুর ব্যতীত, তার আমল হতে প্রতিদিন এক কীরাত সওয়াব কমে যাবে। রাবী সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছেন ঃ তিনি বললেন ঃ এই মসজিদের রবের কসম!

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ اِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিকারী কুকুর পালনের অনুমতি

٤٢٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ ٭

৪২৮৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর

অথবা পশু রক্ষার জন্য ব্যতীত কুকুর পালন করে, তার সওয়াব হতে, প্রতিদিন দুই কীরাত সওয়াব কমিয়ে দেওয়া হবে।

٤٢٨٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ *

৪২৮৮. আব্দুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর, অথবা পশু রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালে, তার সওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত কমিয়ে দেয়া হবে।

بَابُ الرُّخْصَةُ فِيْ إِمْسَاكِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

অনুচ্ছেদ ঃ কৃষির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পালনের অনুমতি

٤٢٨٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ *

৪২৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর, গৃহপালিত জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণের কুকুর এবং কৃষি কাজের হিফাজতের কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার সওয়াব থেকে এক কীরাত কম করা হবে।

٤٢٩٠. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ *

৪২৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর, পালিত জন্তুর রক্ষক কুকুর অথবা জমি পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, তার আমল হতে প্রতিদিন এক কীরাত সওয়াব কম করা হবে।

٤٢٩١. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ

اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ *

৪২৯১. ওহাব ইব্‌ন বায়ান (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পালিত পশুর রক্ষক কুকুর এবং শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পালন করবে, তার সওয়াব হতে প্রতিদিন দুই কীরাত সওয়াব কম করা হবে।

٤٢٩٢. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ *

৪২৯২. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পালিত পশুর রক্ষক কুকুর, অথবা শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পালে; তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত সওয়াব কম করা হবে। আব্দুল্লাহ্ (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ অথবা কৃষি কাজের কুকুর ব্যতীত।

اَلنَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

কুকুরের মূল্য গ্রহণ না করার নিষেধ

٤٢٩٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَرِثِ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ *

৪২৯৩. কুতায়বা (র) ---- আবূ মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, যিনার বিনিময় এবং গণকদের কাজের বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٢٩٤. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ *

৪২৯৪. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুকুরের মূল্য, গণকদের পারিশ্রমিক এবং যিনার বিনিময় নেয়া হালাল নয়।

٤٢٩٥. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ٭

৪২৯৫. শুআয়ব ইব্‌ন য়ুসুফ (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পতিতাদের বিনিময়, কুকুরের মূল্য এবং সিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক অতি নিকৃষ্ট।

الرُّخْصَةُ فِيْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

শিকারী কুকুরের মূল্য নেয়ার অনুমতি

٤٢٩٦. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ ٭

৪২৯৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান মিকসামী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিড়াল ও কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে শিকারী কুকুরের মূল্য ব্যতীত।

٤٢٩٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا قَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلاَبُكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَالَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٭

৪২৯৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট শিকারী কুকুর আছে, আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার কুকুর যা তোমার জন্য ধরে আনে, তা তুমি খাবে। সে ব্যক্তি বললো ঃ আমার কুকুর ঐ শিকার মেরে ফেললেও ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, মেরে ফেললেও। এরপর ঐ ব্যক্তি বললো ঃ আপনি আমাকে তীর ধনুকের ব্যাপারে কিছু বলুন ? তিনি

বললেন : তোমার তীর কোন শিকার মারলে, তুমি উহা খাবে। ঐ ব্যক্তি বললো : যদি তীরের আঘাতের পর ঐ শিকার পালিয়ে যায় ? তিনি বললেন : যদিও সে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে যেন অন্য তীরের চিহ্ন না থাকে, আর তা দুর্গন্ধ না হয়।

الاِنْسِيَّةُ تَسْتَوْحِشُ

গৃহপালিত পশু পালিয়ে গেলে

٤٢٩٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ‏.‏

৪২৯৯. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) ---- রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুলহুলায়ফায় ছিলাম, যা তেহামায় অবস্থিত। লোক (গনীমতের)

মতের মাল
র আগমনের পর তাঁর
টের সমান দশ বকরী
ও ছিল অল্প। লোকেরা
অস্থির করে তুললো।
মিয়ে দিলেন। তখন
য়। অতএব তোমরা

বন্টনের পূর্বেই পশু যবাহ করলেন এবং উনুনে হাঁড়ি চড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এ
আদেশে হাঁড়ি উপুড় করা হলো এবং তিনি পশুগুলো বণ্টন করলেন। তিনি এক উট
সাব্যস্ত করলেন। এমন সময় একটা উট পালিয়ে গেল আর লোকের নিকট ঘোড়াও
তাকে ধরবার জন্য দৌড়ালো কিন্তু তাকে ধরতে সক্ষম হলো না, বরং সে সকলকেই
শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে থা
রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ সকল জন্তু অনেক সময় বন্য জন্তুর ন্যায় পালাতে চ
এদেরকে ধরতে না পারলে ইহাদের সাথে এরূপই করবে।

الصَّيْدُ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

فِي الَّذِي يَرْمِي

তীর নিক্ষিপ্ত শিক

র পানিতে পড়লে

مَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ

٤٣٠٠. أَخْبَرَنَا أَحْ

الاحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله ﷺ عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله او سهمك ٭

৪৩০০. আহমদ ইব্ন মানী' (র) ---- আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তীর নিক্ষেপ করলে এবং ঐ জন্তুকে মৃত পেলে তাকে খেতে পার। কিন্তু যখন ঐ জন্তু পানিতে পড়ে যায় এবং তুমি বুঝতে পার না যে, তীরের আঘাতে মরেছে, না পানিতে পড়ে মরেছে, তবে তা খাবে না।

٤٢٠١. اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحرث قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن اعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم انه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد فقال اذا ارسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل قال فان بات عني ليلة يارسول الله قال ان وجدت سهمك ولم تجد فيه اثر شيء غيره فكل وان وقع في الماء فلا تاكل ٭

৪৩০১. আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ---- আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তীর ছুঁড়বে অথবা বিসমিল্লাহ্ বলে কুকুর ছাড়বে, আর তোমার তীর দ্বারা শিকার মারা যায় ; তবে তুমি তা খাবে। আদী (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি ঐ শিকার এক রাতের পর আমার হাতে আসে, তবে? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তোমার তীর পাও, আর ঐ শিকারের মধ্যে ঐ তীর ব্যতীত অন্য কিছুর চিহ্ন না পাও; তবে তা খাবে। আর যদি শিকার পানিতে পড়ে যায়, তবে তা খাবে না।

في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه

তীরের আঘাত খেয়ে শিকার উধাও হলে

٤٢٠٢. اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال انبانا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي ابن حاتم قال قلت يارسول الله انا اهل الصيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الاثر فيجده ميتا وسهمه فيه قال اذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكل ٭

৪৩০২. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) ---- আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

আমরা শিকারী লোক আর আমাদের মধ্যে কেউ শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে যদি ঐ শিকার এক অথবা দুই রাত্রি পর্যন্ত উধাও হয়ে যায়, আর শিকারী ব্যক্তি শিকারের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, তাকে মৃত পায় এবং তার শরীরের তীর লাগা অবস্থায় পায়? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তার মধ্যে তোমার তীর পাও এবং অন্য কোন হিংস্র জন্তুর চিহ্ন তাতে না দেখ, এবং তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তোমার তীরই তাকে মেরেছে, তবে তুমি তা খেতে পার।

٤٣٠٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ ‎•

৪৩০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি শিকারের মধ্যে তোমার তীর বিদ্ধ দেখবে, এবং তোমার তীর ব্যতীত অন্য কিছুর চিহ্ন তাতে না দেখতে পাও, আর তোমার বিশ্বাস হয় যে, ঐ তীরই তাকে হত্যা করেছে, তবে তা খাবে।

٤٣٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ ‎•

৪৩০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি শিকারের প্রতি তীর মারি, আর এক রাত্রি পর তার পদচিহ্ন অনুসরণ করি। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তোমার তীর তার মধ্যে পাবে, আর তা থেকে কোন হিংস্র জন্তু কিছু না খায় তবে তুমি তা খাবে।

اَلصَّيْدُ إِذَا أَنْتَنَ

যদি শিকার জন্তু হতে দুর্গন্ধ আসে

٤٣٠٥. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَلاَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَلْيَأْكُلْهُ إِلاَّ أَنْ يُنْتِنَ ‎•

৪৩০৫. আহমদ ইব্‌ন খালিদ খাল্লাল (র) - - - - আবূ ছা'লাবা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিন পর তার শিকার পায়, তবে সে তা খেতে পারে, কিন্তু যদি তা দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, তবে সে তা খাবে না।

٤٣٠٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ وَلَا أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ فَأُذَكِّيهِ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا قَالَ أَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৩০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কুকুর ছাড়ি, এবং ঐ কুকুর শিকার ধরে; কিন্তু আমার নিকট যবাহ্ করার কিছু থাকে না, তখন আমি পাথর অথবা লাঠি দ্বারা তাকে যবাহ্ করি। তিনি বললেন ঃ যে বস্তু দ্বারাই হোক রক্ত ঝরিয়ে দাও, এবং বিস্‌মিল্লাহ্ পড়।

صَيْدُ الْمِعْرَاضِ

মি'রায[1] এর শিকার

٤٣٠٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ فَاٰكُلُ مِنْهُ قَالَ اِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ يَعْنِي الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَاِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيْبُ فَاٰكُلُ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَاِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ *

৪৩০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর ছাড়ি, আর সে শিকার ধরে আনে এবং আমি তা খাই। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি বিসমিল্লাহ্ পড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড় এবং তা শিকার ধরে আনে তবে তুমি তা খেতে পার। আমি বললাম ঃ যদি সে শিকার মেরে ফেলে ? তিনি বললেন ঃ যদি সে শিকার মেরে ফেলে তবুও। যতক্ষণ তার সাথে অন্য কুকুর মিলিত না হয়। আমি বললাম, আমি মি'রায নিক্ষেপ করি এবং তা দ্বারা শিকার করি এবং খাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যখন তুমি বিস্‌মিল্লাহ্ বলে মি'রায ছুঁড়বে এবং ঐ তীর ধারাল অংশ দ্বারা আঘাত করে, তবে তুমি তা খাবে, আর যদি আড়াআড়ি দিকে আঘাত করে, তবে তা খাবে না।

مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

যদি তীরের পাশ লেগে মরে

১. মি'রায হলো - ফলক বিহীন তীর যা ধারালো নয়।

٤٣٠٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ ‎•

৪৩০৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মি'রায দ্বারা শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : যদি ঐ তীরের ধারাল অংশ লাগে, তবে তুমি তা খাবে আর যদি তার এক পার্শ্ব দ্বারা আঘাত করে তবে তুমি তা খাবে না। কেননা, তখন তাকে মাওকূযা[১] বলা হয়। তা খাবে না।

مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

যদি তীরের ধারাল অংশের আঘাতে শিকার করা হয়

٤٣٠٩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّرَّاعُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحْصَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ ‎•

৪৩০৯. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ যাররা (র) ---- আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মি'রায দ্বারা শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি তুমি তা তোমার তীরের ধারাল অংশ দ্বারা শিকার কর, তবে তা খাবে। আর যদি তুমি তাকে তীরের আড়াআড়ি আঘাত করে শিকার করে থাকে, তবে তা খাবে না।

٤٣١٠. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ ‎•

৪৩১০. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মি'রাযের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যদি তার ধারাল অংশ লাগে, তবে তা খাবে, আর যদি তীরের এক পাশ লেগে থাকে, তবে তা মাওকূযা।

اتِّبَاعُ الصَّيْدِ

শিকারের পেছনে ধাওয়া করা

১. পাথর, কাঠ ইত্যাদি দ্বারা যা ধারালো নয়, কোন জন্তুকে মারা হলে তাকে 'মাওকূযা' বলা হয়।

٤٣١١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى *

৪৩১১. ইসহাক ইবন ইব্‌রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জঙ্গলে থাকে, সে কঠিন হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি শিকারের পেছনে লেগে থাকে, সে অন্য সব কিছু ভুলে যায়, আর যে ব্যক্তি বাদশাহর সঙ্গে থাকে, তার ধর্ম কাজে আঘাত আসে।

اَلْأَرْنَبُ

খরগোশ

٤٣١٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ قَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ *

৪৩১২. মুহাম্মদ ইবন মা'মার বাহরানী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রাম্য এক ব্যক্তি একটি খরগোশ ভুন করে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসে এবং তা তাঁর সামনে রাখে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত গুটিয়ে নিলেন তা খেলেন না। কিন্তু অন্য লোকদেরকে খেতে বলেন, ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিটি তা খেলো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি খেলে না কেন ? সে বললো : আমি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখি। তিনি বললেন : যদি তুমি প্রত্যেক মাসে রোযা রাখ, তবে আইয়্যামে বীযের রোযা রাখ।

٤٣١٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ أَنَا أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَأْكُلْ ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ كُلُوا فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ *

৪৩১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন হাওতাকিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কাহা[১] দিবসে আমাদের সাথে কে ছিল? আবূ যর (রা) বললেন ঃ আমি ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি খরগোশ আনা হলে খরগোশ নিয়ে যে ব্যক্তি এসেছিল, সে বললো ঃ আমি দেখি যে, তার রক্ত ঝরছে। নবী ﷺ তা খেলেন না। তিনি অন্যান্য লোককে খেতে বললেন ঃ এ সময় এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো রোযা রেখেছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি রোযা রেখেছ ? সে বললো ঃ প্রতি মাসে তিনটি রোযা। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি কেন আইয়ামে বীযের (১৩, ১৪এবং ১৫ তারিখে) রোযা রাখ না ?

٤٣١٤. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَنِي بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهُ *

৪৩১৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) বলেন ঃ মাররুয যাহরান[২] নামক স্থানে আমি একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম এবং ধরে ফেললাম। আবূ তালহা (রা)-এর নিকট আমি তা নিয়ে গেলে তিনি তা যবাহ্ করলেন এবং তার উভয় রান ও নিতম্ব নবী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন, তিনি তা কবূল করলেন।

٤٣١٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا *

৪৩১৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'টি খরগোশ ধরলাম; কিন্তু তা যবাহ্ করার মত কিছুই পেলাম না। পরে আমি পাথর দিয়ে তাদের যবাহ্ করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে তা খাওয়ার আদেশ দেন।

اَلضَّبُّ

গো-সাপ

٤٣١٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ *

৪৩১৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় তাঁর নিকট গো-সাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি তো তা খাই না, আর তাকে হারামও বলি না।

---

১. মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান।

٤٣١٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَرٰى فِى الضَّبِّ قَالَ لَسْتُ بِاٰكِلِهٖ وَلاَ مُحَرِّمِهٖ ‑

৪৩১৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি গো-সাপ সম্বন্ধে কী বলেন ? তিনি বললেন : আমি তা খাইও না এবং তাকে হারামও বলি না।

٤٣١٨. أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِضَبٍّ مَشْوِىٍّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ بِيَدِهٖ لِيَاْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَهٗ مَنْ حَضَرَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَحْمُ ضَبٍّ فَرَفَعَ يَدَهٗ عَنْهُ فَقَالَ لَهٗ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَرَامٌ الضَّبُّ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِىْ فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهٗ فَاَهْوٰى خَالِدٌ اِلَى الضَّبِّ فَاَكَلَ مِنْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ ‑

৪৩১৮. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ভাজা একটি গো-সাপ আনা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ান, এমন সময় এক ব্যক্তি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা গো-সাপের গোশ্‌ত। তখন তিনি তা আর খেলেন না এবং হাত উঠিয়ে নিলেন। খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গো-সাপ কি হারাম ? তিনি বললেন : না, কিন্তু তা আমার গোত্রের জমিতে পাওয়া যায় না বলে এর প্রতি আমার ঘৃণা রয়েছে। পরে খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) হাত বাড়িয়ে তা খেতে লাগলেন। আর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন।

٤٣١٩. أَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ اَخْبَرَهٗ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَخْبَرَهٗ اَنَّهٗ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحٰرِثِ وَهِىَ خَالَتُهٗ فَقُدِّمَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَاْكُلُ شَيْئًا حَتّٰى يَعْلَمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اَلاَ تُخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَاْكُلُ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّهٗ لَحْمُ ضَبٍّ فَتَرَكَهٗ قَالَ خَالِدٌ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهٗ طَعَامٌ لَيْسَ فِىْ اَرْضِ قَوْمِىْ فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهٗ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهٗ اِلَىَّ فَاَكَلْتُهٗ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ وَحَدَّثَهٗ ابْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَكَانَ فِىْ حِجْرِهَا ‑

৪৩১৯. আবূ দাউদ (র) - - - - খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে

তাঁর খালা বিন্ত হারিছ মায়মূনা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে সামনে গো-সাপের গোশত পেশ করা হলে, তিনি তা কী বস্তু তা না জানা পর্যন্ত আহার করতেন না। কোন মহিলা বললো ঃ তুমি তাঁকে সংবাদ দাও তা কী বস্তু তা হলে তিনি খাবেন। আমি তাকে বললাম ঃ ইহা গো-সাপের মাংস। তখন তিনি তা পরিহার করলেন। খালিদ (রা) বলেন ঃ তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি হারাম ? তিনি বললেন ঃ না, তবে তা এমন জন্তু, যা আমার কওমের ক্ষেতে পাওয়া যায় না; তাই তা আমার খেতে ইচ্ছে হয় না। খালিদ (রা) বলেন ঃ আমি তা আমার দিকে টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখছিলেন।

٤٣٢٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الأَضُبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৩২০. ইসমাঈল ইবন মাসউদ (র) ---- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পনির, ঘি, এবং গো-সাপের গোশত পেশ করলে তিনি পনির, ঘি তো খেলেন কিন্তু গো-সাপের গোশত খেলেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দস্তরখানায় অন্য লোক খেয়েছেন। যদি তা হারাম হতো তবে তাঁর সাথে একত্রে বসে কেউ খেতে পারতো না এবং তিনিও খাওয়ার অনুমতি দিতেন না।

٤٣٢١. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ فَقَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ وَتَرَكَ الضِّبَابَ تَقَذُّرًا لَهُنَّ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ *

৪৩২১. যিয়াদ ইবন আইয়ূব (র) ---- ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গো-সাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ উম্মে হুফায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পনির, ঘি এবং গো-সাপ প্রেরণ করলে তিনি ঘি এবং পনির তো খান, এবং গো-সাপ অপছন্দ করে পরিহার করেন। যদি তা হারাম হতো, তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একত্রে খেতে বসে তারা তা খেতেন না, আর তিনিও খেতে অনুমতি দিতেন না।

٤٣٢٢. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَأَخَذْتُ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ

فَاَخَذَ عُوْدًا يَعُدُّ بِهِ اَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اُمَّةً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْاَرْضِ وَاِنِّيْ لَاَدْرِيْ اَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ قَدْ اَكَلُوْا مِنْهَا قَالَ فَمَا اَمَرَ بِاَكْلِهَا وَلَانَهٰى ٭

৪৩২২. সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ছাবিত ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক মনযিল অবতরণ করলে সেখানকার লোক গো-সাপ ধরলো। আমি একটি গো-সাপ নিয়ে ভেজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে পেশ করলাম। তিনি একখণ্ড কাঠ নিয়ে তার আঙ্গুল গণনা শুরু করলেন। পরে বললেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন কোন ব্যক্তির আকৃতি বিকৃত করা হয়েছিল এবং তারা মাটির জন্তুতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আমার জানা নেই তারা কোন জন্তু। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোক তো তা খেয়েছে। অথচ আপনি তো তা খেতে আদেশও করেন নি এবং নিষেধ করেন নি।

٤٣٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضَبٍّ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ اِنَّ اُمَّةً مُسِخَتْ لَايُدْرٰى مَافَعَلَتْ وَاِنِّيْ لَا اَدْرِيْ لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا ٭

৪৩২৩. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ছাবিত ইব্‌ন ওদীআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গো-সাপ নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাকে ওলট-পালট করে দেখতে লাগলেন এবং বললেন ঃ একটি সম্প্রদায়ের চেহারা বিকৃত করা হয়েছিল। জানি না, তারা কী করেছিল ? আর আমি এটাও জানি না যে, হয়তো এরা তাদের মধ্য হতে।

٤٣٢٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِضَبٍّ فَقَالَ اِنَّ اُمَّةً مُسِخَتْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ ٭

৪৩২৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ছাবিত ইব্‌ন ওদীআ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি গো-সাপ আনলে তিনি বললেন ঃ একটি সম্প্রদায়ের আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। (তা গো-সাপ না অন্য কিছু ?)

اَلضَّبُعُ
বেজি

٤٣٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا فَقُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ *

৪৩২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আবূ আম্মার (রা) বলেন : আমি জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা)-কে বেজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।[১] আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইহা কি শিকার ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ !

بَابُ تَحْرِيْمُ أَكْلِ السِّبَاعِ

অনুচ্ছেদ : হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম

٤٣٢٦. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ *

৪৩২৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হিংস্র জন্তুর মধ্যে যারা দাঁত দিয়ে শিকার করে তা হারাম।

٤٣٢٧. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ عَنْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *

৪৩২৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিংস্র জন্তুর মধ্যে যারা দাঁত দিয়ে শিকার করে তা খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٣٢٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَحِلُّ النُّهْبَى وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ *

৪৩২৮. 'আমর ইব্‌ন উছমান (র)- - - - আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো মাল লুট করা হালাল নয় এবং হিংস্র জন্তুর মধ্যে যারা দাঁত দিয়ে শিকার ধরে, তাও হালাল নয়, আর মুজাছ্‌ছামা, অর্থাৎ গুলি, তীর ইত্যাদির আঘাতে যে জন্তু মারা যায়, তা-ও হালাল নয়।

---

১. ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র) তা খাওয়া হালাল বলে মনে করেন। কিন্তু জমহুর-ই উলামা একে খাওয়া হারাম বলেছেন। কারণ, এটা হিংস্র জন্তু। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কেউ কি বেজি খায় ?

اَلْاِذْنُ فِىْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি

٤٣٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى وَذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَاَذِنَ فِى الْخَيْلِ ٭

৪৩২৯. কুতায়বা ও আহমদ ইবন আব্দা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন। আর ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন।

٤٣٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ ٭

৪৩৩০. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ঘোড়ার গোশত খাওয়ান এবং গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣١. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرٍو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ ٭

৪৩৩১. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খায়বর যুদ্ধের দিন ঘোড়ার গোশত খাওয়ান এবং গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَاْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ٭

৪৩৩২. আলী ইবন হুজর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে ঘোড়ার গোশ্ত খেতাম।

تَحْرِيْمُ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়া হারাম হওয়া

٤٣٣٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ

عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ‏.‏

৪৩৩৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ---- খালিদ ইবন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশ্ত খাওয়া বৈধ নয়।

٤٣٣٤. أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‏.‏

৪৩৩৪. কাছীর ইবন উবায়দ (র) ---- খালিদ ইবন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং হিংস্র জন্তুর মধ্যে দাঁত দ্বারা শিকার করে এমন জন্তুর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٣٣٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ قُلْتُ الْبِغَالَ قَالَ لاَ ‏.‏

৪৩৩৫. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঘোড়ার গোশ্ত খেতাম। আতা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ খচ্চরের গোশ্ত ? তিনি বললেন ঃ না।

تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া হারাম

٤٣٣٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ‏.‏

৪৩৩৬. মুহাম্মদ ইবন মানসূর ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) ---- মুহাম্মদ (র) বলেন, আলী (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন নিকাহে মুতআ [১] এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٧. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ

১. নিকাহে- মুতআ হলো - কোন স্ত্রীলোককে সাময়িকভাবে ভোগের জন্য কিছু বিনিময় দিয়ে বিয়ে করা।

وَمَالِكٌ وَأُسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ *

৪৩৩৭. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন রমণীদেরকে মুতআ বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٨. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ *

৪৩৩৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٣٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ *

৪৩৩৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু এই বর্ণনায় খায়বরের উল্লেখ নেই।

٤٣٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنَيْئًا *

৪৩৪০. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা বা রান্না ব্যতীত খেতে নিষেধ করেন।

٤٣٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ فَاكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَاكْفَأْنَاهَا *

৪৩৪১. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বর বিজয়ের দিন ঐ সকল গাধা ধরে ছিলাম, যা গ্রাম থেকে বের হয়েছিল। তাদের গোশ্ত পাকাবার জন্য পাত্রে রাখলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হতে ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাধার গোশ্ত হারাম করেছেন, তোমরা তোমাদের পাত্র উলটিয়ে দাও। তখন আমরা পাত্র উলটিয়ে গোশত ফেলে দেই।

٤٢٤٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِي فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ ●

৪৩৪২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর বিজয়ের দিন অতি প্রত্যুষে সেখানে পৌঁছেন। তখন খায়বরের ইয়াহুদীরা কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে বের হয়েছিল। যখন তারা আমাদেরকে দেখলো তখন বলে উঠলো ঃ মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সেনাবাহিনী। এই বলে তারা দৌড়িয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বললেন ঃ আল্লাহ্ আকবর! আল্লাহ্ আকবর! খায়বর ধ্বংস হলো। যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করি, তখন তাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা সেখানে গাধা ধরে তা রান্না করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘোষক এরূপ ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কেননা, তা অপবিত্র।

٤٢٤٣ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ أَلَا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ●

৪৩৪৩. আমর ইব্ন উছমান (র) - - - - আবু ছালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে খায়বরের যুদ্ধের জন্য বের হলো। তখন তারা ছিল ক্ষুধার্ত, গ্রামের কিছু গাধা তাদের হাতে আসলে তারা তা যবাহ্ করলো, এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আব্দুর

রহমান ইবন আউফকে ঘোষণার আদেশ দিলেন। তিনি লোকের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, পালিত গাধার গোশত ঐ ব্যক্তির জন্য হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

٤٣٤٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ *

৪৩৪৪. 'আমর ইবন উছমান (র) - - - - আবু ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁতে শিকার করে এমন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশতও খেতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ إِبَاحَةُ أَكْلِ لُحُومِ حُمُرِ الْوَحْشِ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্য গাধার মাংস খাওয়া বৈধ

٤٣٤٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ *

৪৩৪৫. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের দিন বন্য ঘোড়ার গোশত খেয়েছি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٣٤٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ أَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَأْنَكُمْ هَذَا الْحِمَارُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يُقَسِّمُهُ بَيْنَ النَّاسِ *

৪৩৪৬. কুতায়বা (র) - - - - উমায়র ইবন সালামা যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মদীনার রাওহা নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম আর তাঁরা সকলেই ছিলেন হজ্জের ইহরাম অবস্থায়। এমন সময় একটি আহত বন্য গাধা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একে ছেড়ে দাও হয়তো এর শিকারী মালিক আসছে। এমন সময় বাহায গোত্রের এক ব্যক্তি, যে গাধাকে আঘাত করেছিল, সে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই গাধা আপনি নিয়ে নেন। তখন তিনি আবু বকর (রা)-কে আদেশ দিলেন সকলের মধ্যে এর গোশত বণ্টন করে দেয়ার জন্য।

٤٣٤٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ حَلاَلٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتُمْ فَقَالَ لَنَا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَاهْدُوا لَنَا فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

৪৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করে তাঁর সাথীদের নিকট নিয়ে আসেন তখন তারা সকলে ছিল ইহ্‌রাম অবস্থায়, কিন্তু তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না। আমরা তা খেয়ে পরে একে অপরকে বললাম ঃ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল, পরে আমরা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা ভালই করেছ। তিনি আমাদেরকে আরো বললেন ঃ তোমাদের নিকট এর অবশিষ্ট কিছু আছে কি ? আমরা বললাম ঃ জ্বি হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তা আমাকে হাদিয়া দাও। আমরা তা তাঁর নিকট নিয়ে আসলে, তিনি তা থেকে খান, আর তখন তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি

٤٣٤٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى أُتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ *

৪৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - যাহ্‌দাম (র) বর্ণনা করেন, আবূ মূসা (রা)-এর নিকট একটি রান্না করা মুরগী আনা হলে কওমের এক ব্যক্তি সরে পড়লো। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তোমার কি হলো? সে বললো ঃ আমি নাপাক বস্তু খেতে দেখেছি। তাই আমার খারাপ মনে হয়েছে এবং আমি কসম করেছি যে, আমি তা খাব না। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তুমি নিকটে এসো এবং খাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা খেতে দেখেছি। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা দাও।

٤٣٤٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ وَقَدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمَ دَجَاجٍ وَفِي

الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى أُدْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ *

৪৩৪৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - যাহ্‌দাম জিরমী (র) বলেন ঃ আমরা আবূ মূসা (রা)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় তাঁর খানা আনা হলো আর তাতে মুরগীর গোশ্‌ত ছিল। কওমের মধ্যে তায়মুল্লাহ্ গোত্রের রক্তিম বর্ণের এক ব্যক্তি যে কৃতদাস ছিল, সে নিকটে আসলো না। তখন আবূ মূসা (রা) তাকে বললেন ঃ নিকটে এসো, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা খেতে দেখেছি।

٤٣٥٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بِشْرٍ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *

৪৩৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ খায়বরের দিন প্রত্যেক থাবা বিশিষ্ট পাখী খেতে এবং দাঁতে শিকার করে এমন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেন।

إِبَاحَةُ أَكْلِ الْعَصَافِيرِ

চড়ুই পাখির গোশত খাওয়ার অনুমতি

٤٣٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا *

৪৩৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চড়ুই অথবা তা থেকে ছোট কোন জন্তু অযথা হত্যা করে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর হক কি ? তিনি বললেন ঃ এর হক এই যে, একে আল্লাহর নামে যবাহ করে খাবে। এর মাথা কেটে ফেলে দেবে না।

بَابُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের মৃত জন্তু

٤٣٥٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ

ابْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ ـ

৪৩৫২. ইসহাক ইবন মানসূর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সমুদ্রের পানি পাক, আর এর মৃত হালাল।

٤٣٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِىَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ فَقِيْلَ لَهُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا فَاَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا بِحُوْتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ـ

৪৩৫৩. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) ---- জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের তিন শত ব্যক্তির একদলকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিহাদে পাঠান আর আমাদের পাথেয় ছিল আমাদের দায়িত্বে, তা নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি খেজুর মিলত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আবূ আব্দুল্লাহ্! একটি খেজুর খেয়ে লোক কি করে কালাতিপাত করতে পারে? জাবির (রা) বললেন ঃ তাও যখন ফুরিয়ে গেল, তখন আমরা বুঝলাম, একটি খেজুরের মূল্য কী হতে পারে? আমরা সমুদ্র তীরে আসলাম এবং সেখানে এমন এক মাছ পেলাম যা সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করেছে। তা আমরা আঠার দিন পর্যন্ত খেয়েছিলাম।

٤٣٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَمِائَةٍ رَاكِبٍ اَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ فَاَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ فَاَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتَّى اَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ فَاَلْقَى الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ فَثَابَتْ اَجْسَامُنَا وَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ اَضْلاَعِهِ فَنَظَرَ اِلَى اَطْوَلِ جَمَلٍ وَاَطْوَلِ رَجُلٍ فِى الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَسَاَلْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ قَالَ فَاَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ وَنَزَلَ فِى حِجَاجِ عَيْنِهِ اَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَكَانَ مَعَ اَبِى عُبَيْدَةَ جِرَابٌ فِيْهِ تَمْرٌ فَكَانَ يُعْطِيْنَا الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ اِلَى التَّمْرَةِ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا ـ

৪৩৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আমর (রা) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনশত ব্যক্তিকে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা)-এর অধীনে কুরাইশ দলের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পাঠান। আমরা ঐ কাফেলার অপেক্ষায় সমুদ্র তীরে অবস্থান করি। আমরা এমন ক্ষুধার্ত হলাম যে, আমরা গাছের পাতা খেতে লাগলাম। এমন সময় সমুদ্র তীরে একটি মাছ উঠিয়ে দেয়া হলো যাকে আম্বর বলা হয়ে থাকে। আমরা তা অর্ধ মাস পর্যন্ত খেতে থাকি, আর তেলের পরিবর্তে এর চর্বি ব্যবহার করি, এমনকি ক্ষুধায় আমাদের দেহ যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তা পুনরায় মোটা তাজা হয়ে উঠে। আবূ উবায়দা (রা)-এর পাঁজরের একটি কাঁটা তুলে নেন। তিনি একটি লম্বা উটের প্রতি লক্ষ্য করেন, আর বাহিনীর সর্বাপেক্ষা লম্বা ব্যক্তিকে এর উপর সওয়ার করালে তিনি এর নীচ দিয়ে চলে যান, আবার বাহিনীর ক্ষুধা পেলে তিনটি উট যবাহ্ করা হলো, আবার ক্ষুধা পেলে আরও তিনটি উট যবাহ করা হলো, আবূ উবায়দা (রা) পরে তা নিষেধ করেন।

সুফিয়ান[১] (র) বলেন ঃ আবূ যুবাইর (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন ঃ তোমাদের নিকট কি এর অবশিষ্ট আছে ? জাবির (রা) বলেন, আমরা এর চক্ষুদ্বয় হতে এত পরিমাণ চর্বি বের করলাম যে, আর এর চক্ষের কোটরে চার ব্যক্তি নেমে পড়লো। আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট একটি খেজুর ভর্তি থলি ছিল। তিনি আমাদেরকে এক এক মুষ্ঠি দান করতেন। পরে একটি করে খেজুর দিতেন, তা ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমরা এর ফুরিয়ে যাওয়ার মূল্য বুঝতে পারি।

٤٣٥٥. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا ‏.‏

৪৩৫৫. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আবূ উবায়দার নেতৃত্বে আমাদেরকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। আমাদের পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমরা এমন একটি মাছ পেলাম যা সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করেছিল। আমরা তা থেকে খাওয়া ইচ্ছা করলে আবূ উবায়দা (রা) নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রেরিত এবং আমরা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছি, অতএব খাও। আমরা বেশ কিছু দিন তা থেকে খেয়েছিলাম। আমরা পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, তবে তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

٤٣٥٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

১. সুফিয়ান (র) হলেন হাদীসের অন্যতম রাবী।

قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ أَبِيْ عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلْثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَانَا قَبْضَةً فَلَمَّا أَنْ جُزْنَاهُ أَعْطَانَا تَمْرَةً حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَطَ بِقِسِيِّنَا وَنَسَفُّهُ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِّيْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ ثُمَّ أَجَزْنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ مِثْلُ الْكَثِيْبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ لَاتَأْكُلُوْهُ ثُمَّ قَالَ جَيْشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَحْنُ مُضْطَرُّوْنَ كُلُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيْقَةً وَلَقَدْ جَلَسَ فِيْ مَوْضِعِ عَيْنِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ فَأَخَذَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيْرٍ مِنْ أَبَاعِرِ الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَبَسَكُمْ قُلْنَا كُنَّا نَتَّبِعُ عِيْرَاتِ قُرَيْشٍ وَذَكَرْنَا لَهُ مِنْ أَمْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ ذَاكَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوْهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ *

৪৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তিনশত ব্যক্তির উর্ধ্বে একদলকে আবূ উবায়দার নেতৃত্বে যুদ্ধে পাঠান। তিনি আমাদের পাথেয় হিসাবে এক থলি খেজুর দিলেন। আবূ উবায়দা (রা) এ থেকে আমাদেরকে এক মুষ্ঠি করে দিতেন, আর যখন তা নিঃশেষ হতে চললো, তখন তিনি একটি একটি করে খেজুর বণ্টন করতেন। আমরা বাচ্চাদের ন্যায় তা চুষতাম এবং পরে পানি পান করতাম। যখন তাও শেষ হলো তখন আমরা এর মূল্য অনুভব করতে পারলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বর্শা দ্বারা গাছের পাতা ঝরিয়ে তা খেতে লাগলাম। এরপর পানি পান করতাম। এই জন্য ঐ সেনাদলের নাম 'পাতার দল' হয়ে গেল। যখন আমরা সমুদ্র তীরে পৌঁছলাম, সেখানে আমরা এক জন্তু দেখতে পেলাম, যা বালুর টিলার ন্যায় পড়ে ছিল তাকে আম্বর বলা হতো। আবূ উবায়দা (রা) বললেন ঃ এটা মৃত জন্তু, তোমরা তা খাবে না। এরপর তিনি বললেন ঃ আমরাতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেনাদল, আর আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় রয়েছি, ক্ষুধার জ্বালায় মরণাপন্ন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নামে আহার কর। পরে আমরা তা থেকে আহার করলাম এবং মাছের কিছু অংশ শুকালাম। এর চোখের কোটরে তের ব্যক্তি বসতে পারতো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আবূ উবায়দা (রা)-এর পাঁজরের এক পাশের একখানা হাঁড় নিয়ে এর নিচ দিয়া একটি বিরাট উটকে চালিয়ে নেন। আমরা এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা এত দেরী করলে কেন ? আমরা বললাম ঃ আমরা কুরায়শদের দলের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আর আমরা তার নিকট ঐ জন্তুর ঘটনাও বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এটা আল্লাহ্-প্রদত্ত রিযক, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেন। তোমাদের নিকট এর কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে কি ? রাবী বলেন ঃ আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ।

اَلضِّفْدَعُ

বেঙ

٤٣٥٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهِ *

৪৩৫৭. কুতায়বা (র) ---- আব্দুর রহমান ইব্‌ন উছমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঔষধ হিসাবে বেঙ-এর উল্লেখ করলে, তিনি একে হত্যা করতে নিষেধ করেন।

اَلْجَرَادُ

ফড়িং

٤٣٥٨. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ *

৪৩৫৮. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নেতৃত্বে সাতটি জিহাদে শরীক ছিলাম। তখন আমরা ফড়িং খেতাম।

٤٣٥٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ *

৪৩৫৯. কুতায়বা (র) ---- আবূ ইয়া'কূব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) -কে ফড়িং হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছয়টি জিহাদে শরীক হয়ে ছিলাম। আর সে সময় আমরা ফড়িং খেতাম।

قَتْلُ النَّمْلِ

পিঁপড়া হত্যা

٤٣٦٠. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ

بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ اَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَهْلَكْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ ‎*

৪৩৬০. ওহাব ইবন বয়ান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পয়গাম্বরদের মধ্য হতে একজনকে পিঁপড়া দংশন করলে তিনি সে বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দেন, এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন ঃ তোমাকে তো একটা পিঁপড়া দংশন করেছে। আর তুমি এমন পিঁপড়া বস্তি জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করলে যারা আল্লাহ্র তাসবীহ করছিল?

٤٢٦١ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلٰى مَافِيْهَا فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً وَقَالَ الْاَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ فَاِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ ‎*

৪৩৬১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ একজন নবী গাছের নীচে অবতরণ করলে তাঁকে একটি পিঁপড়ায় দংশন করে। ফলে তাঁর আদেশে তাদের পূর্ণ বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ করেন যে, তুমি ঐ পিঁপড়াকে কেন মারলে না, যে তোমাকে দংশন করেছে? [১] আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনায় এইটুকু বর্ধিত আছে যে, কারণ তাসবীহ পাঠ করে।

٤٢٦٢ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‎*

৪৩৬২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الضَّحَايَا

অধ্যায় ঃ কুরবানী

٤٣٦٣. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ *

৪৩৬৩. সুলায়মান ইবন সালম বলখী (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখার পর কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন কুরবানী করার পূর্বে চুল ও নখ না কাটে।

٤٣٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ *

৪৩৬৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্দুল হাকাম (র) - - - - ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে তার নখ ও চুল না কাটে।

٤٣٦٥. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ الأَحْلاَفِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ أَظْفَارِهِ فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ أَلاَ يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ‏.‏

৪৩৬৫. আলী ইব্ন হুজর (র) ---- সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে আর দশ দিন আরম্ভ হয়ে যায় সে যেন তখন আর চুল ও নখ না কাটে। রাবী বলেন ঃ এ বিষয়টি ইকরামার নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তাহলে কি স্ত্রী এবং সুগন্ধিও ত্যাগ করতে হবে ?

٤٣٦٦. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا ‏.‏

৪৩৬৬. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ---- সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন যিলহজ্জ মাসের দশ দিন আরম্ভ হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।

بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الأُضْحِيَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে কুরবানীর পশু না পায়

٤٣٦٧. أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ بْنَ عَنْ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏

৪৩৬৭. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : কুরবানীর দিনকে ঈদের দিন করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য একে ঈদ সাব্যস্ত করেছেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : যদি আমি দুধপান করার জন্য অন্যের দান করা পশু ব্যতীত অন্য কিছু না পাই, তা হলে কি আমি তা-ই কুরবানী করবো ? তিনি বললেন : না, কিন্তু তুমি তোমার চুল, নখ কেটে ফেলবে এবং গোঁফ ছোট করবে এবং তোমার নাভির নীচের পশম কামাবে– এটাই হবে আল্লাহ্র নিকট তোমার কুরবানীর পূর্ণতা।

اَلْإِمَامُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى

ইমামের ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবাহ্ করা

٤٣٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى *

৪৩৬৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল হাকাম (র) ---- নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহে গরু-ছাগল যবাহ করতেন এবং উট নাহর করতেন।

٤٣٦٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى *

৪৩৬৯. আলী ইব্ন উছমান নুফায়লী (র) ---- আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন মদীনায় নহর করেছেন। তিনি বলেন, মদীনায় নহর না করলে ঈদগাহে গরু ছাগল যবাহ্ করতেন।

ذَبْحُ النَّاسِ بِالْمُصَلَّى

সাধারণ লোকের ঈদগাহে যবাহ্ করা

٤٣٧٠. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৩৭০. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন, সালাতে শেষে দেখলেন একটি বকরী যবাহ্ করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ সালাতের পূর্বে কে যবাহ্ করলো ? সে যেন এর পরিবর্তে অন্য একটি বকরী যবাহ্ করে; আর যে এখনও যবাহ্ করেনি, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করে।

مَانُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْاَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ

যে পশুর কুরবানী নিষিদ্ধ ঃ কানা

٤٣٧١. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَضَاحِيِّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجْزِيْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِيْ قُلْتُ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُوْنَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.

৪৩৭১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - বনী শায়বানের আযাদকৃত দাস আবূ যাহ্হাক উবায়দ ইব্‌ন ফায়রুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা (রা)-কে বললাম ঃ যে সকল পশুর কুরবানী করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আর আমার হাত তাঁর হাত অপেক্ষা ছোট ছিল। চার প্রকার পশুর কুরবানী বৈধ নয়, কানা পশু যার কানা প্রকাশ্য। রুগ্ন যার রোগ প্রকাশ্য। খোঁড়া পশু যার খোঁড়া হওয়া প্রকাশ্য; দুর্বল, যার হাড়ে মজ্জা নেই। আমি বললাম ঃ আমি শিং ও দাঁতে ত্রুটি থাকাও পছন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ তুমি যা পছন্দ কর, তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য লোকের জন্য তা হারাম করো না।

اَلْعَرْجَاءُ

খোঁড়া পশু

٤٣٧٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيْدِ قَالُوْا أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَضَاحِيِّ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ

وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ لاَ يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ *

৪৩৭২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উবায়দ ইবন ফায়রুয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইবন আযিবকে বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীতে কোন কোন পশু অপছন্দ করতেন বা নিষেধ করতেন ? তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত দ্বারা এরূপ বলেছেন। আর আমার হাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাত থেকে ছোট ছিল- চার প্রকারের পশুর কুরবানী করা বৈধ নয়। কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য, রোগা পশু, যার রোগ প্রকাশ্য; খোঁড়া পশু, যার খোঁড়া হওয়া প্রকাশ্য আর এমন দুর্বল পশু যার হাড়ে মজ্জা নেই। তিনি বললেন : আমি শিং এবং কানে ত্রুটি থাকাও অপছন্দ করি। তিনি বললেন : যা তোমার অপছন্দ হয় তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য মুসলমানের জন্য তা হারাম করো না।

الْعَجْفَاءُ

দুর্বল পশু

٤٣٧٣. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخَرَ وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يَقُولُ لاَ يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي *

৪৩৭৩. সুলায়মান ইবন দাউদ (র) - - - - উবায়দ ইবন ফায়রুয (র) সূত্রে বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে, তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করছিলেন। আর আমার অঙ্গুলি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আঙ্গুল অপেক্ষা ছোট ছিল। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বলেন : কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য, তা দ্বারা এবং খোঁড়া পশু, যার খোঁড়া হওয়া প্রকাশ্য, রুগ্ন পশু, যার রোগ প্রকাশ্য, আর দুর্বল পশু, যার হাড়ে মজ্জা নেই, এমন পশু কুরবানী করা জায়েয নয়।

الْمُقَابَلَةُ وَهِيَ مَاقُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا

মুকাবালা ঐ পশু যার কানের এক দিক কাটা

٤٢٧٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا بَتْرَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ ٭

৪৩৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই। আর আমরা যেন কানের অগ্রভাগ কাটা, কানের পেছন দিক কাটা, লেজ কাটা এবং কানের গোড়া থেকে কাটা পশু কুরবানী না করি।

اَلْمُدَابَرَةُ وَهِيَ مَاقُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا

মুদাবারা ঃ ঐ পশু যার কানের মূল থেকে কাটা

٤٢٧٥. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ أَبُوْ إِسْحٰقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَامُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَاخَرْقَاءَ ٭

৪৩৭৫. আবূ দাউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালরূপে দেখে নেই। আর আমরা যেন কুরবানী না করি কানা, কানের একদিক কাটা, কানের গোড়া কাটা এবং ফাঁড়া কান ওয়ালা এবং কান উৎপাটিত এমন পশু।

اَلْخَرْقَاءُ وَهِيَ الَّتِيْ تَخْرِقُ أُذُنَهَا

খারকা ঃ ঐ পশু যার কান ছিদ্র করা হয়েছে

٤٢٧٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ أَوْمُدَابَرَةٍ أَوْشَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ ٭

৪৩৭৬. আহমদ ইব্‌ন নাসিহ (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন যার কানের একদিক কাটা বা গোড়া কাটা বা যার কান কাটা বা যার কান ছিদ্র করা হয়েছে এবং যার কান মূল থেকে কাটা।

اَلشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَشْقُوْقَةُ الْاُذُنِ

শারকা ঃ কান ফাটা পশু

٤٣٧٧. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُضَحّٰى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا عَوْرَاءَ *

৪৩৭৭. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে পশুর কানের একদিক কাটা, বা কানের গোড়ার দিক থেকে কাটা অথবা যার কান ছিদ্র করা হয়েছে বা যার কান ফাটা, কিংবা কানা– এমন পশু কুরবানী করা যাবে না।

٤٣٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِىٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ *

৪৩৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - হুজায়্যা ইব্ন আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই।

اَلْعَضْبَاءُ

আযবা ঃ শিং ভাঙ্গা পশু

٤٣٧٩. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَىِّ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُضَحّٰى بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَعَمْ اِلَّا عَضَبَ النِّصْفِ وَاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ *

৪৩৭৯. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - জুরাই ইব্ন্ কুলাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিং ভাঙ্গা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। এরপর

أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَأَصَابَنِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا ٭

৪৩৮৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। আমার অংশে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পশু পড়লো। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার অংশে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পশু পড়েছে। তিনি বললেন, তুমি তা কুরবানী কর।

٤٣٨٤. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ ٭

৪৩৮৪. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া কুরবানী করেছি।

٤٣٨٥. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مُزَيْنَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ ٭

৪৩৮৫. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - কুলায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একবার সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। আমাদের এক ব্যক্তি দু'টি বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার পরিবর্তে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া খরিদ করছিল, তখন মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি বললো ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় দিনটি উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি দুটি বা তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার পরিবর্তে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া তালাশ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বকরীর মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দ্বারা যেভাবে কুরবানী আদায় হয়, তদ্রুপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়া দ্বারা তা আদায় হয়ে যাবে।

٤٣٨٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِئُ مَا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ ٭

৪৩৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা - - - - কুলায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরবানীর দুই দিন পূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, আমরা একটি ছানিয়্যার পরিবর্তে দুটি জাযআ দিচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ছানিয়্যার ন্যায় জাযআ কুরবানী করা চলে।

اَلْكَبْشُ

দুম্বা

٤٢٨٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّىْ بِكَبْشَيْنِ قَالَ اَنَسٌ وَاَنَا اُضَحِّىْ بِكَبْشَيْنِ ‎*

৪৩৮৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি কুরবানী করতেন। আনাস (রা) বলেন, আমিও দুটি দুম্বা কুরবানী করি।

٤٢٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ ‎*

৪৩৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা এবং কালো মিশানো রঙের দুটি দুম্বা কুরবানী করলেন।

٤٢٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحّٰى النَّبِىُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا ‎*

৪৩৮৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা-কালো মিশানো রঙের দুটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তিনি এ দুটি আল্লাহু আকবর বলে নিজ হাতে যবাই করেন। আর তিনি তাঁর পা মুবারক তার ঘাড়ের দুই ধারে রাখলেন।

٤٢٩٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى وَانْكَفَأَ اِلٰى كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا مُخْتَصَرٌ ‎*

৪৩৯০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের খুৎবা দিলেন এবং দুটি কালো সাদা রংয়ের দুম্বার নিকট গিয়ে তা যবাহ করলেন। (সংক্ষিপ্ত)

٤٢٩١. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا *

৪৩৯১. হুমায়দ ইবন মাসউদ (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এরপর তিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন দুটি সাদা-কালো দুম্বার দিক গমন করলেন এবং তা যবাহ্ করলেন। আর বকরীর এক পালের দিকে গমন করে তা আমাদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

٤٣٩٢. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ *

৪৩৯২. আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি শিংওয়ালা হৃষ্টপুষ্ট দুম্বা কুরবানী করলেন, যার পাসমূহ শুভ্র ছিল আর পূর্ণ শরীর কালো আর তার পেট ছিল কালো, চোখের চারদিক কালো ছিল।

بَابُ مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ উট ও গরুর মধ্যে কয়জনের কুরবানী জায়েয

٤٣٩٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৩৯৩. আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল বণ্টন করার সময় একটি উটের পরিবর্তে দশটি বকরী দিতেন। শু'বা (র) বলেন ঃ আমার খুব স্মরণ আছে, আমি এই হাদীস সাঈদ ইবন মাসরূক (র) থেকে শুনেছি।

٤٣٩٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ *

৪৩৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আযীয ইব্‌ন গাযওয়ান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলে আমরা একটি উটে দশজন[১] শরীক হলাম, আর একটি গাভীতে সাতজন।

مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرُ فِي الضَّحَايَا

কুরবানীর গরুতে শরীক সম্পর্কে

٤٣٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا ◆

৪৩৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ করতাম। আমরা সাতজনের পক্ষ থেকে গরু যবাহ্ করতাম এবং তাতে শরীক হতাম।

ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الْإِمَامِ

ইমামের পূর্বে কুরবানী করা

٤٣٩٦. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ح وَأَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَالَمْ يَذْكُرِ الْآخَرُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ فَقَامَ خَالِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ قَالَ اذْبَحْهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلَا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ◆

৪৩৯৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করে এবং আমাদের হজ্জের আরকানসমূহ আদায় করে; সে যেন সালাত আদায় করার পূর্বে কুরবানী না করে। তখন আমার খালু দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সালাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি আমার পরিবারের লোক, বাড়ীর লোকদের অথবা তিনি বলেছেন আমার পরিবারের লোক ও প্রতিবেশীদেরকে খাওয়ানোর জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ

১. এ বিধান অন্য হাদীস দ্বারা রহিত হয়েছে।

অন্য একটি পশু যবাহ্ কর। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট বকরীর বাচ্চা রয়েছে, যা আমার নিকট গোশতের বকরী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তিনি বললেন ঃ তুমি তা যবাহ্ কর, কেননা তোমার দুই কুরবানীর মধ্যে তা-ই উত্তম। তোমার পর আর কারো পক্ষ থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকরী গ্রহণযোগ্য হবে না।

٤٣٩٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ *

৪৩৯৭. কুতায়বা (র) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সালাতের পর আমাদেরকে খুৎবা দান করলেন। এরপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করলো এবং আমাদের মত কুরবানী করবে সে যথার্থই কুরবানী করলো আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই কুরবানী করলো তা তার জন্য গোশতের বকরী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। তখন আবূ বুরদা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহর শপথ! আমি তো সালাতের জন্য বের হবার পূর্বেই কুরবানী করেছি। আমি ধারণা করেছি, এই দিন পানাহারের দিন। অতএব আমি তাড়াতাড়ি করলাম এবং আমিও খেলাম, পরিবারের লোক এবং প্রতিবেশীকে খাওয়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা গোশতের বকরী হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট অপূর্ণ বয়সের বকরীর বাচ্চা রয়েছে যা এই বকরী অপেক্ষা উত্তম। তা কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

٤٣٩٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ فَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا *

৪৩৯৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই যবাহ্ করে সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই দিনটি এমন যে, এ দিন গোশ্‌ত খাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়।

তিনি তাঁর পড়শীর প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করলেন, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সমর্থন করেন। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট অপূর্ণ বয়স্ক একটি বকরী রয়েছে। যা এই গোশতের বকরী হতে আমার নিকট অধিক প্রিয়। তখন তিনি তাকে এর অনুমতি দিলেন। আমি জানি না তাঁর এই অনুমতি দান তিনি ব্যতীত অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে কিনা? এরপর তিনি দুটি বকরীর কাছে গিয়ে তা যবাহ্ করেন।

٤٣٩٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ قَالَ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ قَالَ اذْبَحْهَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ *

৪৩৯৯. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ও আমার ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ বুরদাহ ইব্‌ন নায়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে যবাহ্ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পুনরায় যবাহ্ করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট অপূর্ণ বয়স্ক বকরীর বাচ্চা রয়েছে, যা আমার নিকট পূর্ণ বয়স্ক বকরী অপেক্ষা উত্তম। তিনি বললেন ঃ তা যবাহ্ কর, আর উবায়দুল্লাহর হাদীসে রয়েছে, তিনি বললেন ঃ আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকরী ব্যতীত আর কিছু পাচ্ছি না। তিনি তাঁকে তা-ই যবাহ্ করতে বললেন।

٤٤٠٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَضْحًى ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৪০০. কুতায়বা (র) - - - - জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কুরবানী করলাম। তখন দেখা গেল, লোক সালাতের পূর্বেই তাদের কুরবানীর পশু যবাহ্ করে ফেলেছে। তিনি ফিরে এসে দেখলেন তারা সালাতের পূর্বেই তাদের পশু যবাহ্ করে ফেলেছে। তখন তিনি বললেন ঃ যারা সালাতের পূর্বে যবাহ্ করে ফেলেছে, তারা তার পরিবর্তে যেন অন্য একটি যবাহ্ করে। আর যে ব্যক্তি আমাদের সালাতের পূর্বে যবাহ্ করেনি, সে যেন আল্লাহর নামে যবাহ্ করে।

بَابُ إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাথর দ্বারা যবাহ্ করা

٤٤٠١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ حَدِيْدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيْدَةً أُذَكِّيْهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَآكُلُ قَالَ كُلْ *

৪৪০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুটি খরগোশ পেলেন তা যবাহ করার জন্য তার নিকট কোন লৌহ জাতীয় অস্ত্র ছিল না, তাই তিনি তা পাথর দ্বারা যবাহ করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি দু'টি খরগোশ শিকার করেছি। আমি এদেরকে সকল প্রকার লৌহাস্ত্র না পেয়ে পাথর দ্বারা যবাহ্ করেছি। এখন আমি তা খাব ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, খাও।

٤٤٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِيْ شَاةٍ فَذَبَحُوْهَا بِالْمَرْوَةِ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ أَكْلِهَا *

৪৪০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বাঘ একটি বকরীর গায়ে দাঁত বসালো। তখন তারা তা পাথর দ্বারা যবাহ করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُوْدِ

কাষ্ঠ দ্বারা যবাহ্ করা

٤٤٠٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ أُرْسِلُ كَلْبِيْ فَآخُذُ الصَّيْدَ فَلَا أَجِدُ مَا أُذَكِّيْهِ بِهِ فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْعَصَا قَالَ أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৪৪০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার কুকুর ছেড়ে শিকার ধরি। কিন্তু তা যবাহ্ করার কিছু না পেয়ে তা কাষ্ঠ ও লাঠি দ্বারা যবাহ্ করি। তিনি বললেন ঃ যা দ্বারা ইচ্ছা, রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহর নাম উল্লেখ কর।

٤٤٠٤. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَلَقِيْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيْدٍ قَالَ لَا بَلْ خَشَبٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا ٭

৪৪০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক আনসারী ব্যক্তির একটি উষ্ট্রী উহুদ পাহাড়ের দিকে রওয়ানা করছিল। হঠাৎ তার মৃত্যুর লক্ষণ দেখছিল। সে তা একখানা ডাণ্ডা দ্বারা যবাহ্ করল। আমি যায়দকে বললাম তা কি কাঠের ডাণ্ডা, না লৌহ ডাণ্ডা ছিল, তিনি বললেন, না, বরং তা ছিল কাষ্ঠ নির্মিত ডাণ্ডা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন।

اَلنَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ

নখ দ্বারা যবাহ্ করার নিষেধাজ্ঞা

٤٤٠٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ إِلَّا بِسِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ ٭

৪৪০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং আল্লাহ্‌র নাম যবাহ্ করা হয় তা খাও ; দাঁত এবং নখ দ্বারা যবাহ্‌কৃত পশু ব্যতীত।

بَابٌ فِي الذَّبْحِ بِالسِّنِّ

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত দ্বারা যবাহ্ করা

٤٤٠٦. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ٭

৪৪০৬. হান্নাদ ইবনে সারী (র) - - - -রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আগামীকাল শত্রুর মোকাবেলা করবো। তখন আমাদের সাথে ছুরি থাকে না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার নাম

উচ্চারণ করা হয়, তা তোমরা ভক্ষণ কর ; যতক্ষণ পর্যন্ত তা দাঁত এবং নখের দ্বারা যবাহ্ করা না হয়। এ ব্যাপারে আমি বলছি যে, দাঁত তো এক প্রকার হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি।

اَلْاَمْرُ بِاِحْدَادِ الشَّفْرَةِ

ছুরি ধারাল করার আদেশ

٤٤٠٧. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ اَثْنَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ ٭

৪৪০৭. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দু'টি বিষয় স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান করা ফরয করেছেন। অতএব তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, তখন তার প্রতি ইহসান করবে আর যখন কোন জন্তু যবাহ্ করবে তখন অতি উত্তম পন্থায় তাকে যবাহ্ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের ছুরি ধার দিয়ে নেওয়া উচিত। আর যবাহকৃত পশুকে ঠাণ্ডা হতে দিও।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ نَحْرِ مَايُذْبَحُ وَذَبْحِ مَايُنْحَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে পশু যবাহ্ করা হয় তাকে নহর করা এবং যে পশু নহর করা হয় তাকে যবাহ্ করা

٤٤٠٨. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اَحْمَدَ الْعَسْقَلاَنِيُّ عَسْقَلاَنُ بَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلْنَاهُ ٭

৪৪০৮. ঈসা ইব্ন আহমদ 'আসকালানী (র) - - - - আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে আমরা একটি ঘোড়া নহর করে তা আহার করেছি।

بَابُ ذَكَاةِ الَّتِيْ قَدْ نَيَّبَ فِيْهَا السَّبُعُ

অনুচ্ছেদ ঃ দংশিত জন্তু যবাহ্ করা

٤٤٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَاضِرَ

بْنُ الْمُهَاجِرِ النَّاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوْهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي اَكْلِهَا ●

৪৪০৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি ব্যাঘ্র একটি বকরী দংশন করলে লোকেরা একটি পাথর দ্বারা তা যবাহ্ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ভক্ষণ করার অনুমতি প্রদান করলেন।

ذِكْرُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ الَّتِيْ لاَيُوْصَلُ اِلَى حَلْقِهَا

কূপে পতিত জন্তুর যবাহ্

٤٤١٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ اِلاَّ فِي الْحَلْقِ اللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لاَجْزَاَكَ ●

৪৪১০. ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আবুল উশারা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গলনালী এবং লাব্বা [১] মধ্য ব্যতীত কি যবাহ্ হয় না ? তিনি বললেন : যদি তুমি তার উরুর দেশেও আঘাত কর তবে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِيْ لاَيَقْدِرُ عَلَى اَخْذِهَا

যে জন্তু পালায় এবং তা ধরা যায় না

٤٤١١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَقُوْ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ مَاخَلاَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ قَالَ فَاَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهْبًا فَنَدَّ بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اِنَّ لِهٰذِهِ النَّعَمِ اَوْ قَالَ الاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوْا بِهِ هٰكَذَا ●

৪৪১১. ইসমাঈল ইবন মাসঊদ (র) - - - - রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কাল শত্রুর সম্মুখীন হবো। তখন আমাদের সাথে ছুরি ইত্যাদি থাকবে না। তিনি বললেন: যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং যাকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবাহ্ করা হয় তা আহার করতে পার; দাঁত ও নখ দ্বারা যা যবাহ্ করা হয় তা ব্যতীত। সেই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল হিসাবে এক

১. 'লাব্বা' বলা হয় বুকের উপরের অংশকে।

পাল উট ও বকরী পেলেন তা থেকে একটি উট পালিয়ে যেতে লাগল। এক ব্যক্তি তীর মেরে তাকে বাধা প্রদান করল। তখন তিনি বললেন, এ সকল জন্তু অথবা তিনি বলেছেন, এ সকল উটের জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন উট পালিয়ে যায় এবং তোমরা ধরতে না পার তবে তোমরা তার প্রতি এরূপ করবে।

٤٤١٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ اِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ وَاَصَبْنَا نَهْبَةَ اِبِلٍ اَوْغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْا بِهِ هٰكَذَا ٭

৪৪১২. আমর ইবন আলী (র) ---- রাফি ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হব আর তখন আমাদের সাথে ছুরি থাকবে না। তিনি বললেন ঃ যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং যবাহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করা হয় তা খাও, দাঁত ও নখ দ্বারা ব্যতীত। আর আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করবো যে, দাঁত তো এক প্রকার হাড়, আর নখ হাবশী লোকদের ছুরি, আমরা উট বকরীর এক পাল পেলাম। তা থেকে একটি উট পালাতে লাগল, এক ব্যক্তি তীর ছুঁড়ে তাকে বাধা দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই সকল উটের মধ্যে জংলী জন্তুর ন্যায় পলায়ন করার অভ্যাস রয়েছে। অতএব যদি কোন জন্তু তোমাদের সাথে এরূপ করে, তবে তার সাথে তোমরা এরূপ করবে।

٤٤١٣. أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي اَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ اِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ٭

৪৪১৩. ইবরাহীম ইবন ইয়াকূব (র) ---- শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকলের উপর ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যখন হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে; আর যখন তোমরা যবাহ করবে, তখন উত্তমরূপে যবাহ্ করবে এবং তোমাদের ছুরি ধারাল করবে এবং যবাহকৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেবে।

بَابُ حُسْنُ الذَّبْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে যবাহ্ করা

٤٤١٤. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ اَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪১৪. হাসান ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ইহসান ফরয করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবাহ্ করবে, তখনও উত্তম পন্থায় যবাহ্ করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ছুরিতে ধার দিয়ে নেওয়া উচিত এবং যবাহ্‌কৃত জন্তুকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত।

٤٤١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - - শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দুটি কথা মুখস্থ রেখেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপরই ইহসান করা ফরয করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা কাউকে হত্যা করবে, তখন তোমরা উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবাহ্ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবাহ্ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ছুরিতে ধার দিয়ে নিবে এবং যবাহ্‌কৃত পশুকে ঠাণ্ডা হতে দেবে।

٤٤١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَاَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَةَ لِيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *

৪৪১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান বাযিঈ (র) - - - - শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দুটি কথা মুখস্থ রেখেছি : আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপরই ইহসান করা ফরয করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা কাউকে হত্যা করবে, তখন তোমরা উত্তম পন্থায় হত্যা করবে আর যখন যবাহ্ করবে, তখন উত্তম পন্থায় যবাহ্ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ছুরিতে ধার দিয়ে নিবে এবং যবাহকৃত পশুকে ঠাণ্ডা হতে দেবে।

وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحِيَّةِ

কুরবানীর জন্তুর ঘাড়ে পা রাখা

٤٤١٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يُكَبِّرُ وَيُسَمِّي وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ *

৪৪১৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুটি শিংওয়ালা সাদা কালো রঙের ভেড়া কুরবানী করলেন। তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবর বলে যবাহ করেন, আমি দেখেছি তিনি তা নিজ হাতে যবাহ্ করছেন তার ঘাড়ের উপর তাঁর পা মুবারক স্থাপন করে। আমি বললাম : আপনি কি ইহা তাঁর থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

تَسْمِيَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الضَّحِيَّةِ

কুরবানী করা কালে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা

٤٤١٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا *

৪৪১৮. আহমদ ইব্‌ন নাসিহ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংওয়ালা দুটি সাদা কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করেন, আর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে তাকবীর বলেন, আমি দেখেছি তিনি তা যবাহ করছেন নিজ হাতে, তার ঘাড়ের উপর তাঁর নিজে পা রেখে।

اَلتَّكْبِيرُ عَلَيْهَا

তকবীর বলা

٤٤١٩. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ

يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ *

৪৪১৯. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে অর্থাৎ নবী ﷺ -কে তা নিজ হাতে যবাহ করতে দেখেছি, তার ঘাড়ের উপর তাঁর পা রেখে আর তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে তাকবীর বলছেন। আর তা ছিল শিংওয়ালা দুটি সাদা কালো রঙের ভেড়া।

ذَبْحُ الرَّجُلِ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

নিজ হাতে কুরবানীর জন্তু যবাহ করা

٤٤٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَطَؤُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ *

৪৪২০. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ শিংওয়ালা দুটি সাদা কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করেন, তার ঘাড়ের উপর নিজের পা রেখে, আর এ সময় তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে তাকবীর বলেন।

ذَبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أُضْحِيَّتِهِ

অন্যের কুরবানী যবাহ করা

٤٤٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ *

৪৪২১. মুহাম্মদ ইবন সালামা ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন কোন কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ করতেন, আর কোন কোনটি অন্য লোকে যবাহ করতো।

نَحْرُ مَا يُذْبَحُ

যা যবাহ করা হয়, তা-ই নহর করা

٤٤٢٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِيْ حَدِيْثِهِ فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ *

৪৪২২. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় আমরা একটি ঘোড়াকে নহর করলাম এবং তা ভক্ষণ করলাম। কুতায়বা (র) তাঁর হাদীসে বলেন ঃ আমরা তার গোশত আহার করেছি।

٤٤٢٣. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَكَلْنَاهُ *

৪৪২৩. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় আমরা একটি ঘোড়া যবাহ্ করলাম, তখন আমরা মদীনায় ছিলাম। এরপর আমরা তা খেলাম।

مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবাহ্ করে

٤٤٢٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ حَيَّانَ يَعْنِيْ مَنْصُوْرًا عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُوْنَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِيْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ *

৪৪২৪. কুতায়বা (র) - - - - 'আমির ইবন ওয়াছিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আপনাকে গোপনভাবে কিছু দান করেছেন। যা অন্য লোককে দান করেন নি ? এ কথা শুনে আলী (রা) এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, অন্য লোককে ব্যতীত আমাকে তিনি কোন কিছুই দান করেন নি। তবে হ্যাঁ তিনি আমার নিকট চারটি কথা বলেছেন। তখন আমি এবং তিনিই ঘরে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ যে তার পিতাকে লা'নত করে, আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবাহ্ করে, আর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সেই ব্যক্তিকে যে কোন বেদআতীকে আশ্রয় দেয়। আর আল্লাহ্র তা'আলা লা'নত করেন ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি যমিনের সীমানা পরিবর্তন করে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاَكْلِ مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَعَنْ اِمْسَاكِهِ

তিনদিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়া ও রেখে দেওয়া নিষেধ

٤٤٢٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الْاَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ٭

৪৪২৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিনের পরেও কুরবানীর গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٤٢٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ ابْرَاهِيْمَ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ بَدَاَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلّٰى بِلَا اَذَانٍ وَّلَا اِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى اَنْ يُّمْسِكَ اَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ٭

৪৪২৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- ইব্‌ন আউফ এর আযাদকৃত দাস আবূ উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈদের দিন আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বেই সালাত আরম্ভ করলেন। এরপর সালাত আদায় করলেন আযান ও ইকামত ব্যতীত। পরে তিনি বললেন ঃ আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিনের পরেও কুরবানীর গোশতের কিছু রেখে দিতে নিষেধ করেছেন।

٤٤٢٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ٭

৪৪২৭. আবূ দাঊদ (র) ---- আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে তিন দিন পরেও কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

اَلْاِذْنُ فِىْ ذٰلِكَ

এর অনুমতি প্রসঙ্গে

٤٤٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ

أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا ‏*

৪৪২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিন পরেও কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন ঃ তোমরা খাও অথবা তা দ্বারা উপকৃত হও অথবা জমা করে রাখ।

٤٤٢٩. أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَبَّابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيْهِ لِأُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانُوْا نُهُوْا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ‏*

৪৪২৯. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবা (র) - - - - ইব্‌ন খাব্বাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সফর থেকে আসলেন। তখন তাঁর পরিবারের লোক তাঁর সামনে কুরবানীর গোশত উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞাসা না করে তা আহার করব না। তখন তিনি তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই কাতাদা ইব্‌ন নু'মানের নিকট গেলেন, আর তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। তিনি তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, আপনার পর এমন ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে, যা তিন দিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বিপরীত।

٤٤٣٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَكَانَ أَخَا أَبِيْ سَعِيْدٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَدَّمُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ أَمْرٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ ‏*

৪৪৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য কুরবানীর গোশত আহার করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) সফর শেষে বাড়ী আসলেন, আর তিনি ছিলেন আবূ সাঈদ খুদরীর বৈপিত্রেয় ভাই এবং বদরী সাহাবী। এসময় তাঁর সামনে কুরবানীর গোশত পেশ করা হলো। তাঁর নিকট এসে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তা থেকে নিষেধ করেন নি ? আবূ সাঈদ (রা) বললেন ঃ এতে কি ব্যাপার ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন

দিনের উপরে তা আহার করতে নিষেধ করেন, এরপর আমাদেরকে তা খাওয়ার এবং জমা করে রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন।

٤٤٣١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ وَأَمْسِكُوا ●

৪৪৩১. 'আমর ইবন মানসূর ও মুহাম্মদ ইবন মা'দান (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছিলাম : কবর যিয়ারত থেকে এখন তোমরা তা যিয়ারত কর, এর যিয়ারত তোমাদের জন্য অধিক সওয়াবের কারণ হবে। আর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খেতে পার এবং যত ইচ্ছা রেখে দিতে পার। আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম– শরাবের পাত্রে পান করতে; এখন তোমরা যে কোন পাত্রে ইচ্ছা পান করতে পার। কিন্তু তোমরা নেশাযুক্ত পানীয় পান করবে না। আর রাবী মুহাম্মদ 'রেখে দিতে পার' এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٤٤٣٢. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ●

৪৪৩২. 'আব্বাস ইবন আব্দুল 'আজীম আম্বরী (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম; আর পান পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্রে নবীয তৈরী করতে এবং কবর যিয়ারত করা থেকে। এখন তোমরা কুরবানীর গোশত খেতে পার যত দিন ইচ্ছা এবং সফরে তা পাথেয় হিসাবে নিতে পার এবং তা জমা করে রাখতে পার আর যে কবর যিয়ারত করতে ইচ্ছা করে, সে যিয়ারত করবে। কেননা তা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আর তোমরা পান করবে, কিন্তু প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকবে।

الْادِّخَارُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

কুরবানীর গোশত জমা করে না রাখা

٤٤٣٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيهِمْ يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ قَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا .

৪৪৩৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বেদুইনদের একদল কুরবানীর সময় উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা খাও এবং তিন দিন পর্যন্ত জমা করে রাখতে পার। লোকজন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষ তাদের কুরবানী দ্বারা উপকৃত হয় তা থেকে চর্বি গলায় এবং তা থেকে মশক তৈরি করে। তিনি বললেন ঃ এতে কী হলো? লোকটি বললো ঃ আপনি তো কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো নিষেধ করেছিলাম ঐ লোকদের জন্য যারা আগমন করেছিল। এখন তোমরা খাও, জমা করে রাখ এবং সাদকা কর।

٤٤٣٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَتْ نَعَمْ أَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَأَحَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ مِمَّ ذَاكَ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৪৩৪. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকের মধ্যে অভাব দেখা দেওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পছন্দ করলেন যেন ধনী লোকেরা ফকীরদেরকে খাওয়ায়। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারবর্গকে পনের দিন পরেও গরু ছাগলের পা-এর গোশত আহার করতে দেখেছি। আমি বললাম ঃ তা কেন করতেন? তখন তিনি হেসে বললেন ঃ মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের লোক উপর্যুপরি তিন দিন তৃপ্তি সহকারে রুটি খেতে পাননি। তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত।

٤٤٣٥ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي قَالَتْ كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا ثُمَّ يَأْكُلُهُ ‎*

৪৪৩৫. য়ুসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম কুরবানীর গোশত সম্বন্ধে। তিনি বললেন ঃ আমরা এক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য কুরবানীর পশুর পা উঠিয়ে রাখতাম। এরপর তিনি তা ভক্ষণ করতেন।

٤٤٣٦ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ إِمْسَاكِ الْأُضْحِيَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا ‎*

৪৪৩৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম প্রথম তিন দিনের পরে কুরবানীর গোশ্‌ত রেখে দিতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর তিনি বলেন ঃ তোমরা তা খাও এবং লোকদেরকে খাওয়াও।

بَابُ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদীদের যবাহকৃত পশু

٤٤٣٧ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ قُلْتُ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ ‎*

৪৪৩৭. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের দিন চর্বি ভর্তি একটি থলি পাওয়া গেল। আমি তা নিয়ে বললাম, আমি তা থেকে কাউকে কিছু দিব না, এরপর দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্মিত হাসছেন।

ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ

অজ্ঞাত লোকের যবাহ্‌কৃত পশু

٤٤٣٨ . أَخْبَرَنَا إِسْحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ

اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اذْكُرُوْا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكُلُوْا *

৪৪৩৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বেদুইনদের কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসত। আর আমরা জানতাম না এর উপর যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে কি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা এর উপর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও।

تَأْوِيْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ আয়াতের ব্যাখ্যা

٤٤٣٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ أَبِيْ وَكِيْعٍ وَهُوَ هٰرُوْنُ بْنُ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوْا مَاذَبَحَ اللَّهُ فَلاَ تَأْكُلُوْهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوْهُ *

৪৪৩৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ। মুশরিকরা মুমিনদের সাথে ঝগড়া করে বলতো, আল্লাহ্ তা'আলা যা যবাহ করেছেন, তোমরা তা ভক্ষণ করো না; অথচ তোমরা নিজেরা যা যবাহ্ করে থাক, তা ভক্ষণ কর।

اَلنَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

মুজাছ্‌ছামা খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা

٤٤٤٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لاَتَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ *

৪৪৪০. আমর ইব্‌ন উছমান (র) - - - - আবূ ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুজাছ্‌ছামা হালাল নয়।

٤٤٤١. أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ يَعْنِيْ ابْنَ أَيُّوْبَ فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُوْنَ دَجَاجَةً فِيْ دَارِ الْأَمِيْرِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ *

৪৪৪১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - হিশাম ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রা)-এর সাথে হাকাম অর্থাৎ ইব্‌ন আইয়ূবের নিকট পৌঁছলাম এবং দেখলাম যে, কয়েকজন লোক

আমরের বাড়ীতে একটি মুরগীর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি বললেন : কোন জন্তুকে এভাবে লক্ষ্যস্থল বানাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٤٤٤٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ لاَ تُمَثِّلُوا بِالْبَهَائِمِ ٭

৪৪৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন যাম্বুর মক্কী (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকজন লোকের নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন যে, তারা একটি ভেড়ার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তিনি এটা অপছন্দ করলেন এবং বললেন : কোন জন্তুকে এভাবে লক্ষ্যস্থল বানাবে না।

٤٤٤٣ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ٭

৪৪৪৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল স্থির করে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে।

٤٤٤٤ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ ٭

৪৪৪৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন জীবকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অভিসম্পাত করেন।

٤٤٤٥ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ٭

৪৪৪৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে বস্তুর প্রাণ রয়েছে, তাকে তীর ইত্যাদির লক্ষ্যস্থল বানাবে না।

٤٤٤٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ

عَدِيُّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا ٭

৪৪৪৬ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ কূফী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানাতে।

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا بِغَيْرِ حَقِّهَا

অযথা চড়ুই হত্যা করা

٤٤٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا اَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلاَ تَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا ٭

৪৪৪৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চাইতে ছোট কোন প্রাণীকে অযথা হত্যা করে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার হক কী? তিনি বললেন ঃ তার হক হলো– তাকে যবাহ করে ভক্ষণ করা এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।

٤٤٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلَفٍ يَعْنِى ابْنَ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الاَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَارَبِّ اِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِىْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِىْ لِمَنْفَعَةٍ ٭

৪৪৪৮. মুহাম্মদ ইবন দাউদ মিস্সীসী (র) - - - - আমর ইবন শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন চড়ুইকে অযথা হত্যা করলো, তা সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উচ্চস্বরে ফরিয়াদ করে বলবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমাকে অযথা হত্যা করেছিল, সে কোন লাভের জন্য আমাকে হত্যা করেনি।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْجَلاَّلَةِ

জাল্লালার[1] গোশ্ত খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

٤٤٤٩. اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ رُكُوْبِهَا وَعَنْ اَكْلِ لَحْمِهَا ـ

৪৪৪৯. 'উছমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর থেকে তিনি কোন সময় তাঁর পিতা থেকে আবার কোন সময় তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা এবং জাল্লালার গোশত খেতে, আর তাতে আরোহণ করতে নিষেধ করছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ

জাল্লালার দুধ পান নিষেধ সম্পর্কে

٤٤٥٠. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ ـ

৪৪৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানাতে, জাল্লালার দুধ পান করতে এবং মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. 'জাল্লালা' হলো ঐ প্রাণী, যা ময়লা খায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْكَسْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা

٤٤٥١. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ٭

৪৪৫১. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার হাতের উপার্জন। আর লোকের সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ٭

৪৪৫২. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সন্তান তোমাদের পবিত্র উপার্জন। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খাও।

٤٤٥٣. أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ◆

৪৪৫৩. য়ূসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের নিজ হাতের উপার্জন হচ্ছে তার জন্য উত্তম আহার আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٥٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ ◆

৪৪৫৪. আহমদ ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের নিজ হাতের উপার্জন হচ্ছে তার জন্য উত্তম আহার্য। আর সন্তানও তার উপার্জন।

بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহযুক্ত উপার্জন পরিহার করা

٤٤٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ ◆

৪৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা সানআনী (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! তাঁর পর আর কাউকে বলতে শুনব না। তিনি বলেছেন ঃ হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট আর উভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় বা বস্তু রয়েছে। কোন কোন সময় বলেছেন ঃ তার মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। তিনি ﷺ বলেন, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহর কতগুলো চারণ ভূমি

রয়েছে। আল্লাহর চারণ ভূমি হলো যা তিনি হারাম করেছেন। আর যে ব্যক্তি এই চারণ ভূমির আশে-পাশে পশু চরায়, হয়তো তার পশু তাতে ঢুকে পড়বে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٤٤٥٦. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِى الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ *

৪৪৫৬. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতিসত্ত্বর লোকের উপর এমন সময় এসে পড়বে তখন কেউ এই কথার পরওয়া করবে না যে, সে কোথা থেকে মাল সংগ্রহ করলো- হালাল থেকে না হারাম থেকে।

٤٤٥٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ *

৪৪৫৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকের উপর এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন তারা সুদ খাবে। আর যে ব্যক্তি তা খাবে না, তার নিকটও এর কিছু ধূলাবালি পৌঁছবে।[১]

بَابُ التِّجَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসা

٤٤٥٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيْعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلُ لَا حَتّٰى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِىْ فُلَانٍ وَيُلْتَمَسَ فِى الْحَىِّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوْجَدُ *

৪৪৫৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - আমর ইবন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মালের প্রাচুর্য এবং আধিক্য ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত এবং ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে

---

১. বর্তমানে সারা বিশ্বে সুদ-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই সুদ-ভিত্তিক অর্থের দ্বারা দেশের শিল্প কল-কারখানা গড়ে তোলা হয়। কাজেই, তাতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা সুদের সাথে সম্পৃক্ত। এর আলোকে বলা যায় যে, বর্তমানে কেউ-ই সুদের প্রভাব মুক্ত নয়।

আর বিদ্যা বিলুপ্ত হবে; কোন ব্যক্তি মাল বিক্রি করে বলবে : না, আমি অমুক গোত্রের ব্যবসায়ীর সাথে পরামর্শ করে নেই। আর বিরাট লোকালয়ে লেখক তালাশ করে পাওয়া যাবে না।

مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ

ক্রয়-বিক্রয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা

٤٤٥٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ٭

৪৪৫৯. আমর ইবন আলী (র) ---- হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং মালের দোষ-ত্রুটি বলে দেয়, তবে যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে দেওয়া হবে।

اَلْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهِ بِالْحَلْفِ الْكَذِبِ

মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রয়

٤٤٦٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ ٭

৪৪৬০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ---- আবূ যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এমন তিন প্রকার লোক রয়েছে, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ আয়াত তিলাওয়াত করলে আবূ যর (রা) বললেন, তারা নিরাশ হয়েছে এবং মাহরূম হয়েছে। তিনি বললেন : তারা হলো : যে গর্ব করে ইযার নীচু করে পরে এবং যে মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রি করে, আর যে কিছু দান করে তার খোঁটা দেয়।

٤٤٦١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ *

৪৪৬১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ যর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তিনি বলেন ঃ তিন প্রকার লোক আছে যাদের দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না: আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো, যে ব্যক্তি কিছু দান করে তার খোঁটা দেয়, আর যে ব্যক্তি গর্বভরে ইযার নীচু করে পরে আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে মাল বিক্রি করে।

٤٤٦٢. أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ *

৪৪৬২. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা বিক্রয়কালে অত্যধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, তা দ্বারা মাল তো খুব কাটতি হয়, কিন্তু (বরকত না থাকায়) আয় কমে যায়।

٤٤٦٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ *

৪৪৬৩. আহমদ ইব্ন আমর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কসম মালের কাটতি বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু আয় কমিয়ে দেয়।

اَلْحَلِفُ الْوَاجِبُ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ

ধোঁকাবাজের জন্য কসম

٤٤٦٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ

السَّبِيْلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ ۔

৪৪৬৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারা হলো : ঐ ব্যক্তি যে পথের ধারে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানির উপর কর্তৃত্ব করে এবং পথিকদেরকে ঐ পানি দেয় না; আর ঐ ব্যক্তি যে কোন ইমামের হাতে বায়'আত হয় পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য এবং সে যা চায় তাকে তা দান করলে সে তার পক্ষে থাকে আর যদি তাকে তা না দেওয়া হয়, তবে সে তার পক্ষ অবলম্বন করে না, আর ঐ ব্যক্তি যে অন্য ব্যক্তির সাথে মালের ক্রয়- বিক্রয় নিয়ে ঝগড়া করে। তাকে আল্লাহ্র কসম দেওয়ায় যে, তাকে এই এই দেওয়া হয়েছে, আর অন্য ব্যক্তি তার সত্যতা প্রতিপাদন করে।

الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِيْنَ بِقَلْبِهِ فِيْ حَالِ بَيْعِهِ

অন্তর দিয়ে কসমে বিশ্বাস না করলে সাদ্কার আদেশ

٤٤٦٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ نَبِيْعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمِّيْ أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِيْ سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ ۔

৪৪৬৫. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - কায়স ইবন আবূ গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা মদীনায় ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমরা আমাদেরকে এবং অন্যান্য লোকও আমাদেরকে "সামাসেরাহ" দালাল বলে আখ্যায়িত করতো। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাবার সময় উক্ত নাম অপেক্ষা সুন্দর নামে আমাদেরকে আখ্যায়িত করলেন। যা দ্বারা আমরা আমাদেরকে আখ্যায়িত করতাম। তিনি বললেন : হে বণিক সম্প্রদায়! হে ব্যবসায়ীগণ! তোমাদের এ ব্যবসা কাজে অপ্রয়োজনীয় কথা এবং কসম সংযোজিত হয় অতএব তোমরা ব্যবসা করার সঙ্গে দান-খয়রাতও করবে।

وُجُوْبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا

ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে ইখতিয়ার

٤٤٦٦. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ◆

৪৪৬৬. আবুল আশআছ (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে যতক্ষণ না তাদের একজন অপরজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তবে উক্ত ক্রয় বিক্রয়ে বরকত মুছে দেয়া হবে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ فِيْ لَفْظِ حَدِيْثِهِ

রাবী নাফি' (র)-এর উপর বর্ণনার পার্থক্য

٤٤٦٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ◆

৪৪৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে তার সাথীর উপর যাবত না তারা পৃথক হয়ে যায়। ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٦٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُوْنَ خِيَارًا ◆

৪৪৬৮. 'আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে একে অপরের বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়; কিংবা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়।

٤٤٦٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزٌ الْوَضَّاحُ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ◆

৪৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে। তাদের উভয়ের পৃথক না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি তারা গ্রহণ করার কথা বলে দেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

٤٤٧٠- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ *

৪৪৭০. আলী ইবন মায়মূন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা যখন বেচা-কেনা করে, তখন তারা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য অবকাশ থাকবে, আর যদি তাদের ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণ করার কথার উপর হয়, তা হলে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হবে।

٤٤٧١- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ *

৪৪৭১. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই অবকাশ রয়েছে; যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়। অথবা বলে ঃ গ্রহণ কর, এবং অন্যজন গ্রহণ করে নেয়।

٤٤٧٢- أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ *

৪৪৭২. যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, অথবা যদি অবকাশের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। রাবী নাফি' (র) প্রায়ই বলতেন ঃ অথবা একে অন্যকে বলবে, গ্রহণ কর।

٤٤٧٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ *

৪৪৭৩. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, অথবা

ঐ বিক্রয় হবে ইখতিয়ারের উপর। রাবী নাফি' (র) প্রায়ই বলতেন : অথবা একজন অন্যজনকে বলবে, গ্রহণ কর।

٤٤٧٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ *

৪৪৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে তখন তাদের উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাবে। অন্য সময় তিনি বলেছেন : তারা পরস্পর পৃথক হওয়া পর্যন্ত, অথবা একে অন্যকে ইখতিয়ার দেয়, যদি একে অন্যকে ইখতিয়ার দেয়, তখন এর উপরই ক্রয়-বিক্রয় করবে। এর ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে আর যদি তারা পৃথক হয়ে যায় বিক্রয় করার পর এবং তাদের মধ্যে কেউই ক্রয়-বিক্রয় রহিত না করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হবে।

٤٤٧٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ *

৪৪৭৫. 'আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য ইখতিয়ার থাকবে। হ্যাঁ, যদি ক্রয়-বিক্রয়ে ইখতিয়ার থাকে। রাবী নাফি' (র) বলেন : 'আব্দুল্লাহ্ (রা) যখন কোন দ্রব্য খরিদ করতেন যা তাঁর পছন্দনীয়, তখন তিনি তাঁর সাথী থেকে পৃথক হয়ে যেতেন।

٤٤٧٦. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَبَايِعَانِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৭৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় শেষ হয় না, যতক্ষণ না তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فِىْ لَفْظِ هٰذَا الْحَدِيْثِ

এই হাদীসের শব্দে বর্ণনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য

٤٤٧٧. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ◆

৪৪৭৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٧٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ◆

৪৪৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম (র) ---- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٧٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَبَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ◆

৪৪৭৯. আব্দুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٨٠. أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ◆

৪৪৮০. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : কোন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٨١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ *

৪৪৮১. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত।

٤٤٨٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ *

৪৪৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : না, ক্রেতা বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকবে। অথবা তাদের ক্রয়-বিক্রয় হবে ইখতিয়ারের উপর।

٤٤٨٣. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *

৪৪৮৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : ক্রেতা বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয় এবং যার উপর ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে তা গ্রহণ করে, আর তারা ইখতিয়ার দেয় তিনবার।[১]

٤٤٨٤. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ *

৪৪৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার তার থাকবে, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। অথবা তারা গ্রহণ করবে, যা ইচ্ছা করে তার সাথী থেকে।

---

১. ইজাব-কবুল হয়ে গেলে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা কোন শর্ত সংযোজন না করলে, ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : "হে মু'মিনগণ! তোমরা পরস্পর একে অপরের মাল বাতিল পন্থায় খাবে না, তিজারত ব্যতীত।" এতে পৃথক হওয়ার কোন শর্ত নেই। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি পশু উমর (রা) থেকে ক্রয় করেন এবং ক্রয়ের পর তিনি সেই মজলিসেই তা ইবনে উমর (রা)-কে দান করেন।

وُجُوْبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا

শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বে

٤٤٨٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ *

৪৪৮৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - 'আমর ইব্‌ন শুয়ায়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ না তারা একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য যদি গ্রহণ করার কথাও হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য সঙ্গত নয় যে, সে অপরজন হতে দ্রুত পৃথক হয়ে যাবে, এই ভয়ে যে, হয়তো সে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে।

اَلْخَدِيْعَةُ فِي الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়ে ধোকা

٤٤٨٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُوْلُ لاَخِلاَبَةَ *

৪৪৮৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আমি ক্রয়-বিক্রয় করলে ঠকে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি ক্রয়-বিক্রয়কালে বলবে ঃ ধোঁকা দিবেন না। সে মতে ঐ ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করাকালে এরূপ বলতো।

٤٤٨٧. أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ إِنِّيْ لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ *

৪৪৮৭. য়ুসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তির বিচার বুদ্ধিতে দুর্বলতা ছিল, আর সে বিক্রয় করতো। তার পরিবারস্থ লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাকে ডেকে নিষেধ করলে সে বললো ঃ ইয়া নবী আল্লাহ্, আমি বিক্রয় না করে থাকতে পারি না। তিনি বললেন ঃ তুমি যখন বিক্রয় করবে, তখন বলবে ঃ ধোঁকা দিবেন না।

اَلْمُحَفَّلَةُ

স্তনে দুধ আটকে রাখা

٤٤٨٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا ٭

৪৪৮৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ছাগল, উট বিক্রয় করতে মনস্থ করে, তখন সে যেন তার স্তনে দুধ আটকে না রাখে।

النهى عن المصراة وهوان يربط اخلاف الناقة اوالشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها فى قيمتها لما يرى من كثرة لبنها

বিক্রয় করা কালে ক্রেতাকে দেখানোর জন্য স্তনে দুধ দুই/তিন দিন আটকে রেখে স্তন বড় দেখানো

٤٤٨٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ ٭

৪৪৮৯. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেছেন ঃ তোমরা বিক্রয় স্থানে পৌছার পূর্বে মাল খরিদ করার জন্য কাফেলার নিকট যাবে না, আর উট এবং বকরী ইত্যাদির স্তনে দুধ আটকে রাখবে না বিক্রয়ের জন্য। যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন জন্তু খরিদ করবে, তখন তাঁর দুই এর একটা গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তা রেখে দিতে পারে; আর যদি ফেরৎ দেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে তা ফেরৎও দিতে পারে। তবে ফেরৎ দিলে তার সাথে এক সা'[১] খেজুর দিবে।

٤٤٩٠. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ٭

---

১ এক সা'-এর পরিমাণ হলো ৩ সের নয় ছটাক।

৪৪৯০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে এমন জন্তু খরিদ করে এরপর যখন সে দুধ দোহন করে, তখন তার ইচ্ছা হলে তা রাখতে পারে; আর যদি সে তা পছন্দ না করে, তবে তা ফেরৎ দিতে পারে। তবে ফেরৎ দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর দিয়ে দিবে।

٤٤٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ •

৪৪৯১. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) ---- মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন পশু খরিদ করে যার স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা হয়েছে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে, যদি সে রাখতে চায় রেখে দিবে, আর যদি ফেরৎ দিতে চায় ফেরৎ দিবে। তবে ফেরৎ দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর দিয়ে দিবে। উত্তম গম দিতে বাধ্য নহে।

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

দায়িত্ব যার উশুলও তার

٤٤٩٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَوَكِيْعٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ •

৪৪৯২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, দায়িত্ব যার উশুলও তার।

بَابُ بَيْعِ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَابِيِّ

বেদুইন পক্ষ হয়ে মুহাজির ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়

٤٤٩٣. أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّيْ وَأَنْ يَبِيْعَ مُهَاجِرٌ لِلأَعْرَابِيِّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا •

৪৪৯৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে বাজারে পৌঁছবার পূর্বে তাদের খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে নেয়ার জন্য অগ্রসর হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। আর শহরের লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করে দিবে না। বিক্রয় করার জন্য গরু ছাগলের স্তনে দুধ জমা করে ফুলিয়ে রাখতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। আর দালালী করতে নিষেধ করেছেন। কোন মুসলমান ভ্রাতার ক্রয়-বিক্রয়ের কথার উপর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আর কোন স্ত্রী লোককে তার বোনের তালাক চাইতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ

নগরবাসী কর্তৃক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা

٤٤٩٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ *

৪৪৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নগরবাসী কর্তৃক কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, যদি সে তার বাপ অথবা ভাই হয়।

٤٤٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন বা যদিও সে তার পিতা (ভাই হয়)।

٤٤٩٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন গ্রাম্য লোকের মাল বিক্রয় করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٤٩٧. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ *

৪৪৯৭. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহরের লোক গ্রাম্য লোকদের পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে দিবে না। লোকজনকে একে অপরের দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ দাও। আল্লাহ্ তা'আলা কারো দ্বারা কারো রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন।

٤٤٩٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাহির থেকে পণ্য দ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌঁছিবার পূর্বে তাদের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে নেয়ার জন্য অগ্রসর হবে না। একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য কেউ এর আলোচনা করবে না, দালালী করবে না, গ্রাম্য লোকের পণ্য দ্রব্য শহরের লোক বিক্রয় করে দেবে না।

٤٤٩٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ *

৪৪৯৯. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি দালালী করতে এবং গ্রাম্য পণ্য বিক্রেতাকে শহরে পৌঁছার পূর্বে এগিয়ে আনতে এবং শহরের লোকের গ্রাম্য পণ্য বিক্রেতাকে বিক্রয়ে বাধ্য করতে নিষেধ করেছেন।

اَلتَّلَقِّيْ

বহিরাগত লোকের পণ্য খরিদের জন্য অগ্রসর হওয়া

٤٥٠٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي *

৪৫০০. 'উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহিরের যারা যে সকল বিক্রয় পণ্য নিয়ে শহরে আসে, শহরে পৌঁছার পূর্বে অগ্রসর হয়ে তাদের পণ্য খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٥٠١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ نَعَمْ *

৪৫০১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যারা পণ্য দ্রব্য বাজারে বিক্রি করার জন্য বাহির থেকে নিয়ে আসে এগিয়ে গিয়ে তাদের পথে মিলিত হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তারা বাজারে প্রবেশ করে। আবূ উসামা (রা) তা স্বীকার করে বলেছেন ঃ হ্যাঁ।

٤٥٠٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ *

৪৫০২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন বাহির হতে যারা পণ্য দ্রব্য শহরে নিয়ে আসে বাজারে পৌঁছার পূর্বে তা ক্রয় করে নিতে এবং গ্রাম্য লোকের পণ্য দ্রব্য শহরের লোকদের বিক্রি করে দিতে চাপ সৃষ্টি করতে। আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে গ্রাম্য লোকের পণ্য শহরের লোক বিক্রয় করার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তার জন্য দালাল হবে না।

٤٥٠٣. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ *

৪৫০৩. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য পণ্য দ্রব্য নিয়ে আসে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে না। যদি কেউ এরূপ করে এবং কোন বস্তু ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা মালিক বাজারে পৌঁছার পর তার ইখতিয়ার থাকবে।

سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কথা বলা

٤٥٠٤. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا *

৪৫০৪. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গ্রাম্য লোকের পণ্য দ্রব্য শহরের লোক বিক্রয় করে দেবে না, দালালী করবে না, কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভ্রাতার ক্রয়-বিক্রয়ের কথার উপর নিজে ক্রয় করার কথা বলবে না; নিজে মুসলমান ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজে বিবাহের প্রস্তাব দেবে না, আর কোন রমণী তার মুসলমান বোনের তালাক চাইবে না, বরং তার অংশ সে নিজে ভোগ করার জন্য। কারণ তার জন্য তা-ই রয়েছে যা আল্লাহ্ তার জন্য নির্ধারিণ করে রেখেছেন।

بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

মুসলমান ভাই-এর ক্রয়ের উপর ক্রয় করা

٤٥٠٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ *

৪৫০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়ের প্রস্তাবের উপর ক্রয়ের প্রস্তাব দিবে না।

٤٥٠٦. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ *

৪৫০৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়ের উপর ক্রয় করবে না। যতক্ষণ না সে খরিদ করে, অথবা ছেড়ে যায়।

اَلنَّجْشُ

দালালী করা

٤٥٠٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ *

৪৫০৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

٤٥٠٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُولُ لاَيَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَافِي إِنَائِهَا *

৪৫০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের কথার উপর নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে না। গ্রাম্য লোকের পণ্য দ্রব্য শহরের লোকগণ বিক্রয় করে দিবে না, দালালী করবে না, আর কেউ কোন মুসলমান ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর মূল্য বৃদ্ধি করবে না; আর কোন স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের তালাক দিতে বলবে না, তার ভাগ্যে যা আছে তা নিজে একা ভোগ করার মানসে।

٤٥٠٩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا *

৪৫০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ শহরের লোকগণ গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় করবে না। আর তোমরা দালালী করবে না। আর কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়ের উপর মূল্য বৃদ্ধি করবে না; আর কোন মহিলা অন্য কোন মুসলমান বোনের তালাক কামনা করবে না, তার ভাগ্যে যা আছে তা নিজে ভোগ করার জন্য।

اَلْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ

অধিক মূল্যে ক্রয় করা

٤٥١٠. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ *

৪৫১০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিলামে একটি ডেগ এবং একটি চাদর খরিদ করেন।

بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ

মুলামাসা বিক্রয়

٤٥١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ

عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَأَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ٭

৪৫১১. মুহাম্মদ ইবন সালাম ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন 'মুলামাসা' এরবং 'মুনাবাযা' প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় করতে।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

এর ব্যাখ্যা

٤٥١٢. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ٭

৪৫১২. ইবরাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন ঃ 'মুলামাসা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে যা কাপড় ছুঁইলেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক ছিল। এ বস্তু আর দেখা হতো না। আর তিনি নিষেধ করেছেন 'মুনাবাযা' প্রণালীতে ক্রয়-বিক্রয় করতে আর তা হলো এক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির দিকে কাপড় ছুঁড়ে মারলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া, কোনরূপ কথাবার্তা বা ইখতিয়ার ব্যতীত।

بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

'মুনাবাযা' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়

٤٥١٣. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ٭

৪৫১৩. য়ুনুস ইবন আব্দুল আ'লা ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রয় বিক্রয়ে 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' এই প্রণালীদ্বয় থেকে নিষেধ করেছেন।

٤٥١٤. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ

بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ *

৪৫১৪. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) ---- আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রয়- বিক্রয়ের দুটি ধরন 'মুনাবাযা' ও মুলামাসা থেকে নিষেধ করেছেন।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

এর ব্যাখ্যা

٤٥١٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُوْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمَسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذٰلِكَ *

৪৫১৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা ইবন বাহলূল (র) ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' থেকে নিষেধ করেছেন। মুলামাসা এই যে, দুই ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করবে দুইখানা কাপড়ের সাহায্যে রাতে, প্রত্যেকে তার সাথীর কাপড় স্পর্শ করবে হাত দ্বারা। মুনাবাযা এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি কাপড় ছুঁড়ে মারবে, অন্য ব্যক্তিও ঐ ব্যক্তির দিকে কাপড় ছুঁড়বে– এই পন্থায় তাদের ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

٤٥١٦. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَيَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةُ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ *

৪৫১৬. আবু দাউদ (র) ---- আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুলামাসা' থেকে নিষেধ করেছেন। আর 'মুলামাসা' হলো কাপড় স্পর্শ করে বিক্রি সাব্যস্ত করা। এইরূপে বিক্রয় করলে আর ক্রেতা-বিক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। আর তিনি নিষেধ করেছেন 'মুনাবাযা' পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে আর 'মুনাবাযা' হলো, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দিকে স্বীয় কাপড় নিক্ষেপ করবে তা উলটা-পালটা করার পূর্বে।

٤٥١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ *

৪৫১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই প্রকার বস্ত্র পরিধান পদ্ধতি নিষেধ করেছেন, এবং ক্রয়-বিক্রয়ের দুই প্রণালীও নিষেধ করেছেন, নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় প্রণালীদ্বয় হলো 'মুলামাসা' এবং মুনাবাযা' মুনাবাযা পদ্ধতি হলো এরূপ বলা যে, যখন আমি এই কাপড়খানা নিক্ষেপ করবো, তখন বিক্রি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর 'মুলামাসা' পদ্ধতি হলো কাপড় স্পর্শ করলেই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে, তা খুলবেও না এবং উল্টিয়ে দেখবেও না, যখন স্পর্শ করবে তখনই ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

٤٥١٨. أَخْبَرَنَا هَرُونُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৫১৮. হারূন ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই প্রকার কাপড় পরিধান পদ্ধতি নিষেধ করেছেন। আর তিনি আমাদেরকে দুই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন. তা হলো 'মুনাবাযা' ও 'মুলামাসা' ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ সকল পদ্ধতি, যা দ্বারা জাহিলী যুগে লোকেরা ক্রয়-বিক্রয় করতো।

٤٥١٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْبِذُ مَا مَعِي وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَرِ وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الْوَصْفِ *

৪৫১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। সেই দুই পদ্ধতি হলো 'মুনাবাযা' এবং 'মুলামাসা'। তিনি ধারণা

করেন, 'মুলামাসা' পদ্ধতি এরূপ ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, আমি তোমার কাপড়ের পরিবর্তে আমার কাপড় বিক্রয় করবো; কিন্তু তাদের কেউ অন্যের কাপড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, শুধু হাতে স্পর্শ করবে। আর 'মুনাবাযা' পদ্ধতি এরূপ যে, একজন বলবে ঃ আমার নিকট যা আছে আমি তা নিক্ষেপ করবো আর তুমি তোমার নিকট যা আছে তা নিক্ষেপ করবে, একে অন্যের নিকট হতে ক্রয় করার জন্য। তাদের কেউই অবগত নয় যে, অন্যের নিকট কী পরিমাণ মাল রয়েছে এবং কোন্ প্রকারের রয়েছে।

بَيْعُ الْحَصَاةِ

পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

٤٥٢٠. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ •

৪৫২০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং অনিশ্চিত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করতে।

بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয়

٤٥٢١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ •

৪৫২১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা ফল বিক্রি করবে না তা উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে। তিনি ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।

٤٥٢٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ •

৪৫২২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফলের উপযুক্ততা প্রকাশের পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٥٢٣. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَاتَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً *

৪৫২৩. য়ূনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফল খাওয়ার উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তোমরা তা ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে গাছের ফল বিক্রি করবে না। সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, অনুরূপ ফল বিক্রি করতে।

٤٥٢٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ *

৪৫২৪. আব্দুল হামীদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ ফল উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ফল বিক্রি করবে না।

٤٥٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ لَايُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا *

৪৫২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুখাবারা'[১], এবং 'মুযাবানা'[২] এবং 'মুহাক্কলা'[৩], পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তা উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে, দীনার ও দিরহাম ব্যতীত বিক্রয় করা হবে না। কিন্তু তিনি 'আরায়া'[৪] জায়িয রেখেছেন।

٤٥٢٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا *

---

১. নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে ভূমি বর্গা দেওয়া।
২. গাছের তাজা ফল শুষ্ক ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৩. ক্ষেতের গমকে শুষ্ক গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৪. দান বা হিবা করা।

৪৫২৬. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুখাবারা', 'মুযাবানা, 'মুহাকালা' এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, আরায়া ব্যতীত।

٤٥٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ ٭

৪৫২৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে, যতক্ষণ না খাবার উপযোগী হয়।

شِرَاءِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا عَلَى اَنْ يَقْطَعَهَا

উপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয়

٤٥٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ ٭

৪৫২৮. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা এবং হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর ফল লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর সৃষ্ট কোন দুর্যোগে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই থেকে কিসের বিনিময়ে মূল্য আদায় করবে ?

وَضْعُ الْجَوَائِحِ

বিনষ্ট ফলের মূল্য বর্জন করা

٤٥٢٩. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَاْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ٭

৪৫২৯. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তুমি তোমার কোন মুসলমান ভাইয়ের নিকট ফল বিক্রি কর, পরে যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তোমার জন্য বৈধ হবে না যে, তুমি তার নিকট হতে মূল্য আদায় করবে। তার প্রাপ্য তাকে না দিয়ে কিসের বিনিময়ে তুমি মূল্য গ্রহণ করবে ?

٤٥٣٠. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ *

৪৫৩০. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ---- জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফল বিক্রয় করে, এরপর তাতে তা বিনষ্ট হয়, তাহলে সে তার মুসলমান ভাই হতে এর মূল্য গ্রহণ করবে না। তারপর তিনি বললেন ঃ কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার মুসলমান ভাই হতে তার মাল গ্রহণ করবে ?

٤٥٣١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ وَهُوَ الْأَعْرَجُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَائِحَ *

৪৫৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিনষ্ট মালের মূল্য কর্তন করতে আদেশ করেছেন।

٤٥٣٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ *

৪৫৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক ব্যক্তি যে ফল ক্রয় করেছিল, মড়ক লেগে তা নষ্ট হলে এতে সে অধিক করযদার হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে দান কর। তখন লোক তাকে দান করলো কিন্তু এতেও তার করয পরিশোধ হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঋণ দাতাদের বললেন ঃ যা পেয়েছ, তাই নিয়ে নাও। এর অধিক আর পাবে না।

بَيْعُ الثَّمَرِ سِنِينَ

কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয়

٤٥٣٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ قُتَيْبَةُ عَتِيكٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيقٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ *

৪৫৩৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রয়

٤٥٣٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا *

৪৫৩৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে (গাছের) খেজুর ফল বিক্রি করতে। ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

٤٥٣٥. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ *

৪৫৩৫. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে। তা খেজুরের মধ্যে এইরূপ ঃ গাছের মাথার খেজুর বিক্রয় করা এই অনুমান করে যে, বৃক্ষ হতে কেটে নামিয়ে শুকালে তাতে কী পরিমাণ খোরমা হবে, সে মতে ঐ পরিমাণ খোরমা প্রদান করে এর বিনিময়ে গাছের খেজুর গাছে রেখে ক্রয় করা।

بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ

কিশমিশের পরিবর্তে আঙ্গুর বিক্রি করা

٤٥٣٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً *

৪৫৩৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে আর 'মুযাবানা' হলো শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে গাছের খেজুর অনুমান করে বিক্রি করা এবং কিশমিশের পরিবর্তে গাছের আঙ্গুর অনুমান করে বিক্রি করা থেকে।

الف - ٤٥٣٦ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ٭

৪৫৩৬(ক). কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ---- রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, 'মুহাকালা' এবং 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে।

٤٥٣٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا قَالَ الْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ ٭

৪৫৩৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ---- যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দান করেছেন 'আরায়া'-এর ব্যাপারে। হারিছ ইবন মিসকীন ---- যায়দ ইবন ছাবিত (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন খোরমা ও কাঁচা খেজুরের বিনিময়ে।

بَيْعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

আরায়া অনুমান করে খোরমা বিক্রি করা

٤٥٣٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخَرْصِهَا ٭

৪৫৩৮. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ---- যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়ার অনুমতি দান করেছেন, যা হলো অনুমান করে বিক্রি করা।

٤٥٣٩. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا ٭

৪৫৩৯. ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) ---- যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়া ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যা হলো, খোরমা অনুমান করে বিক্রি করা।

بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ

কাঁচা খেজুরের পরিবর্তে আরায়া

٤٥٤٠. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ

ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ *

৪৫৪০. আবূ দাউদ (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খোরমা ও তাজা খেজুরের বেলায় আরায়া-এর অনুমতি দিয়েছেন, এছাড়া অন্য কিছুতে অনুমতি দেননি।

٤٥٤١. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَادُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ *

৪৫৪১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দিয়েছেন আরায়া শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ে পাঁচ ওসাক বা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণ। (ষাট সা'তে এক ওসাক)।

٤٥٤٢. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا *

৪৫৪২. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তা খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে। আর তিনি আরায়া শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি দিয়েছেন। খোরমার বিনিময়ে অনুমান করে ক্রেতা তা পাকা ও কাঁচা অবস্থায় খাবে।[১]

٤٥٤٣. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ *

৪৫৪৩. হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - রাফি' ইবনে খাদীজ এবং সাহল ইব্‌ন আবূ হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে আর তা হলো, শুষ্ক খেজুরের পরিবর্তে তাজা খেজুর বিক্রি করা। কিন্তু তিনি আরায়া' ক্রয়-বিক্রয়কারীদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন।

٤٥٤٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا *

১. আরায়া আসলে বিক্রি নয় বরং তা হিবা বা দান।

৪৫৪৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরায়া'-এর অনুমতি দিয়েছেন। যা অনুমান করে বিক্রি হয়।

اِشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

তাজা পাকা খেজুরের পরিবর্তে খোরমা ক্রয় করা

٤٥٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ *

৪৫৪৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তাজা পাকা খেজুরের পরিবর্তে শুকনা খোরমা খরিদ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর আশেপাশের লোকদের বলেন : পাকা তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? তারা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তা থেকে নিষেধ করেন।

٤٥٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ *

৪৫৪৬. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - সা'দ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো শুকনা খোরমার পরিবর্তে তাজা পাকা খেজুর সম্বন্ধে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তা শুকালে কি কম হয়ে যায়? তারা বলেন : হ্যাঁ। তখন তিনি তা থেকে নিষেধ করলেন।

بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَايُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

খোরমার স্তূপ বিক্রয় করা

٤٥٤٧. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ *

৪৫৪৭. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐরূপ খোরমার স্তূপ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যার অনুমানেও সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না যে, কত খোরমা রয়েছে।

بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

খাদ্যের স্তূপের পরিবর্তে খাদ্য স্তূপ

٤٥٤٨. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ *

৪৫৪৮. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : খাদ্য বস্তুর স্তূপের পরিবর্তে খাদ্য স্তূপ বিক্রয় করা যাবে আর নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য, খাদ্য স্তূপের পরিবর্তে বিক্রয় করা যাবে না।

بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ

খাদ্যের পরিবর্তে শস্য বিক্রয় করা

٤٥٤٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ *

৪৫৪৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুযাবানা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন, আর তা এরূপ : বাগানে গাছে খেজুর রয়েছে তা অনুমান করা যে, গাছ থেকে নামিয়ে শুকালে, তা কী পরিমাণ খোরমা হবে। সে মতে, ঐ পরিমাণ খোরমা প্রদান করে এর বিনিময়ে খেজুর গাছে রেখে ক্রয় করা। আর তা আঙ্গুরের মধ্যে এরূপ : বাগানে গাছে আঙ্গুর আছে, তা অনুমান করা যে, শুকালে তাতে কী পরিমাণ কিশমিশ হবে। সে মতে, ঐ পরিমাণ কিশমিশ প্রদান করে বিনিময়ে গাছের আঙ্গুর ক্রয় করা আর তা শস্যের মধ্যে এরূপ যে, ক্ষেতে শস্য আছে, তাকে অনুমান করা যে, তা থেকে কী পরিমাণ খাদ্য হবে। সেই পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে ক্ষেতের শস্য ক্রয় করা। এই সকল প্রকারকেই তিনি নিষেধ করেছেন।

٤٥٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ *

৪৫৫০. আব্দুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুখাবারা'

'মুযাবানা' এবং 'মুহাকালা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। এবং খোরমা খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এ সকল ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন দীনার এবং দিরহাম বিনিময় ব্যতীত।

بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ

সাদা হওয়ার পূর্বে শীষ বিক্রয় করা

٤٥٥١. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ *

৪৫৫১. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন খেজুর বিক্রি করতে, যতক্ষণ না তাতে লাল বা হলুদ বর্ণ আসে। আর শীষ জাতীয় বস্তু যাবৎ শুভ্র সাদা রংধারী না হয় অর্থাৎ যাবত না কোন প্রকার মড়কে বিনষ্ট হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয় তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।

٤٥٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلاَ الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ *

৪৫৫২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সালিহ্ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সায়হানী এবং ইযক জাতীয় খোরমা পেয়ে এর পরিবর্তে দেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার খোরমা দিরহামের পরিবর্তে বিক্রয় করবে এবং তা দ্বারা (উত্তম খোরমা) খরিদ করবে।

بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً

খোরমার পরিবর্তে অধিক খোরমা নেয়া

٤٥٥٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ

بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ‏٭

৪৫৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরে এক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করলে সে উৎকৃষ্ট খোরমা নিয়ে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ খায়বরের প্রত্যেক খোরমাই কি এরূপ হয়? সে বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম! না, আমরা এ জাতীয় খোরমার এক সা' অন্য খোরমার দুই সা' এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। আর এর দুই সা' তিন সা' এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। আর এর দুই সা' অন্য খোরমার দুই সা' এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। আর এর দুই সা' তিন সা' এর পরিবর্তে নিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরূপ করো না। বরং তুমি এগুলো দিরহামের পরিবর্তে বিক্রি করে দাও। এরপর ঐ উত্তম খোরমা যা দাম হয়, ঐ দামে ঐগুলো খরিদ করো।

٤٥٥٤. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ وَكَانَ تَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْلًا فِيْهِ يُبْسٌ فَقَالَ اَنّٰى لَكُمْ هٰذَا قَالُوْا ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ لَاتَفْعَلْ فَاِنَّ هٰذَا لَايَصْلُحُ وَلٰكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هٰذَا حَاجَتَكَ ‏٭

৪৫৫৪. নাসর ইব্‌ন আলী ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু রসালো খোরমা আনা হলো, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খোরমা ছিল শুষ্ক ; তিনি বললেন ঃ তোমরা তা কোথায় পেলে? তারা বললো ঃ আমরা তা এক সা' আমাদের দুই সা' এর পরিবর্তে খরিদ করেছিল। তখন তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না, কেননা এটা ঠিক না, বরং তোমরা খোরমা বিক্রি করে দাও, আর তোমাদের প্রয়োজনে তা থেকে খরিদ করে নাও।

٤٥٥٥. حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَبِيْعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَاصَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ‏٭

৪৫৫৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় আমরা নিকৃষ্ট ধরনের খোরমা পেতাম। তখন আমরা এর দুই সা'-এর পরিবর্তে

এক সা' উত্তম খোরমা নিতাম। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন : এক সা' খোরমার পরিবর্তে দুই সা' খরিদ করবে না। আর এক সা' আঙ্গুরের দুই সা' বিক্রি করবে না আর না এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম নেবে না।

٤٥٥٦. أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نَبِيْعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ *

৪৫৫৬. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা বিক্রি করতাম, দুই সা' নিম্নমানের খোরমার পরিবর্তে উন্নত মানের এক সা', রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : খোরমার এক সা' এর পরিবর্তে দুই সা' আর এক সা' গমের পরিবর্তে দুই সা', আর এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম নেয়া যাবে না।

٤٥٥٧. أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ ابْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ أَتَى بِلاَلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ مَاهٰذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لاَتَقْرَبْهُ *

৪৫৫৭. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, বিলাল (রা) কিছু উন্নতমানের খোরমা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন : এটা কী? তিনি বললেন : আমি এর এক সা' দুই সা'-এর পরিবর্তে ক্রয় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বাহ্! এতো প্রকাশ্য সুদ, এর নিকটেও যাবে না।

٤٥٥٨. أَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ *

৪৫৫৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে যদি তা নগদ লেন-দেন না হয়, তবে তা হবে। আর রূপার বিনিময় রূপার সাথে যদি নগদ লেন-দেন না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। গমের বিনিময় গমের সাথে, যদি নগদ লেন-দেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে, যবের বিনিময় যবের সাথে যদি নগদ

লেন-দেন না হয়, তবে সুদ হবে, খোরমার বিনিময়ে খোরমার সাথে যদি তা নগদ লেন-দেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে।

بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

খোরমার বিনিময়ে খোরমা

٤٥٥٩. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ●

৪৫৫৯. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খোরমার বিনিময়ে খোরমা, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ লেন-দেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতা থাকতে হবে ও যখন তখন আদান-প্রদান হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিবে, বা বেশী গ্রহণ করবে, সে সুদের কাজ সম্পন্নকারী সাব্যস্ত হবে কিন্তু যদি বিভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই।

بَيْعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ

গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করা

٤٥٦٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكٍ قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الأَخَرُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ●

৪৫৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার এবং 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক (র) বলেছেন ঃ এক স্থানে উবাদা ইব্‌ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) একত্রিত হলেন। উবাদা (রা) তাদের সাথে কথা প্রসঙ্গে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে গম, যবের বিনিময়ে যব, খোরমার বিনিময়ে খোরমা বিক্রি করতে। তখন

তাদের একজন বললেন ঃ আর লবণের বিনিময়ে লবণ, অন্যজন তা বলেননি। কিন্তু সমপরিমাণে আদান-প্রদান করতে হবে এবং নগদ আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন ক্রয়-বিক্রয় করি স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে এবং রৌপ্য স্বর্ণের বিনিময়ে এবং গম যবের বিনিময়ে এবং যব-গমের বিনিময়ে নগদ, যেভাবেই ইচ্ছা করি। অন্যজন বললেন ঃ যে ব্যক্তি অতিরিক্ত নিল বা দিল, সে সুদ ব্যবসায়ে লিপ্ত হলো।

٤٥٦١. اَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعٰى ابْنَ هُرْمُزَ قَالَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْاٰخَرُ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ اَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى وَلَمْ يَقُلْهُ الْاٰخَرُ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا .

৪৫৬১. মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দা (র) যাকে ইব্‌ন হুরমুয বলা হতো, তিনি বলেন ঃ উবাদা ইব্‌ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) এক স্থানে একত্রিত হলে উবাদা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, খুর্মার বিনিময়ে খুর্মা, গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে লবণ, অন্যজন তা বলেননি, কিন্তু সমপরিমাণে নির্দিষ্ট ওজনে। তাদের একজন বললেন ঃ যে ব্যক্তি বেশী নিল বা দিল সে সুদের কারবারে শরীক হলো। অন্যজন তা বলেননি। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে যব এবং যবের পরিবর্তে গম নগদ, যেভাবে আমরা ইচ্ছা করি।

بَيْعُ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ

যবের বিনিময়ে যব বিক্রয়

٤٥٦٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُبَادَةُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلِ الْاٰخَرُ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ اَحَدُهُمَا مَنْ

زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ خَالَفَهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ *

৪৫৬২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। এক স্থানে উবাদা ইব্‌ন সামিত এবং মুআবিয়া (রা) একত্রিত হলে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় করতে। তাদের একজন বললেন ঃ এবং লবণের বিনিময়ে লবণ, কিন্তু অন্যজন তা বলেননি, তবে সমপরিমাণ একই রকমের হতে হবে। তাদের একজন বললেন ঃ যে ব্যক্তি বেশী নেয়, সে যেন সুদের লেন-দেন করল। কিন্তু অন্যজন তা বলেন। আর তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, যবের বিনিময়ে গম এবং গমের বিনিময়ে যব হলে হাতে হাতে যে রূপ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবো। মুআবিয়া (রা)-এর নিকট এই হাদীস পৌঁছলে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন ঃ কেন যে, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করে, যা আমরা তাঁর সহচর থেকেও শুনিনি এ কথা উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি দাঁড়িয়ে ঐ হাদীস পুনঃ উল্লেখ করে বলেন ঃ আমরা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি, নিশ্চয়ই বর্ণনা করবো, যদিও তাতে মুআবিয়া (রা) অসন্তুষ্ট হন।

٤٥٦٣. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَلَا بَأْسَ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدٌّ بِمُدٍّ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى *

৪৫৬৩. কাতাদা (র) - - - - বদরী সাহাবী উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এই মর্মে বায়আত করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেন না। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের এমন কতক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছ, আমি জানি এগুলো কোন ধরনের। জেনে রাখ, স্বর্ণ খাঁটি হোক বা মেকি স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ হলে সমপরিমাণ হতে হবে। আর রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য তা খাঁটি হোক বা মেকি সমপরিমাণ হতে হবে। স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বলে এবং রৌপ্য অধিক হলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তা নগদ নগদ হতে হবে, ধারে বিক্রি চলবে না, আর জেনে রাখ! গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব নিলে সমপরিমাণ হতে হবে। কিন্তু যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে যব অধিক হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু হাতে হাতে লেন-দেন হতে হবে, ধারে বিক্রয় করা চলবে না। আর জেনে রাখ, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় হলে সমপরিমাণ হতে হবে, এমনকি তিনি লবণের কথাও এভাবে উল্লেখ করলেন। যদি কেউ বেশী দেয়, তা দেয়, তবে সে সুদি কারবারে জড়িত বলে গণ্য হবে।

٤٥٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ *

৪৫৬৪. মুহাম্মদ ইব্নুল মুছান্না ও ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, তা খাঁটি হোক বা মেকি সমপরিমাণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য তা খাঁটি হোক অথবা মেকি, ক্রয়-বিক্রয় করলে সমপরিমাণ হতে হবে। লবণের বিনিময়ে লবণ, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব ক্রয় বিক্রয় হলে সমপরিমাণ হতে হবে। যে তা থেকে অধিক দেয় বা নেয়, সে সুদের ব্যবসায়ী বলে পরিগণিত হবে। ইয়াকূব যবের বিনিময়ে যবের কথা উল্লেখ করেন নি।

٤٥٦٥. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ قَالَ سُلَيْمَانُ أَوْ قَالَ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ

بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ‏.

৪৫৬৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল মুতাওয়াক্কিল তাদের সাথে বাজারে গেলে তাঁর নিকট একদল লোক এসে দাঁড়াল, তখন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা বললাম, আপনার নিকট টাকা-পয়সার লেনদেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য আমরা নিকটে এসেছি, তিনি বললেন : আমি শুনেছি, আবূ সাঈদ খুদরীকে এক ব্যক্তি বললেন : আপনার এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে আর কেউ নেই, আবূ সাঈদ ব্যতীত? তিনি বললেন : আমার এবং তাঁর মধ্যে আর কেউই নেই তিনি ব্যতীত। তিনি বললেন: স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য। সুলায়মান বলেন, অথবা তিনি বলেছেন : রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য এবং গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি এর উপর কিছু বেশী দেবে বা নেবে, সে সূদের মধ্যে লিপ্ত বলে গণ্য হবে, এবং দাতা গ্রহীতা তাতে সমান।

٤٥٦٦. أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ قَالَ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا لاَ يَقُولُ شَيْئًا قَالَ عُبَادَةُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ ‏.

৪৫৬৬. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : স্বর্ণের এক পাল্লা অন্য পাল্লার সমান, তখন মুআবিয়া (রা) বললেন : আমি তো একথা বুঝতে পারলাম না। উবাদা (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কথার পরওয়া করি না যে, আমি ঐ দেশে থাকবো না যেখানে মুআবিয়া (রা) রয়েছেন ; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এটা বলতে শুনেছি।

بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ

দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রয় করা

٤٥٦٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما *

৪৫৬৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দীনারকে দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করবে এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় করবে, এমনভাবে, যেন তা সমপরিমাণ হয় উভয়ের মধ্যে কম-বেশী না হয়।

بيع الدرهم بالدرهم

দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা

٤٥٦٨. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما هذا عهد نبينا ﷺ الينا *

৪৫৬৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার বিক্রয় করা যায় এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রয় করা যায় সমপরিমাণে, যেন তা বেশ কম না হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এর আদেশ করেছেন।

٤٥٦٩. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى *

৪৫৬৯. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করবে পরিমাণে সমতা রক্ষা করে। যে ব্যক্তি বেশী দিল বা নিল, সে সুদের কারবারে জড়িত হলো।

بيع الذهب بالذهب

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা

٤٥٧٠. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال لاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز *

৪৫৭০. কুতায়বা (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় কর না সমপরিমাণ ব্যতীত এবং একটিকে অন্যটির উপর বর্ধিত কর না, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি কর না সমপরিমাণ ব্যতীত। আর এদের কোনটিই ধারে বিক্রয় কর না।

٤٥٧١. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَصُرَ عَيْنَيَّ وَسَمِعَ أُذُنَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ النَّهْىَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ وَلاَ تُشِفُّوا أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ *

৪৫৭১. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমপরিমাণ ও সমমানের ব্যতীত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন : নগদকে ধারের বিনিময়ে বিক্রয় করবে না, আর একটাকে অন্যটার চাইতে অধিক করবে না।

٤٥٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ *

৪৫৭২. কুতায়বা (র) ---- আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া (রা) স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত একটি পানপাত্র বিক্রয় করেন এবং তার থেকে অধিক ওজনের রৌপ্য অথবা স্বর্ণ গ্রহণ করেন। তখন আবূ দারদা (রা) বললেন : আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমপরিমাণ ব্যতীত এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْقِلاَدَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের হার বিক্রয় করা

٤٥٧٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ *

৪৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - ফযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি খায়বর যুদ্ধের দিন স্বর্ণের একটি এমন হার খরিদ করি, যা স্বর্ণ এবং পাথর খচিত ছিল বার দীনারের বিনিময়ে। যখন আমি তার স্বর্ণ পৃথক করলাম, তখন তা বার দীনারের অধিক বের হলো। এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ তার স্বর্ণ পৃথক করা না হয় ততক্ষণ যেন তা বিক্রয় করা না হয়।

٤٥٧٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا *

৪৫৭৪. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - ফযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বার যুদ্ধের দিন আমি এমন একটি হার পেলাম যা স্বর্ণ এবং মুক্তা খচিত ছিল। আমি তা বিক্রয় করার মনস্থ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ স্বর্ণ এবং মুক্তা পৃথক করে ফেল। এরপর তা বিক্রয় কর।

بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ধারে বিক্রি করা

٤٥٧٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا لاَ يَصْلُحُ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا ثُمَّ قَالَ لِي ائْتِ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ *

৪৫৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসুর (র) - - - - আবুল মিনহাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার এক অংশীদার ধারে রৌপ্য বিক্রয় করলো, পরে আমাকে বললে আমি বললাম ঃ এটা অবৈধ। তিনি বললেন, আমি সর্বসমক্ষে খোলা বাজারে বিক্রয় করেছি। কিন্তু কেউই একে মন্দ বলেনি। এরপর আমি বারা ইব্‌ন আযিবের নিকট গমন করে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মদীনা আগমনের পর আমরা এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি নগদ লেনদেন হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু ধারে বিক্রি হলে তা সুদ হবে। পরে আমাকে বললেন ঃ তুমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম এর নিকট গমন কর। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনিও এরূপ বললেন।

٤٥٧٦. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو

بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ‏.‏

৪৫৭৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - যায়দ ইবন আরকাম এবং বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেনঃ আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ব্যবসা করতাম। আমরা তাঁকে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ যদি নগদ ক্রয় বিক্রয় হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই আর যদি ধারে বিক্রি হয়, তবে তা অবৈধ।

٤٥٧٧. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالاَ جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا ‏.‏

৪৫৭৭. আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - আবুল মিনহাল (র) বলেন, আমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-কে দীনার ও দিরহামের লেনদেন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর; কেননা তিনি আমার চাইতে উত্তম এবং অধিক অবহিত। এরপর আমি যায়দ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ তুমি বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর; কেননা, তিনি আমার চাইতে উত্তম এবং অধিক জ্ঞানী, এরপর তাঁরা উভয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ধারে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

রূপাকে সোনার বিনিময়ে এবং সোনাকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা

٤٥٧٨. وَفِيمَا قُرِئَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا ‏.‏

৪৫৭৮. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করতে, তবে যদি সমপরিমাণ হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর তিনি আমাদেরকে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করতে

আদেশ করেছেন, আমরা যেরূপ ইচ্ছা করি। আর স্বর্ণের বিনিময়ে রূপাকে যেরূপ ইচ্ছা ক্রয় করার আদেশ দিয়েছেন।

٤٥٧٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ‎*

৪৫৭৯. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ----আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু নগদ লেন-দেন হলে সমপরিমাণ হলে তা বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন ঃ তোমরা রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করবে, যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা, আর স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা, যেরূপ তোমাদের ইচ্ছা।

٤٥٨٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ ‎*

৪৫৮০. আমর ইবন আলী (র) ---- উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ধারে বিক্রি ব্যতীত সুদ নেই।

٤٥٨١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ‎*

৪৫৮১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ আপনি যা বলছেন, তা কি আপনি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন, না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তা আল্লাহর কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতেও শ্রবণ করিনি কিন্তু উসামা ইবন যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সুদ শুধু ধারে বিক্রির মধ্যেই হয়ে থাকে।

٤٥٨٢. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ

حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ٭

৪৫৮২. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বকী' নামক স্থানে উট বিক্রয় করতাম তখন আমি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করতাম এবং তা নিয়ে নিতাম। একদা আমি হাফসা (রা)-এর গৃহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট জানতে চাই যে, আমি বকী'তে উট বিক্রয় করতে ইচ্ছা করি, আর আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিরহাম নিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ কোন ক্ষতি নেই যদি তুমি ঐ দিনের দামে নিয়ে থাক এবং এমন অবস্থায় পৃথক হও যে, কারো কাছে কারো কিছু ধার থাকবে না।

أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ وَالذَّهَبُ مِنَ الْوَرِقِ وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করা এবং ইব্‌ন উমর (রা)-কে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় শব্দের পার্থক্য বর্ণনা

٤٥٨٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَالِكَ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ٭

৪৫৮৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করতাম এবং স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা বিক্রয় করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন ঃ যখন তুমি বিক্রয় করবে, তখন আপন সাথী হতে পৃথক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উভয়ের মধ্যে লেন-দেন অবশিষ্ট থাকে।

٤٥٨٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ٭

৪৫৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের বিনিময়ে দীনার লেন-দেন করতে অপছন্দ করতেন।

٤٥٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ لاَيَرَى بَأْسًا يَعْنِى فِى قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيْرِ وَالدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ *

৪৫৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি দিরহামের বিনিময়ে দীনার নিতে এবং দীনারের বিনিময়ে দিরহাম নেওয়ায় কোনরূপ ক্ষতি মনে করতেন না।

٤٥٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الْهُذَيْلِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى قَبْضِ الدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا اِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ *

৪৫৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, দিরহামের বিনিময়ে দীনার নেয়াকে অপছন্দ করতেন, যদি তা ধারে হতো।

٤٥٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ كَانَ لاَيَرَى بَأْسًا وَاِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ *

৪৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ধারে হলেও এতে কোন ক্ষতি মনে করতেন না।

٤٥٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِى هٰذَا الْمَوْضِعِ *

৪৫৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

اَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা নেয়া

٤٥٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ اَسْاَلُكَ اِنِّى اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لاَبَاْسَ اَنْ تَاْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ *

৪৫৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একটু দাঁড়ান, আমি কিছু

জিজ্ঞাসা করবো, আমি বকী' নামক স্থানে দীনারের বিনিময়ে উট বিক্রয় করে থাকি এবং পরে দিরহাম নেই। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি উচিত মূল্য নিয়ে থাক, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যতক্ষণ তোমরা এমনভাবে পৃথক হও যে, তোমাদের মধ্যে কারোর নিকট কারো কোন ধার নেই।

الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ

মাপে অধিক দেয়া

٤٥٩٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي *

৪৫৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি একখানা পাল্লা আনলেন এবং আমাকে মেপে দিলেন এবং আমাকে আমার করয হতেও অধিক দিলেন।

٤٥٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَادَنِي *

৪৫৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার করয আদায় করলেন এবং আমাকে অধিক দান করলেন।

الرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ

মাপে বেশি দেয়া

٤٥٩٢. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ *

৪৫৯২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সুওয়ায়দ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাখরামা আবাদী হিজর নামক স্থান হতে কাপড় নিয়ে আসলাম, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তখন আমরা মিনাতে ছিলাম, আর সেখানে এক ব্যক্তি মূল্য নিয়ে পরিমাপের কাজ করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে একটি কাপড় ক্রয় করলেন। তিনি পরিমাপক লোকটিকে বললেন ঃ মাপ এবং পাল্লা কিছু ঝুঁকিয়ে মাপ।

٤٥٩٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَفْوَانَ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَاَرْجَحَ لِىْ *

৪৫৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি পায়জামা বিক্রি করলাম, তখন তিনি আমাকে ঝুঁকিয়ে মেপে দেন।

٤٥٩٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْمُلاَئِىْ عَنْ سُفْيَانَ ح وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمِكْيَالُ عَلٰى مِكْيَالِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ عَلٰى وَزْنِ اَهْلِ مَكَّةَ وَاللَّفْظُ لِاِسْحٰقَ *

৪৫৯৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনাবাসীদের পরিমাপযন্ত্র সঠিক এবং মক্কাবাসীদের ওজনও সঠিক।[১]

بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوْفِىَ

নিজের অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা

٤٥٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ *

৪৫৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শস্য জাতীয় কোন খাদ্য বস্তু খরিদ করে, সে যেন তা অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় না করে।

٤٥٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ *

৪৫৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন খাদ্য বস্তু ক্রয় করে, যেন তা নিজের অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় না করে।

১. মদীনাবাসীগণ ছিলেন কৃষি নির্ভর, তাই শস্যের ক্ষেত্রে তাঁদের পরিমাপ সঠিক বলে গণ্য হতো, আর মক্কাবাসীগণ ছিলেন ব্যবসায়ী, তাই ব্যবসায়ী পণ্যের ওজনের ব্যাপারে তাদের ওজন অধিক নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বলে গণ্য করা হতো।

٤٥٩٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ *

৪৫৯৭. মুহাম্মদ ইবন হারব (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ কোন খাদ্য খরিদ করে, তবে সে তা অধিকারে আনার পূর্বে যেন বিক্রয় না করে।

٤٥٩٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ *

৪৫৯৮. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি ঃ আরও শুনেছি যে, যতক্ষণ না সে তা দখলে আনে।

٤٥٩٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ *

৪৫৯৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকারে আনার পূর্বে যা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তা হলো খাদ্য বস্তু।

٤٦٠٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ *

৪৬০০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তু ক্রয় করবে, অধিকারে আনার পূর্বে সে যেন তা বিক্রয় না করে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমার ধারণা মতে, প্রত্যেক বস্তুই অধিকারে আনার পূর্বে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।

٤٦٠١. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ *

৪৬০১. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি কোন খাদ্য বস্তু খরিদ করবে, তখন তুমি তা স্বীয় অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রি করবে না।

٤٦٠٢. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৬০২. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি কোন খাদ্য বস্তু খরিদ করবে, তখন তুমি তা স্বীয় অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রি করবে না।

٤٦٠٣. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ *

৪৬০৩. সুলায়মান ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদকার খাদ্য ক্রয় করলাম এবং তা আপন অধিকারে আনার পূর্বেই তা দ্বারা মুনাফা করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তুমি তা নিজের অধিকারে না এনে বিক্রি করবে না।

النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ

খাদ্য অধিকারে আনার পূর্বে বিক্রয় করা নিষেধ

٤٦٠٤. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ *

৪৬০৪. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে খাদ্য বস্তু ক্রয় করা হয়েছে নিজ অধিকারে আনার পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جُزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ

পরিমাপ ব্যতীত যে খাদ্য খরিদ করা হয়েছে তা বিক্রি করা

٤٦٠٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ

عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ *

৪৬০৫. মুহাম্মদ ইবন সালামা এবং হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমরা খাদ্য বস্তু ক্রয় করতাম এবং আমাদের নিকট তিনি এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাতেন যিনি আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যেন তা বিক্রয় করার পূর্বে যে স্থান হতে তা ক্রয় করেছি, সেখান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের পূর্বে তা বিক্রয় না করি।

٤٦٠٦. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَعْلَى السُّوقِ جِزَافًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ *

৪৬০৬. 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় লোক বাজারের উঁচু স্থানে স্তূপে-স্তূপে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন, যতক্ষণ না তা এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেয়া হতো।

٤٦٠٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ *

৪৬০৭. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় লোক আরোহী লোকদের নিকট হতে খাদ্যশস্য খরিদ করতো, তিনি তাদেরকে তা বাজারে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ঐখানে বিক্রয় করতে নিষেধ করতেন।

٤٦٠٨. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ *

৪৬০৮. নাসর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে মানুষ যখন খাদ্য শস্যের স্তূপ ক্রয় করে ঘরে না উঠিয়ে ঐ স্থানে বিক্রয় করতো, তখন তাদেরকে এজন্য তিরস্কার করা হতো।

الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا

বন্ধক রেখে খাদ্য শস্য বিক্রয় করা

٤٦٠٩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ *

৪৬০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদী হতে ধারে কিছু সময়ের জন্য খাদ্যশস্য ক্রয় করেছিলেন, আর তিনি তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ

নিজ বাসস্থানে থেকে বন্ধক রাখা

٤٦١٠. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ *

৪৬১০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার কিছু যবের রুটি এবং চর্বি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় এক ইয়াহূদীর নিকট বর্ম বন্ধক রেখে নিজের গৃহের জন্য তার নিকট হতে যব নিয়েছিলেন।

بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ

বিক্রেতার নিকট যা নেয় তা বিক্রয় করা

٤٦١١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ *

৪৬১১. আমর ইব্‌ন আলী ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ধারের বিক্রি বৈধ নয় এবং এক বিক্রয়ে দুই শর্ত করাও অবৈধ আর ঐ বস্তু বিক্রয় করাও বৈধ নয়, যা তোমার নিকট নেই।

٤٦١٢. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ سَيْفٍ عَنْ مَطَرٍ

الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ *

৪৬১২. উছমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির এমন বস্তু বিক্রয় করা উচিত নয়, যার সে মালিক নয়।

٤٦١٣. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ *

৪৬১৩. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমার কাছ থেকে এমন কিছু ক্রয় করতে চায়, যা আমার নিকট নেই এবং আমি তা বাজার থেকে ক্রয় করে তার নিকট বিক্রয় করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি এমন বস্তু বিক্রয় করবে না, যা তোমার নিকট থাকে না।

اَلسَّلَمُ فِي الطَّعَامِ

খাদ্যশস্যে সলম[১] বিক্রয়

٤٦١٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لَا أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لَا وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ *

৪৬১৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুজালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে বায়য়ে সলফ[২] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি বৈধ, না অবৈধ ? তিনি বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর সিদ্দীক এবং উমর (রা)-এর সময়ে গম, যব, খেজুর ইত্যাদিতে 'সলম' করতাম। আর এই ব্যবসা আমরা এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা ছিল না যে, তাদের নিকট এই বস্তু আছে কি নেই।

১. অগ্রিম মূল্য নিয়ে কোন কিছু বিক্রি করা।

২. সময় নির্ধারিত করে কোন জিনিস অগ্রিম বিক্রি করা।

اَلسَّلَمُ فِي الزَّبِيْبِ

কিশমিশে সলম করা

٤٦١٥. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نَرَى عِنْدَهُمْ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

৪৬১৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) ---- ইবন আবুল মুজালিদ (রা) বলেন, একদা আবূ বুরদা এবং আব্দুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ (রা) 'বায়য়ে সলমের' ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হন। পরে তারা আমাকে ইবন আবূ আওফার নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এবং আবূ বকর এবং উমর (রা) এর সময় 'বায়য়ে সলম' করতাম। আর আমরা এই 'বায়য়ে সলম' গম, যব, কিশমিশ, খেজুর ইত্যাদিতে এমন লোকদের সাথে করতাম, যাদের নিকট এ সকল বস্তু আমরা দেখতাম না। এরপর আমি ইবন আবযা (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও এরূপ বলেন।

اَلسَّلَفُ فِي الثِّمَارِ

ফলে বায়য়ে সলফ করা

٤٦١٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏.‏

৪৬১৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ---- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আসেন, তখনও তারা খেজুরে দুই অথবা তিন বছর পর্যন্ত 'বায়য়ে সলফ' করতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করে বলেন : যে ব্যক্তি 'সলফ' করবে, সে যেন পরিমাপ, পরিমাণ এবং সময় নির্ধারণ করে নেয়।

اسْتِسْلاَفُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضِهِ

পশুতে বায়য়ে সলফ

٤٦١٧. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا فَأَتَاهُ فَقَالَ مَا أَصَبْتُ إِلاَّ بَكْرًا رَبَاعِيًا خِيَارًا فَقَالَ أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً *

৪৬১৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একটি জওয়ান উটে 'বায়য়ে সলফ' করেন। পরে ঐ ব্যক্তি স্বীয় উটের জন্য আগমন করলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললো ঃ যাও, এই ব্যক্তির জন্য একটি জওয়ান উট ক্রয় করে আসো। সে ব্যক্তি ফিরে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সাত বছরের উট পেয়েছি। তিনি বললেন ঃ তাকে সেটিই দিয়ে দাও। মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কর্য উত্তমভাবে আদায় করে।

٤٦١٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ قَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً *

৪৬১৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এক ব্যক্তির উট নেয়ার ছিল। সে উট নিতে আসলে তিনি বললেন ঃ তাকে দিয়ে দাও। তারা ঐ উটের বয়সের চেয়ে অধিক বয়সের উট পেল। তিনি বললেন ঃ ওটাই দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললো ঃ আপনি আমাকে দেওয়ার হক আদায় করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।

٤٦١٩. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِئٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَجَلْ لاَ أَقْضِيكَهَا إِلاَّ نَجِيبَةً فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطُوهُ سِنًّا فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً فَقَالَ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي فَقَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً *

৪৬১৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি জওয়ান উট খরিদ করলাম এবং আমি তা নেয়ার জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : আমি তোমাকে উত্তম জাতের উট দান করবো। এরপর তিনি আমাকে উত্তম উট দান করলেন। আর এক বেদুইন লোক উট নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বললেন : তাকে ঐ বয়সের একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা তাকে বড় একটি উট দিলে তখন বেদুইন লোকটি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উট তো আমার উট হতে বহু গুণে উত্তম। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে উত্তম বস্তু আদায় করে।

بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রি করা

٤٦٢٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً ـ

৪৬২০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً

পশুর বিনিময়ে পশু নগদ অধিক মূল্যে বিক্রয় করা

٤٦٢١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدُ حَتّٰى يَسْاَلَهُ اَعَبْدٌ هُوَ ـ

৪৬২১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ক্রীতদাস আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে হিজরত করার উপর বায়আত করান। নবী ﷺ জানতেন না যে, সে দাস। এরপর তার মালিক তাকে তালাশ করতে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে আমার নিকট বিক্রয় কর। দুইজন কাল দাসের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করেন। এরপর তিনি কারো বায়আত নিতেন

না, তার দাস অথবা স্বাধীন হওয়ার বিষয় না জেনে। যদি সে স্বাধীন হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার বায়আত নিতেন।

بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করা

٤٦٢٢. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا •

৪৬২২. ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) ---- ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করা সুদ।

٤٦٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ •

৪৬২৩. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) ---- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٢٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ •

৪৬২৪. কুতায়বা (র) ---- ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

تَفْسِيرُ ذَلِكَ

এর ব্যাখ্যা

٤٦٢٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًا إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا •

৪৬২৫. মুহাম্মদ ইবন সালামা ও হারিছ ইবন মিসকীন (র) ---- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেটের বাচ্চার বাচ্চাকে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যা ছিল জাহিলী যুগের এক প্রকার

বিক্রয় পদ্ধতি। যেমন এক ব্যক্তি একটি উট ক্রয় করতে এবং মূল্য দেওয়ার অঙ্গীকার এভাবে করতো যে, যখন এই উটনী বাচ্চা দিবে এবং সেই বাচ্চা বাচ্চা দিবে, তখন সেই বাচ্চা দিয়ে দিবে।

بَيْعُ السِّنِيْنَ

কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করা

٤٦٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ *

৪৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٢٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ *

৪৬২৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক বছরের জন্য ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْبَيْعُ إِلَى الْأَجَلِ الْمَعْلُوْمِ

নির্ধারিত সময়ের জন্য বিক্রি করা

٤٦٢٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيْهِمَا ثَقُلَا عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِفُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ فَقُلْتُ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيْدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِيْ أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّيْ مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ *

৪৬২৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুইখানা কিতর নামক স্থানের চাদর ছিল, যখন তিনি তা গায়ে দিয়ে বসতেন এবং ঘামতেন, তখন ঐ চাদর তাঁর জন্য ভারি বোধ হতো। এ সময় শামদেশ হতে এক ইয়াহুদীর কাপড় আসলে আমি তাঁকে বললাম ঃ যদি আপনি তার নিকট কাউকে পাঠিয়ে দুইখানা চাদর এই শর্তে আনিয়ে নিতেন যে, যখন আপনার আর্থিক

স্বচ্ছলতা আসবে, তখন আপনি তার মূল্য আদায় করে দিবেন। তিনি একজন লোককে সে ইয়াহুদীর নিকট পাঠালে সে বললো ঃ আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর মতলব বুঝতে পেরেছি। তিনি আমার মাল অথবা আমার চাদর দুইখানা আত্মসাৎ করতে চান। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে মিথ্যা বলেছে এবং সে ভালরূপেই অবগত আছে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক ভয় করে থাকি। আর আমি সকলের চেয়ে অধিক আমানত আদায় করে থাকি।

سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَهُوَ اَنْ يَبِيْعَ السِّلْعَةَ عَلَى اَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا

সলফ ও বিক্রয়

٤٦٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِى بَيْعٍ وَرِبْحِ مَالَمْ يُضْمَنْ *

৪৬২৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) ---- আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা, তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিক্রয় ও সলফ একত্র করতে এবং বিক্রয়ে দুইশর্ত করতে এবং এরূপ মুনাফা করতে নিষেধ করেছেন, যার যিম্মা নিজের উপর না হয়।[১]

شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَهُوَ اَنْ يَقُوْلَ اَبِيْعُكَ هٰذِهِ السِّلْعَةَ اِلَى شَهْرٍ بِكَذَا وَاِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا

এক বিক্রয়ে দুই শর্ত ঃ যেমন কোন ব্যক্তি বললো ঃ আমি এই বস্তু তোমার নিকট বিক্রয় করছি এই শর্তে যে, যদি তুমি এক মাসে মূল্য আদায় কর, তবে মূল্য এতো হবে, আর দুই মাস পরে আদায় করলে এতো দিতে হবে

٤٦٣٠. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ اَبِيْهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَشَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَرِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ *

৪৬৩০. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সলফ এবং বায় বা বিক্রি একত্রে করা বৈধ হবে না, আর একই বিক্রয়ে দুই শর্তও বৈধ নয়। আর যে বস্তু অধিকারে নেই তা দ্বারা মুনাফা করাও বৈধ নয়।

٤٦٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ

১. অর্থাৎ প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে নিজের অধিকার আদায়ের পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ◆

৪৬৩১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সলফ এবং বায় বা বিক্রি একত্রে করতে নিষেধ করেছেন এবং একই বিক্রয়ে দুই শর্ত করতে নিষেধ করেছেন, আর যা নিজের কাছে নেই তা বিক্রয় করতে, আর যা নিজের অধিকারে থাকে না; তার লাভ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هٰذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً

একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় করা যেমন ঃ কেউ বললো ঃ আমি ঐ বস্তু তোমার নিকট বিক্রয় করছি, এ শর্তে যে, যদি তুমি এর মূল্য নগদ আদায় করবে তবে দাম একশত দিরহাম, আর ধারে হলে এর মূল্য দুইশত দিরহাম

٤٦٣٢. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ◆

৪৬৩২. আমর ইবন আলী, ইয়াকূব ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই বিক্রয়ে দুই বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ

বিক্রিত দ্রব্য হতে কিছু বাদ দেওয়া

٤٦٣٣. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ ◆

৪৬৩৩. যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুহাকালা', মুযাবানা' এবং 'মুখাবারা' ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং বিক্রিত দ্রব্য হতে কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٣٤. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ . وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ

أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا *

৪৬৩৪. 'আলী ইবন হুজ্‌র (র) ও যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুহাকালা', 'মুযাবানা', 'মুখাবারা', 'মুআওমা' এবং ছুনিয়া[১] ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু 'আরায়া'-এর অনুমতি দিয়েছেন।

اَلنَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِى الْمُشْتَرِىْ ثَمَرَهَا

খেজুর গাছ বিক্রয় করলে ফল কার হবে?

٤٦٣٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِيءٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ *

৪৬৩৫. কুতায়বা (র) ---- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন খেজুর গাছ বিক্রি করে, যাতে সে যোগ করে যে, ফল তারই থাকবে যদি ক্রেতা এই শর্ত করে যে, ফল আমি নেব, আর বিক্রেতা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে ফল তার হবে।

اَلْعَبْدُ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِى الْمُشْتَرِىْ مَالَهُ

দাস বিক্রয় করলে তার মালের শর্ত করা

٤٦٣٦. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ *

৪৬৩৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ---- ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জোড় লাগানোর পর খেজুর বৃক্ষ ক্রয় করে, তবে তার ফল বিক্রেতা পাবে। তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে, তাহলে সে পাবে আর যে ব্যক্তি দাস বিক্রি করে, আর ঐ দাসের কিছু মাল থাকে, তবে সেই মাল বিক্রেতার, কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে, তবে মাল তার হবে।

اَلْبَيْعُ يَكُوْنُ فِيْهِ الشَّرْطُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ

ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত করা

٤٦٢٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعْدُ أنْ ابْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَعَا لَهُ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِيْنَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَابْتَغَيْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ أَتُرَانِي إِنَّمَا مَا كَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ *

৪৬৩৭. আলী ইবন হুজর (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, পথে আমার উট অচল হয়ে গেলে আমি ঐ উটকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে আমার সাথে মিলিত হলেন এবং তিনি ঐ উটের জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে হাঁকালেন। পরে তা এমন দ্রুত গমন করতে লাগলো যে, পূর্বে কখনও তা এমন চলেনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই উট চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম ঃ আমি তা বিক্রি করবো না। তিনি বললেন ঃ বিক্রি করে ফেল। তখন আমি চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে ফেললাম এবং এই শর্তে করলাম যে, আমরা মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত তাতে সওয়ার হবে। যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম, তখন আমি উট নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং মূল্য উসুল করলাম, আমি ফিরে চললে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার উটের মূল্য কম ধার্য করেছি তোমার উট নেয়ার জন্য ? নাও, এই তোমার উট এবং এই তোমার দিরহাম।

٤٦٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا ثُمَّ ذَكَرْتُ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمًا مَعْنَاهُ فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَانْتَشَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَاجَابِرُ مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلاَّ قَدِ انْتَشَطَ قُلْتُ بِبَرَكَتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ فَبِعْتُهُ وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيْلِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو أُصِيْبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَارًا فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي ائْتِ

أَهْلَكَ عِشَاءً فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِي الْجَمَلَ فَلاَمَنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمًا مَعَ النَّاسِ *

৪৬৩৮. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে পানি বহনকারী উটের উপর সওয়ার হয়ে জিহাদ করেছি। এর পর তিনি লম্বা হাদীস বর্ণনা করে বললেন এমন কথা, যার মর্ম হলো, উট অচল হয়ে গেল; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে উটকে হাঁকালে সে তা দ্রুত চলতে আরম্ভ করল। এমনকি তা বাহিনীর অগ্রগামী হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে জাবির! আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার উট দ্রুতগামী হয়ে গেছে। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো আপনার বরকতে। তিনি বললেন ঃ তুমি তা আমার নিকট বিক্রয় কর এবং মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত তাতে আরোহণ কর। আমি তা তাঁর নিকট বিক্রয় করলাম, যদিও আমার উটের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমার লজ্জা হলো যে, তিনি ক্রয় করতে চাচ্ছেন, আর আমি তা বিক্রয় করবো না। জিহাদ শেষে আমরা যখন মদীনায় নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম সামনে যাওয়ার জন্য। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সদ্য বিবাহিত লোক। তিনি বললেন ঃ তুমি কুমারী বিবাহ করেছ, না বিধবা ? আমি বললাম ঃ বিধবা। কারণ আমার পিতার মৃত্যুর পর তিনি কয়েকজন কুমারী কন্যা রেখে গেছেন। সেইজন্য তাদের সামনে একটি কুমারী স্ত্রী বিবাহ্ করা আমার ভাল মনে হয়নি। তাই আমি বিধবা বিবাহ করেছি। যেন সে তাদেরকে শিক্ষা দেয় এবং আদব কায়দার তালীম দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দান করলেন এবং বললেন ঃ রাত্রে স্ত্রী নিকট গমন কর। আমি ফিরে গেলাম মামার নিকট উট বিক্রি করার ঘটনা বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসলে আমি ভোরে উট নিয়ে গেলাম। তখন তিনি উটের মূল্য দিয়ে উটও ফিরিয়ে দিলেন এবং গনীমতের অংশে অন্যান্যের মত আমাকেও দান করলেন।

٤٦٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ فَقَالَ مَالَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ قُلْتُ أَعْيَا بَعِيرِي فَأَخَذَ بِذَنَبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ مَافَعَلَ الْجَمَلُ بِعْنِيهِ قُلْتُ لاَبَلْ هُوَلَكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لاَبَلْ بِعْنِيهِ قُلْتُ لاَ بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ أَرْكَبْهُ فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَأْتِنَا بِهِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ لِبِلاَلٍ يَابِلاَلُ زِنْ لَهُ أُوقِيَّةً وَزِدْهُ قِيرَاطًا قُلْتُ هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُفَارِقْنِي فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوا مِنَّا مَا أَخَذُوا *

৪৬৩৯. মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমি উটে সওয়ার ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি সকলের পিছনে থাক, কারণ কি ? আমি বললাম ঃ আমার উট দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি তার লেজ ধরে হাঁকালেন; ফলে সে এমন হলো যে, আমি সকলের সামনে চলে গেলাম। মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন ঃ তোমার উটের অবস্থা কী? তা তুমি আমার নিকট বিক্রি কর। আমি বললাম ঃ বিক্রয় নয়, আপনি তা মূল্য ব্যতীতই কবুল করুন। তিনি বললেন ঃ না, বিক্রি কর। আমি বললাম ঃ আপনি মূল্য ছাড়াই গ্রহণ করুন। তিনি বললেন ঃ না, বিক্রি কর; আমি তা চল্লিশ দিরহামে ক্রয় করলাম। তুমি তাতে সওয়ার হতে থাক, মদীনায় পৌঁছলে আমার নিকট নিয়ে এস। আমি মদীনা পৌঁছে তাঁর খিদমতে উট হাজির করলে তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ হে বিলাল! তাকে এক উকিয়া[১] রূপা মেপে দাও, আরো এক কীরাত[২] অধিক দিও। আমি বললাম ঃ ইহা ঐ বস্তু, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অতিরিক্ত দান করলেন, এজন্য আমি তা একটি থলিতে রাখলাম এবং তা সর্বদা আমার নিকট রক্ষিত থাকতো। অবশেষে 'হাররার'[৩] দিন সিরীয়াবাসীরা আসলে তারা আমার নিকট থেকে সব কিছুই লুট করে নেয়।

٤٦٤٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَدْرَكَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا سَوْءٍ فَقُلْتُ لَا يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَالَهْفَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبِيعُنِيهِ يَاجَابِرُ قُلْتُ بَلْ هُوَلَكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ قَدْ اَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ هَيَّأْتُهُ فَذَهَبْتُ بِهِ اِلَيْهِ فَقَالَ يَابِلَالُ أَعْطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ هُوَلَكَ ‎•

৪৬৪০. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি পানি বহনকারী উটের উপর সওয়ার দেখলেন। উটটি ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। আমি বললাম ঃ আফসোস ! আমাদের সর্বদা পানি সিঞ্চনের খারাপ উট থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে জাবির ! তুমি কি তা বিক্রয় করবে ? আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই উট মূল্য ছাড়াই আপনার জন্য। জাবিরকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। আমি এত টাকার বিনিময়ে তোমার উট ক্রয় করলাম। আর আমি তোমাকে মদীনা পর্যন্ত তাতে সওয়ার হওয়ার অনুমতি দিলাম। মদীনায় পৌঁছে আমি উট প্রস্তুত করে নিয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে বিলাল! তাকে তার মূল্য দিয়ে দাও। আমি ফিরে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আবার ডাকলেন। আমার আশংকা হলো যে, তিনি না আবার ফিরিয়ে নেন। তখন তিনি বললেন, উটও তোমারই অতএব তুমি তা নিয়ে যাও।

---

১. চল্লিশ দিরহাম বা ১০.৫ তোলা রূপার ওজন বিশেষ।

২. দীনারের ষষ্ঠাংশের এক চতুর্থাংশ।

৩. মদীনার এক স্থানের নাম যেখানে কালো বর্ণের পাথর রয়েছে। আর ঐখানেই সিরিয়াবাসীদের সাথে মদীনাবাসীদের যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধই 'হাররার' যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

٤٦٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ يَانَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَلَكَ يَانَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُلَكَ قُلْتُ نَعَمْ هُوَلَكَ قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ ★

৪৬৪১. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সফর করছিলাম। আমি একটি পানি আনয়নকারী উটের উপর সওয়ার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তা এত মূল্যে বিক্রয় করবে ? আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করুন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা আপনারই। তিনি আবার বললেন : তুমি তা এতো মূল্যে বিক্রয় করবে কি ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা আপনারই। তিনি বললেন : তুমি কি তা এতো মূল্যে বিক্রয় করবে ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তা আপনারই। আবূ নাযরা (র) বলেন : "আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করুন"- এমন একটি কথা, যা মুসলমানগণ বলে থাকে; এই এই কাজ কর, আল্লাহ্ তোমায় ক্ষমা করবেন।

اَلْبَيْعُ يَكُوْنُ فِيْهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ

ক্রয়-বিক্রয়ে ফাসিদ শর্ত করা

٤٦٤٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ★

৪৬৪২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করলে তার মালিকানা শর্ত করলো যে, ওয়ালা তা পাবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা উল্লেখ করলে, তিনি বললেন : তুমি আযাদ করে দাও, ওয়ালা সে-ই পাবে, যে টাকা খরচ করে খরিদ করে তাকে আযাদ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে আনান এবং তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দিলে সে তার স্বামী হতে পৃথক হওয়াকেই পছন্দ করে আর তার স্বামী ছিল স্বাধীন।

٤٦٤٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ هٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ ‎*

৪৬৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুক্ত করার জন্য বারীরা (রা) ক্রয় করার ইচ্ছা করলে তার মালিকেরা শর্ত আরোপ করে যে, তার ওয়ালা আমরা নেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করা হলে, তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা ওয়ালা সে-ই পাবে, যে মুক্ত করেছে। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গোশত উপস্থিত করা হলে, কেউ কেউ বললো ঃ এ তো সাদকার গোশ্ত যা বারীরা (রা)-কে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ এতো বারীরার জন্য সাদকা, আর আমাদের জন্য বারীরার পক্ষ হতে হাদিয়া। বারীরা মুক্ত হওয়ার পর তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হলো যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্বামীর কাছে থাকতে পারে বা পৃথক হতে পারে।

٤٦٤٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‎*

৪৬৪৪. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) একজন দাসী ক্রয় করে মুক্ত করার ইচ্ছা করলে তার মালিকেরা বললো ঃ আমরা এই দাসীকে আপনার নিকট এই শর্তে বিক্রয় করতে পারি যে, তার ওয়ালা আমরা পাবো। তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করলে, তিনি বললেন ঃ এই শর্তে যেন তোমাকে ক্রয় করা হতে বাধা না দেয়। কেননা, 'ওয়ালা' ঐ ব্যক্তিরই হবে যে মুক্ত করবে।

بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ

বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করা

٤٦٤٥. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالٰى أَنْ يُوْطَأْنَ حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ‎*

৪৬৪৫. আহমদ ইব্‌ন হাফস (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, (যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে) যারা অন্তঃসত্ত্বা তাদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন তাদের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত। আর বন্য জন্তুর মধ্যে যারা দাঁতে শিকার করে, তাদের গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْمَشَاعِ

শরীকী মাল বিক্রয় করা

٤٦٤٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ *

৪৬৪৬. আমর ইবন যুরারা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক বস্তুতেই শরীকী হক রয়েছে, তা বাগান হোক অথবা ঘরবাড়ি হোক। এক শরীকের জন্য তা বিক্রয় করা বৈধ হবে না অন্য শরীককে না জানিয়ে আর অনুমতি না নিয়ে যদি বিক্রয় করে ফেলে, তবে অন্য শরীকেই তার হকদার, যতক্ষণ না সে অনুমতি দান করে।

اَلتَّسْهِيْلُ فِيْ تَرْكِ الْاَشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ

বিক্রয়কালে সাক্ষী নেয়া

٤٦٤٧. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَبْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ سَمِعَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَبِالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ لِمَ

تَشْهَدُ قَالَ بِتَصْدِيْقِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ ●

৪৬৪৭. হায়ছাম ইব্‌ন মারওয়ান (র) - - - - উমারা ইব্‌ন খুযায়মা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর চাচা যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বেদুইন হতে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। এমন সময় লোক তার নিকট জিজ্ঞাসা করতে লাগলো এবং ঘোড়ার মূল্য ঠিক করতে লাগলো। তারা জানতো না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ক্রয় করেছেন, এই না জানায় দরুন তারা ঐ মূল্যের উপর আরও মূল্য বাড়িয়ে বলতে লাগলো। সে সময় ঐ বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আহবান করে বলতে লাগলেন, আপনি যদি তা ক্রয় করেন তবে করুন, না হয় আমি তা অন্যের নিকট বিক্রি করে দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা শুনে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ তুমি কি তা আমার নিকট বিক্রয় করনি ? সে বললো ঃ না, আমি তা আপনার নিকট বিক্রয় করিনি। তিনি বললেন ঃ আমি তা তো তোমার থেকে ক্রয় করে নিয়েছি। কোন কোন লোক এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ অবলম্বন করলো, আর কেউ কেউ বেদুইনের পক্ষ অবলম্বন করলো। বেদুইন বললো ঃ তা হলে আপনি সাক্ষী পেশ করুন, যে সাক্ষ্য দেবে যে, আমি তা আপনার নিকট বিক্রয় করেছি। তখন খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা) বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তাঁর নিকট তা বিক্রয় করেছ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুযায়মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ? তিনি বললেন ঃ আপনাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করার দরুন - ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুযায়মা (রা)-এর সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যরূপে সাব্যস্থ করেন।

اِخْتِلاَفُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِى الثَّمَنِ

ক্রেতা বিক্রেতার বিরোধ

٤٦٤٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِى عُمَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا ●

৪৬৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদরীস (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে বিরোধ করবে, আর যদি তাদের মধ্যে সাক্ষী না থাকে, তখন বিক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে অথবা ক্রেতা ঐ দামে না নিলে তার পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার থাকবে।

٤٦٤٩. أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلاَنِ تَبَايَعَا سِلْعَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا وَقَالَ هٰذَا بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِي مِثْلِ هٰذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِمِثْلِ هٰذَا فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ٭

৪৬৪৯. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্‌ন উবায়দ (রা) বলেন, একদা আমরা আবূ উবায়দা ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। এমন সময় সেখানে দুইজন লোক আসলে যারা মাল বিক্রি করেছে। এক ব্যক্তি বললো : আমি তো এত মূল্যে খরিদ করেছি। অন্যজন বললো : এত মূল্যে বিক্রয় করেছি। আবূ উবায়দা (রা) বললেন : ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট এরূপ একটি মোকদ্দমা আসলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর নিকট অনুরূপ এক মোকদ্দমা আসলে তিনি বিক্রেতাকে শপথ করতে বলেন এবং ক্রেতাকে বলেন, এই মূল্যের হয় তুমি তা ক্রয় কর, না হয় তা পরিত্যাগ কর।

مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

আহলে কিতাবের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা

٤٦٥٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا ٭

৪৬৫০. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ইয়াহূদীর নিকট হতে ধারে কিছু খাদ্য বস্তু খরিদ করেন এবং তিনি তাঁর লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন।

٤٦٥١. أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ لِأَهْلِهِ ٭

৪৬৫১. যুসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখনও তাঁর লৌহ বর্ম এক ইয়াহূদীর নিকট ত্রিশ সা'-এর বিনিময়ে বন্ধক ছিল, যা তিনি তাঁর পরিবারস্থ লোকের জন্য খরিদ করেন।

بَيْعُ الْمُدَبَّرِ

মুদাব্বার বিক্রয় করা

٤٦٥٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ *

৪৬৫২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আযরা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক দাসকে তার মৃত্যুর পর সে মুক্ত হবে এই মর্মে মুক্তি দিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ এই দাস ব্যতীত তোমার নিকট অন্য কোন মাল আছে কী? সে বললো ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার নিকট হতে এই দাসকে কেউ ক্রয় করবে কি? তখন নু'আয়ম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ঐ দাসকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলেন এবং ঐ দিরহাম তাঁর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি এই দিরহাম ঐ মালিককে দিয়ে বললেন ঃ প্রথমে নিজের জন্য খরচ কর, এবং পরে সাদকা দাও। তারপর কিছু থাকলে তা পরিবারের লোকদেরকে দান কর। আরও অবশিষ্ট থাকলে আত্মীয়-স্বজনকে দান কর। তারপরেও যদি থেকে যায়, তবে এইরূপ, তিনি বললেন ঃ এরূপ, আবার বললেন ঃ এইরূপ। তোমার সামনে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে দান কর।

٤٦٥٣. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَهُنَا وَهَهُنَا *

৪৬৫৩. যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মাযকূর নামের এক আনসারী তাঁর ইয়াকূব নামের দাসকে তার মৃত্যুর পর মুক্ত করার কথা বলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বলেন ঃ এই গোলামকে ক্রয় করবে? নু'আইম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) ঐ গোলামকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়

করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দিরহামগুলো আনসারী ব্যক্তিকে দিয়ে বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ গরীব হয়ে পড়ে তখন সে যেন নিজ হতে আরম্ভ করে, তারপরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে, যেন স্বীয় পরিবারস্থ লোকের জন্য ব্যয় করে, তারপরও কিছু থাকেলে তা আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করবে। তারপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে, এদিক-ওদিক গরীব দুঃখীদের দান করবে।

٤٦٥٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ *

৪৬৫৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করেছেন।

بَيْعُ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব[১] গোলাম বিক্রয় করা

٤٦٥٥. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ وَشَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ *

৪৬৫৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা) তাঁর মালিকদের সাথে লিখিত শর্ত অনুসারে কিছু সাহায্য ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলে তিনি বলেন ঃ তুমি গিয়ে তোমার মালিকদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তারা এ কথায় সম্মত হয় যে, আমি তাদের লিখিত শর্ত অনুসারে সকল প্রাপ্য আদায় করে দিলে 'ওয়ালা' আমার হবে। তা হলে আমি তোমার সমুদয় দেয় আদায় করে দেব। বারীরা (রা) তাঁর মালিকদের একথা জানালে তারা তা অস্বীকার করে বললো ঃ যদি আয়েশা (রা) ইচ্ছা করেন, তবে যা ইচ্ছা করতে পারেন, কিন্তু 'ওয়ালা' আমাদেরই থাকবে। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি ক্রয় করে তাকে মুক্তি করে দাও আর ওয়ালা তার, যে মুক্ত করবে। এরপর তিনি তিনি বলেন ঃ আফসোস! লোকের কি হলো, তারা এমন শর্ত

১. লিখিত চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসী।

আরোপ করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। যারা এমন শর্ত করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তা পূর্ণ করা হবে না। এরূপ একশত শর্ত করলেও, আল্লাহ্‌র শর্তই গ্রহণযোগ্য।

اَلْمُكَاتِبُ يُبَاعُ قَبْلَ اَنْ يَقْضِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا

মুকাতাবের বিক্রয় বৈধ কিছু আদায় না করে থাকলেও

٤٦٥٦. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ رِجَالٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُوْنُسُ وَاللَّيْثُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيْرَةُ اِلَيَّ فَقَالَتْ يَاعَائِشَةُ اِنِّيْ كَاتَبْتُ اَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيْهَا اِرْجِعِيْ اِلَى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اُعْطِيَهُمْ ذٰلِكَ جَمِيْعًا وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى اَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ ذٰلِكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَايَمْنَعُكِ ذٰلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِيْ وَاَعْتِقِيْ فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

৪৬৫৬. য়ুনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, বারীরা (রা) আমার নিকট এসে বললো : হে আয়েশা ! আমি আমার মালিকদের সাথে সাত উকিয়া এর উপর লিখিয়ে নিয়েছি এবং প্রতি বছর আমি এক উকিয়া আদায় করবো। অতএব আপনি এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। সে তখনও কিছুই আদায় করেছিল না। আয়েশা (রা) তাঁর প্রতি সদয় হয়ে বলেন : তুমি তোমার মালিকদের কাছে গিয়ে বল, যদি তারা সম্মত হয়, তবে আমি একত্রেই তাদের প্রাপ্য সাত উকিয়া আদায় করে দেব, কিন্তু 'ওয়ালা' আমারই হবে। তারা বললো : আয়েশা (রা) ইচ্ছা করলে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তোমার সাথে ভাল ব্যবহার যা ইচ্ছা করতে পারেন, কিন্তু 'ওয়ালা' আমাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আয়েশা (রা) ইহা প্রকাশ করলে তিনি বলেন : তাদের কথায় তুমি তাকে ত্যাগ করো না। তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা 'ওয়ালা' ঐ ব্যক্তির হবে, যে মুক্ত করে। তিনি তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, লোকের অবস্থা কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবের নেই। যে এমন শর্ত আরোপ করবে, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তাহলে ঐ শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে, যদিও শত শর্তই করুক না কেন। আল্লাহ্‌র আদেশই গ্রহণযোগ্য এবং শক্তিশালী 'ওয়ালা' আযাদকারী ব্যক্তিই পাবে।

بَيْعُ الْوَلاَءِ

'ওয়ালা'[1] বিক্রয়

٤٦٥٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ‏.‏

৪৬৫৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রয় বা হিবা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٥٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ‏.‏

৪৬৫৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রয় বা হিবা করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٥٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ‏.‏

৪৬৫৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়ালা' বিক্রি করতে বা হিবা করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْمَاءِ

পানি বিক্রয়

٤٦٦٠. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ‏.‏

৪৬৬০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٦١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا

১. আযাদকৃত দাস-দাসীর ত্যাজ্য সম্পত্তি।

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ مَرَّةً ابْنَ عَبْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ قُتَيْبَةُ لَمْ أَفْقَهْ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ أَبِي الْمِنْهَالِ كَمَا أَرَدْتُ ٭

৪৬৬১. কুতায়বা ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ---- যাররা ইব্ন আবদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানি বিক্রয় না করার জন্য বলতে শুনেছি।

بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ

প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রয় করা

٤٦٦٢ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهْطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهْطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ٭

৪৬৬২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ---- ইয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٦٣ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ٭

৪৬৬৩. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) ---- ইয়াস ইব্ন আবদ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَيْعُ الْخَمْرِ

মদ বিক্রয় করা

٤٦٦٤ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا فَسَارَّ وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا أَرَدْتُ فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الَّذِيْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَافِيْهِمَا ‎*

৪৬৬৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন ওয়ালা মিসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আঙ্গুর নিংড়ানো পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মদের পাত্র হাদিয়া দিয়েছিল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মদ হারাম করেছেন? এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির কানে কানে কি কথা বললো, আর কী বললো তা আমি জানি না, আমি তার নিকটস্থ অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি এর কানে কানে কী বলছো? সে বললো ঃ আমি তো তার কানে কানে বলেছি, তুমি তা বিক্রয় করে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সেই সত্তা যিনি তা পান করা হারাম করেছেন। তা বিক্রয় করাও হারাম করেছেন।

٤٦٦٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ ‎*

৪৬৬৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সুদের আয়াত নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করে শুনালেন। এরপর তিনি তিনি মদের ব্যবসা হারাম বলে ঘোষণা করেন।

بَابُ بَيْعُ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর বিক্রয় করা

٤٦٦٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‎*

৪৬৬৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মাসঊদ উকবা ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, পতিতা রমণীর মজুরী এবং গণকের পারিতোষিক হতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٦٧. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا وَثَمَنُ الْكَلْبِ ‎*

৪৬৬৭. 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কতকগুলো বস্তুকে হারাম বলেছেন, এদের মধ্যে তিনি কুকুরের মূল্যের কথাও উল্লেখ করেছেন।

مَا اسْتُثْنِيَ

যে কুকুর বিক্রি করা যায়

٤٦٦٨ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مُنْكَرٌ *

৪৬৬৮. ইব্রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন; তবে শিকারী কুকুর ব্যতীত।

بَيْعُ الْخِنْزِيرِ

শূকর বিক্রয় করা

٤٦٦٩ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَهُوَ حَرَامٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ *

৪৬৬৯. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় বলতে শোনেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় করতে-নিষেধ করছেন। এক লোক জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মৃত জন্তুর চর্বি বিক্রয় সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যা দ্বারা নৌকা ইত্যাদি তৈলাক্ত করা হয় এবং চামড়ায় তেল লাগানো হয়, আর তা জ্বালিয়ে আলো গ্রহণ করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ না, তা হারাম। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর চর্বি হারাম করেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করে তার মূল্য খায়।

بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ

উট পাল দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে

٤٦٧٠. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ *

৪৬৭০. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের পাল দেওয়ার বিনিময় গ্রহণ করতে, পানি বিক্রয় করতে এবং কৃষিযোগ্য যমীন বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧١. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাদীর সাথে নরের পাল দেয়ার পর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٢. أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعِقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نُكْرَمُ عَلَى ذَلِكَ *

৪৬৭২. ইসমা ইব্‌ন ফযল (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিলাব গোত্রের এক অংশ বনী সা'ক-এর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে নর ও মাদী পশুর পাল দেওয়ার বিনিময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তা থেকে নিষেধ করেন। তখন সে ব্যক্তি বলেন ঃ আমরা হাদিয়াস্বরূপ কিছু পেয়ে থাকি।

٤٦٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিঙ্গা লাগানোর বিনিময়, পশুর পাল দেওয়ার বিনিময় এবং কুকুর বিক্রির বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٤. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নর-মাদীর পাল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٦٧٥. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ *

৪৬৭৫. ওয়াসিল ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ---- আবূ হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে এবং নর-মাদীর পাল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ

ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি গরীব হয়ে যায়

٤٦٧٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ *

৪৬৭৬. কুতায়বা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন মাল বিক্রয় করার পর গরীব হয়ে যায়, আর তার নিকট বিক্রিত মাল তদবস্থায় পাওয়া যায়, তবে যে বিক্রয় করেছে, সে অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক হকদার।

٤٦٧٧. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ *

৪৬৭৭. আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যায়, আর তার নিকট কারো কোন বস্তু হুবহু পাওয়া যায় আর বিক্রেতা তা চিনতে পারে, তবে ঐ বস্তু ঐ ব্যক্তিরই যে তা বিক্রয় করেছে।

٤٦٧٨. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ *

৪৬৭৮. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তির ক্রয় করা ফল বিনষ্ট হওয়ায় সে ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে গেল। বরং সে ধনী হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা তাকে দান কর, লোক তাকে দান করলো, কিন্তু তবুও তার করয আদায় হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যারা পাওনাদার ছিল, তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা যা আছে তাই নিয়ে নাও, এর অতিরিক্ত কিছুই পাবে না।

اَلرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ

বিক্রিত দ্রব্যের মালিক অন্য কেউ হলে

٤٦٧٩. أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ *

৪৬৭৯. হারূন ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র ইব্‌ন সিমাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তির নিকট তার মাল পায় যার উপর চুরির অভিযোগ আনা যায় না, তবে তার ইচ্ছা হলে সে ঐ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারে, যে মূল্যে সে ব্যক্তি ক্রয় করেছে। আর ইচ্ছা করলে চোরের অনুসন্ধান করতে পারে। আবূ বকর এবং উমর (রা)-ও এরূপ আদেশ করেন।

٤٦٨٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي

حَارِثَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَاَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ اَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِذَالِكَ مَرْوَانُ اِلَىَّ فَكَتَبْتُ اِلَى مَرْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِاَنَّهُ اِذَا كَانَ الَّذِى اَبْتَاعَهَا مِنَ الَّذِى سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الَّذِى سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَاِنْ شَاءَ اَتْبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَالِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِىْ اِلَى مُعَاوِيَــةَ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى مَرْوَانَ اِنَّكَ لَسْتَ اَنْتَ وَلاَ اُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَىَّ وَلَكِنِّى اَقْضِى فِيْمَا وُلِّيْتُ عَلَيْكُمَا فَانْفُذْ لِمَا اَمَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ لاَ اَقْضِى بِهِ مَا وُلِّيْتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ ‌•

৪৬৮০. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র আনসারী (রা) তিনি ইয়ামামার শাসনকর্তা ছিলেন। মারওয়ান তার নিকট লিখেন যে, মুআবিয়া (রা) তার নিকট লিখেছেন : যার কোন বস্তু চুরি যায়, তবে সে তার অধিক হকদার, যেখানেই সে তা পাক না কেন। উসায়দ (রা) বলেন : মারওয়ান আমাকে এরূপ লিখলে আমি মারওয়ানকে লিখলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন : যে ব্যক্তি চোরের নিকট হতে তা ক্রয় করেছে সে যদি চুরির সন্দেহাতীত লোক হয়, তবে মালের মালিক ইচ্ছা হয় সে মূল্য দিয়ে তা নিবে, না হয় চোরের অনুসন্ধান করবে। এরপর এর অনুকরণে আবূ বকর, উমর (রা) এবং উসমান (রা) ফয়সালা করেন। মুআবিয়া (রা) মারওয়ানকে লিখেন যে, তুমি এবং উসায়দ আমার উপর শাসন ক্ষমতা চালাতে পারবে না। বরং এর উল্টা আমি তোমাদের উভয়ের উপর শাসন ক্ষমতা চালাতে পারি। কেননা, আমি তোমাদেরকে উভয়ের উপর শাসন ক্ষমতা চালাতে পারি। কেননা, আমি তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি : অতএব যা আমার আদেশ হবে, তা পালন করবে। মারওয়ান মুআবিয়া (রা)-এর চিঠি আমার নিকট পাঠালে আমি বললাম : আমি যতদিন শাসক থাকি, ততদিন তাঁর কথামত বিচার করবো না।

٤٦٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ اَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ اِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ ‌•

৪৬৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন লোক তার মাল পেলে সে-ই তার মালের অধিক হকদার। আর যার নিকট কোন বস্তু পাওয়া যায়, তবে সে বিক্রেতার অনুসন্ধান করবে।

٤٦٨٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِىَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا ‌•

৪৬৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন মহিলাকে দুই অভিভাবক বিয়ে দেয়, তবে প্রথমজনের বিবাহ দেওয়া গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দু'জন বিক্রেতা কোন জিনিস বিক্রয় করে, তবে প্রথমজনের বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হবে।

اَلْاِسْتِقْرَاضُ

কর্জ নেওয়া

٤٦٨٢ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اُسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِىُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ ٭

৪৬৮৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাবীআ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট হতে চল্লিশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলেন। এরপর তাঁর নিকট মাল আসলে, তিনি এই সব কর্জই আদায় করে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ঘরে এবং মালে বরকত দান করুন। কর্জের বিনিময় তো এই যে, লোক কর্জ দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তা আদায় করবে।

اَلتَّغْلِيْظُ فِى الدَّيْنِ

কর্জ গ্রহণের আপদ

٤٦٨٤ . اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَوْلٰى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَاَلْتُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذَا التَّشْدِيْدُ الَّذِىْ نُزِّلَ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ اُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَادَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ دَيْنُهُ ٭

৪৬৮৪. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে তাঁর মাথা উঠান, পরে তাঁর হাত ললাটের উপর স্থাপন করে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্ ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হলো। আমরা ভয়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। পরদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ কঠোরতা কী ছিল, যা অবতীর্ণ হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর কসম ! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ

হয়, আবার জীবন লাভ করে; আবার শহীদ হয় এবং আবার জীবিত হয়, পরে আবার শহীদ হয়, আর তার উপর কর্জ থাকে, তবে সে কর্জ আদায় না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

٤٦٨٥. أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَهَهُنَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ أَحَدٌ ثَلاَثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَنْ لاَتَكُونَ أَجَبْتَنِي أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ إِنَّ فُلاَنًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ ‌*

৪৬৮৫. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা এক জানাযায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কেউ আছে কি ? এক ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথম দুইবার উত্তর দাও নি কেন ? আমি তোমার ভালোর জন্যই ডেকেছি। এরপর তিনি তাদের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন ঃ সে তো মারা গেছে, কিন্তু সে দেনার দায়ে আবদ্ধ রয়েছে।

اَلتَّسْهِيلُ فِيهِ

কর্জ নেওয়ার আসানী

٤٦٨٦. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَلاَمُوهَا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لاَأَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي يَقُولُ مَامِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ‌*

৪৬৮৬. মুহাম্মাদ ইবন কুদামা (র) - - - - ইমরান ইবন হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মায়মূনা (রা) লোকের নিকট হতে অনেক কর্জ নিতেন। তাঁর বংশের লোক তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, তিরস্কার করলো, তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হলো। তখন তিনি বললেন ঃ আমি কর্জ নেওয়া পরিত্যাগ করবো না। কারণ, আমি আমার প্রিয় নবীকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কর্জ করে আর আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন যে, সে তা আদায়ের চিন্তায় আছে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তার কর্জ পরিশোধ করে দেবেন।

٤٦٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ مَيْمُونَةَ

زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৬৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) ---- উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) বলেন : উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা) কর্জ গ্রহণ করতেন। তাঁকে বলা হলো : হে উম্মুল মুমিনীন ! আপনি তো কর্জ নিচ্ছেন, অথচ এত কর্জ পরিশোধ করার মত সম্পত্তি আপনার নেই। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কর্জ নিয়ে তা পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করে থাকেন।

مَطْلُ الْغَنِيِّ

করয আদায়ে সামর্থ্যবান লোকের বিলম্ব করা

٤٦٨٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَالظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ .

৪৬৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কারোর উপর কারো করয থাকে, তখন করযদারকে অবকাশ দেওয়া উচিত। আর যদি ধনী লোক করয আদায় না করে, তবে তা হবে জুলুম।

٤٦٨٩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ .

৪৬৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) ---- শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ধনবান লোক যদি করয আদায় করতে দেরী করে, তাহলে করয দাতার অধিকার রয়েছে তার অনিষ্ট সাধন করার, শাসক তাকে বন্দীও করতে পারে।

٤٦٩٠. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ .

৪৬৯০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ---- শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ধনবান

লোক যদি করয আদায় করতে দেরী করে, তা হলে করয দাতা তার ক্ষতি করতে পারবে এবং শাসক তাকে আটকও করতে পারে।

اَلْحَوَالَةُ

হাওয়ালা

٤٦٩١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحٰرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ *

৪৬৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ধনী ব্যক্তির করয আদায় করতে দেরী করা জুলুম। আর তোমাদের কাউকে যদি করয আদায় করার কাজে লাগানো হয় তবে সে যেন তাকে অবকাশ দেয়, করযদারকে যেন বিরক্ত না করে।

اَلْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ

করযের যামিন হওয়া

٤٦٩٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَلٰى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ *

৪৬৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী ব্যক্তির মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলো যেন তিনি তার নামাযে জানাযা পড়ান। তখন তিনি বলেন ঃ এর উপর তো করয রয়েছে। আবূ কাতাদা বললেন ঃ আমি এর যামিন হলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি তার পূর্ণ করয আদায় করবে? আবূ কাতাদা (রা) বললেন ঃ পূর্ণ করয আদায় করবো।

اَلتَّرْغِيْبُ فِىْ حُسْنِ الْقَضَاءِ

উত্তমরূপে করয আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান

٤٦٩٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً *

৪৬৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে উত্তমভাবে করয পরিশোধ করে।

حُسْنُ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقُ فِي الْمُطَالَبَةِ

করয উসুল করতে কোমল ব্যবহার করা

٤٦٩٤. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ *

৪৬৯৪. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন লোক কখনও এর চেয়ে উত্তম কাজ করে না যে, লোকদেরকে কর্জ দেয়, পরে সে তার উসুলকারীকে বলে যেখানে সহজভাবে উসুল হয়, সেখান থেকে উসুল কর, আর যেখানে করযদার নিঃস্ব গরীব হয়, সেখানে ছেড়ে দাও, মাফ করে দাও। হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মাফ করে দেবেন, যখন সেই লোকের মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি কোন্ নেক কাজ করেছ ? সে ব্যক্তি বলে ঃ না, কিন্তু আমার এক চাকর ছিল, আমি লোকদেরকে করয দিতাম, যখন আমি তাকে করয উসুল করতে পাঠাতাম, তখন বলে দিতাম ঃ যদি সহজভাবে পাওয়া যায়, তবে তা নেবে আর যেখানে কষ্ট হয়, সেখানে ছেড়ে দেবে, ক্ষমা করে দেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমিও তোমাকে ক্ষমা করলাম।

٤٦٩٥. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ *

৪৬৯৫. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি লোকদের কর্জ দিত; যখন সে কোন গরীবকে দেখতো, তখন সে তার চাকরকে বলতো ঃ তাকে ক্ষমা করে দাও; হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। এরপর লোকটির মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٤٦٩٦. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ ٭

৪৬৯৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ---- উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে ব্যক্তি ক্রয় করতে, বিক্রয় করতে, উসূল করতে এবং আদায় করতে লোকের সাথে কোমল ব্যবহার করতো।

اَلشَّرِكَةُ بِغَيْرِ مَالٍ

মাল ব্যতীত শরীক হওয়া

٤٦٩٧. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِيءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ ٭

৪৬৯৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি আম্মার এবং সা'দ বদরের দিন শরীক হলাম. সা'দ (রা) তো দুইজন বন্দি ধরে আনলেন, কিন্তু আমি এবং আম্মার কিছুই আনলাম না।

٤٦٩٨. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَتَمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ٭

৪৬৯৮. নূহ ইব্‌ন হাবীব (র) ---- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গোলামের মধ্যে তার অংশ মুক্ত করে দেয়, তখন সে যেন অন্যের অংশও নিজের মালদ্বারা মুক্ত করে দেয়, যদি তার নিকট গোলামের মূল্যের মাল থাকে।

اَلشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ

গোলাম বাঁদীর অংশীদার হওয়া

٤٦٩٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ ٭